পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 305 Tuesday, 6 October, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৩০৫ সংখ্যা ✻ ১৮ আশ্বিন ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

বাংলায় নতুন ৪ বিমানবন্দর, রামমন্দিরের মতো তীর্থক্ষেত্রে বিমান পরিষেবা চেয়ে কেন্দ্রের মন্ত্রীর কাছে আর্জি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় 'উড়ান ২.০' প্রকল্পের আওতায় পুরুলিয়ার ছররা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডাকে যুক্ত করার মৌ স্বাক্ষরিত হল। একই সঙ্গে দমদম বিমানবন্দরের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে নদিয়ার কল্যাণীতে ২,০০০ একর জমিতে দিল্লির নয়ডার আদলে একটি নতুন আন্তর্জাতিক গ্রিনফিল্ড বিমানবঃদর তৈরির ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার নবান্নে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর উপস্থিতিতে এই জোড়া ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে এও জানান, তৃণমূল জমানার দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অনীহা ও জমি-জটিলতা কাটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় রাজ্য এ বার দ্রুত প্রগতির পথে হাঁটছে। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগের মানচিত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে তার রূপরেখা পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা থেকে সরাসরি ব্রিটেন এবং ইউরোপের প্রধান শহরগুলিতে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালুর জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে একটি স্মারকপত্র তুলে দেন তিনি। একই সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমানের অণ্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরকে আরও শক্তিশালী করে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও গুয়াহাটির মতো মহানগরের সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার করার প্রস্তাব দেন। রাজ্যবাসীর ধর্মীয় আবেগের কথা মাথায় রেখে অযোধ্যার রাম

মন্দির, তিরুপতি, রাজস্থানের খাতু শ্যাম এবং অমৃতসরের মতো বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রে সরাসরি ও আঞ্চলিক বিমান পরিষেবা চালুর জন্য মন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই নতুন আকাশপথ চালু হলে কেবল সাধারণ যাত্রীরাই উপকৃত হবেন না, বরং উত্তরবঙ্গের আম ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রের পণ্য সহজে পরিবহণ করে কৃষক ও ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীদের আর্থিক ভাগ্য বদলানো সম্ভব হবে বলে দাবি তাঁর। পূর্বতন সরকারের উন্নয়নবিরোধী মানসিকতার সমালোচনা করে শুভেন্দু অসহযোগিতার উদাহরণ টেনে বলেন, ''আগের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কলকাতার কাছে দ্বিতীয় বিমানবন্দরের পর্যাপ্ত জমির জন্য চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকার সঙ্গে সঙ্গে তা নাকচ করে দেয়। সেনাবাহিনীর ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও কলাইকুণ্ডায় ৩৭ একর এবং হাসিমারায় মাত্র ২৫ একর জমি না দেওয়ার কারণে উড়ান প্রকল্প এতদিন আটকে ছিল।'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় এসেই মাত্র ১৫০ দিনের মধ্যে ৫০০টি ওভারব্রিজ-এর আটকে থাকা এনওসি মঞ্জুর করেছে, ৬১টি স্তব্ধ রেল প্রকল্প সচল করেছে এবং সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফ-কে ৯০ শতাংশ জমির মালিকানা বুঝিয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কল্যাণীতে প্রস্তাবিত বিকল্প বিমানবন্দরের জন্য মাটি পরীক্ষা ও জমি সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ মুখ্যসচিব হরবিন্দর সিং ও ভূমি সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তার তদারকিতে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। পাশাপাশি আগামী দিনে মালদহ ও কোচবিহার বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বেহালা বিমানবন্দর পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, সেখানে দ্রুত একটি আধুনিক উড্ডয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর সবুজ সঙ্কেত দেবে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক, যা রাজ্যের মেধাবী ও দেশপ্রেমিক তরুণ প্রজন্মকে বিশ্বমানের বৈমানিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

'পশ্চিমবঙ্গে শুধু মুসলিমরা নয়, সবাই খোলা বাতাস নিচ্ছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ আগামিকাল, ৬ অক্টোবর রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ভোটগণনা ৯ অক্টোবর। এবার নন্দীগ্রামে জয়ের মার্জিন বাড়বে বলে আশা করছেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিকে দিন কয়েক আগে রেজিনগর থেকে সংখ্যালঘুদের বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দিলীপ ঘোষও মনে করেন, এবার রেজিনগরে মিরাকেল হতে পারে। একইসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, বিজেপির আমলে সংখ্যালঘুরা খোলা মুক্ত বাতাস নিচ্ছে। সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''আজ পশ্চিমবাংলায় শুধু সংখ্যালঘু মুসলিমরা নয়, সবাই খুব খোলা হাওয়া নিচ্ছে। তাঁরা এবার বুঝতে পারছেন রাজনীতি কী। এতদিন ধরে যে ভুল বোঝানো হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে, ভোট কাকে দেবে সেটা অন্য কেউ ঠিক করে দেয়। এটা পরিবর্তন হয়েছে। তাঁরা আজ খোলা হাওয়ায় আসুন, রাজনীতি করুন, নিজের কথা ভাবুন, রাজনীতির কথা ভাবুন। বিজেপি সঙ্গে আছে।'' রবিবারই দিলীপ ঘোষ বার্তা দিয়েছিলেন, দেশের উন্নয়ন যখন বিজেপির হাতে, তখন সেই স্রোতেই থাকতে হবে সংখ্যালঘুদেরও। রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, ''দেশের উন্নতির লাভ আপনারা নিন। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সুবিধা নিন। চাকরি করুক, ব্যবসা করুক। আজ যেখানে ক্রিমিনাল সেখানেই সংখ্যালঘু। কোর্ট-কাছারিতে সংখ্যালঘু,থানায় সংখ্যালঘু। বিজেপি চায় তারা মূল স্রোতে আসুক, উন্নয়নে সুবিধা নিক।'' মুখ্যমন্ত্রী রেজিনগরে ভোট প্রচারে গিয়ে বলেছিলেন, ''আমার সংখ্যালঘু ভাইবোনেরা মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন? কোনও লাভ হবে। এই তো সুযোগ বন্ধুত্ব করার। এর থেকে ভালো সুযোগ আর পাবেন না। সবার কল্যাণের জন্য কাজ করব। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সবার জন্য কাজ করে, মুখ্যমন্ত্রীও সবার জন্য কাজ করবে।''

১৪ হাজারেরও বেশি পদে দ্রুত নিয়োগ!

উৎসবে 'কল্পতরু' মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ রাজ্যে নতুন সরকারের প্রথম দুর্গাপুজো। আর তার আগে কার্যত 'কল্পতরু' মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের কর্মক্ষেত্রকে সচল করতে একগুচ্ছ নতুন ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তফসিলি জাতি-উপজাতি পড়ুয়াদের খাবারে বরাদ্দ বৃদ্ধি থেকে কর্মবন্ধুদের পারিশ্রমিক বাড়ানো, পুলিশে নিয়োগপত্র থেকে মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় নতুন প্রকল্প চালু - মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক ঘোষণায় উৎসবের মরশুমে খুশির হাওয়া। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, খুব দ্রুতই আরও অনেক ক্ষেত্রে কাজ করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। এমনকী আগামী ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ১৪ হাজারের বেশি নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল নবান্নে। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, পুজোর আগে 'কর্মবন্ধু' অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সাফাইকর্মীদের ভাতা ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা করা হল। চলতি মাসেই তা পাবেন অস্থায়ী কর্মীরা। আগামী ১০ তারিখ,

মহালয়ার দিন রাজ্য পুলিশে ১১২ নম্বর অর্থাৎ জরুরি অবস্থায় পদক্ষেপের জন্য নম্বর চালু হচ্ছে। ওইদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন থানাকে ৪০০ গাড়ি ও ৪৫০ বাইক দেওয়া হবে। আর পরদিন, ১১ অক্টোবর রাজ্য পুলিশের প্রথম ব্যাচে প্রায় ১২ হাজার জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে আরও বেশ কিছু সুখবর শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরে ১৪,৪৫৪ নতুন নিয়োগ হবে। ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে পরীক্ষা পদ্ধতি শেষ করে দ্রুত নিয়োগ পাবে। পিএসসি, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে সেই নিয়োগ হবে। বনদপ্তর, দমকল বিভাগ, কারাবিভাগ, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক-সহ একাধিক দপ্তরে চাকরি পাবেন যোগ্যরা। শিক্ষাক্ষেত্রেও বেশ কিছু ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তফসিলি জাতি-উপজাতি শ্রেণিভুক্ত হস্টেল পড়ুয়াদের খাবারে বরাদ্দবৃদ্ধি হয়েছে। ১৮০০ টাকা থেকে ৩৩০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'ভগিনী নিবেদিতা স্কিম' চালু হল রাজ্যে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অবিবাহিত মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় ৩ বছর ধরে মোট ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

'ফর্ম ৬-এ বদল কে করেছে? আমরা কোনও অনুমোদন দিইনি'

জ্ঞানেশ কুমারের মামলায় স্পষ্ট করল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবরঃ 'ফর্ম ৬'-এ নির্বাচন কমিশনের আনা সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিয়ে বড় মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'স্পেশ্যাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন' প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অনলাইনে সংশোধিত ফর্ম ৬ চালুর বিষয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ''সংশোধিত ফর্ম ৬-এ সুপ্রিম কোর্ট কোনো অনুমোদন দেয়নি, এ বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আদালত ফাইল ও নথি খতিয়ে দেখতে চায় যে আইন বহির্ভূতভাবে এই ফর্মে কে বা কারা বদল এনেছিল।'' প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্য দুই কমিশনারের আপত্তিকে এড়িয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে নিয়ম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত এই মন্তব্য করে। এই প্রেক্ষিতেই শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, ৬ নম্বর ফর্মে বদল কে করেছে? কমিশনের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নেওয়া হয়েছিল? সে বিষয়ে জবাব তলব করা হয়েছে জ্ঞানেশ কুমার ও বাকি ২ দুই নির্বাচন কমিশনারের থেকে। তবে পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারকে সাসপেন্ড করার অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেওয়ার আবেদন খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, সংবাদমাধ্যমের কোনও

প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই চটজলদি কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে না। তবে নির্বাচন কমিশনের অন্দরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের অভিযোগে সিইসি জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশন এবং অপর দুই কমিশনার - সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক জোশীকে নোটিস জারি করে জবাব তলব করেছে আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের মূল পর্যবেক্ষণ, সংবিধান অনুযায়ী তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনকে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর যদি সর্বসম্মতি না হয়, তবে তা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে হতে হবে। আজ আপনারা কেবল ● এরপর ৬ পাতায়...

জয়নগরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুজনকে পুনরায় আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৫ অক্টোবরঃ জয়নগরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুজনকে পুনরায় আদালতে পেশ করলো পুলিশ।আর কদিন পরে পুজো।আর তার আগেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এসআই শান্তনু ব্যাধ, এএসআই বিশ্বজিৎ সরকারসহ পুলিশের একটি দল গত ২৭ শে সেপ্টেম্বরের গভীর রাতে অভিযান চালায় জয়নগর থানার মনসাতলা এলাকায়। সেখানেই তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় দুই যুবককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,

ধৃতদের নাম আমির সোহেল সেখ (২৫) এবং সাহিদ আনোয়ার মন্ডল (২৬)। ধৃত দু'জনেরই বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকায়। পুলিশের দাবি, ধৃত দুই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ৭ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং ৬ রাউন্ড কার্তুজ। পুজোর আগে জয়নগর এলাকায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে এই আগ্নেয়াস্ত্র গুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল, এর পিছনে কোনও অস্ত্রচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না এবং উদ্ধারহওয়া অস্ত্রগুলি কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না-তা খতিয়ে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের পর পুনরায় সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

রবিবার নাম ঘোষণা, সোমের সকালে বিজেপিতে যোগ দিয়েই রাজ্যসভায় মনোনয়ন জমা কোয়েলের, সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ জল্পনা সত্যি করেই একেবারে ঝড়ের গতিতে রাজনৈতিক ইনিংসের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। রথের দিন তৃণমূলের সাংসদ পদ ছাড়ার পর থেকেই পদ্মশিবিরে তাঁর যোগদানের গুঞ্জন দানা বেঁধেছিল। সপ্তাহের শুরুতেই সেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে নাম লেখালেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। শুধু তাই নয়, রাজ্যসভায় তাঁরই ছেড়ে যাওয়া আসনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে এদিন বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়নও জমা দিলেন তিনি। পাশে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিল্প মন্ত্রী তাপস রায়। সোমবার সকালে প্রথমে রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে যান কোয়েল। সেখানে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রীর হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন তিনি। 'বন্দে মাতরম' স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠা পরিবেশের মধ্যেই গলা মেলান অভিনেত্রী। এরপর সেখান থেকে সোজা বিধানসভায় পৌঁছে রাজ্যসভার নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। বিজেপিতে যোগ দিয়েই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আপ্লুত কোয়েল জানান, রাজ্যে

উন্নয়নের যে ধারা শুরু হয়েছে, তার শরিক হতেই তিনি গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ''আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি, একটি বড় দায়িত্ব পেলাম। মানুষের সেবা করাই আসল ধর্ম, সেটাই আনন্দের সঙ্গে করব। শেষ কয়েক মাসে বাংলায় যেভাবে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে, তা দেখে আমি মুগ্ধ। বাংলায় এই মুহূর্তে এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।'' ছোটবেলার স্মৃতি ও বাবার আদর্শের কথা টেনে কোয়েল আরও বলেন, ''ছোটবেলায় বাবাকে বলতে শুনেছি, রাজ্যে এটা কেন হচ্ছে না, ওটা কেন হচ্ছে না! সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা কত কথাই না মনে পুষে রাখি। পেপার পড়ে 'ইস এটা হল না' বলা সহজ, কিন্তু ময়দানে নেমে কাজ করাই আসল। এতদিন যা চেয়েও বলতে পারিনি, যা করতে পারিনি, এবার সেই সুযোগ এসেছে।'' তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হলেও সংসদে পা না দিয়েই ইস্তফা দেন কোয়েল। এদিন দলত্যাগ নিয়ে সরাসরি কোনও আক্রমণ না করলেও নিজের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার কথা স্পষ্ট করে দেন তিনি। তৃণমূলের হাত ছাড়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে অভিনেত্রী সাফ জানিয়ে দেন, কারও সম্পর্কে কটূকথা বলা তাঁর স্বভাব নয়। তাঁর কথায়, ''আমি সাইকোলজি নিয়ে পড়েছি, তাই আমার মধ্যে মানবিকতা রয়েছে। সেই মানবিকতা থেকেই কাউকে ছোট করতে পারি না। আমার শিক্ষা আমাকে কখনও অন্যকে ছোট করা শেখায়নি।'' রবিবারই বিজেপির তরফে রাজ্যসভা কোয়েলের ছেড়ে যাওয়া আসনে তাঁর নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আর সোমবার দলবদল সেরে একেবারে পোড়খাওয়া রাজনীতিকের মতো মনোনয়ন জমা দিয়ে ময়দানে নেমে পড়লেন কোয়েল মল্লিক।

উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভা ভোটে বড় চমক বিজেপির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবরঃ উত্তরপ্রদেশ থেকে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকায় বড়সড় চমক দিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলের ঘোষিত আটজন প্রার্থীর তালিকায় জায়গা পাননি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বি এল বর্মা। শুধু তাঁরাই নন, মেয়াদ শেষ হতে চলা রাজ্যসভার বিদায়ী সাংসদদের কাউকেই আর নতুন করে মনোনয়ন দেয়নি দল। অরুণ সিং, নীরজ শেখর, ব্রিজ লাল, সীমা দ্বিবেদী এবং গীতা শাক্যর মতো হেভিওয়েট নেতাদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও সাংগঠনিক মুখদের সামনে আনা হয়েছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন ● এরপর ৬ পাতায়...

উপনির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামের আইসি বদল করল কমিশন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের মুখে পুলিশে রদবদল। নন্দীগ্রাম থানার আইসি অজয়কুমার মিশ্রকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় দেবাশিস সরকারকে নতুন আইসি হিসেবে নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। দেবাশিস এত দিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের ইন্সপেক্টর (টিআই) পদে কর্মরত ছিলেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে পাঠানো সুপারিশপত্রের ভিত্তিতে কমিশন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আদেশে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর- রাজ্যের দুই বিধানসভা আসনে ভোট ৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার। রবিবারই দুই বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচার শেষ হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে জোড়া আসন-ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হওয়ার পর ভবানীপুর কেন্দ্রটি নিজের দখলে রেখে নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ বার ওই আসনে পদ্ম প্রতীকের প্রার্থী নিহত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ। প্রার্থীর জয়ের সপক্ষে রবিবাসরীয় প্রচারের শেষ দিনে নন্দীগ্রামের রাজপথে দীর্ঘ পথ হেঁটে ও রোডশো করে জনসংযোগ ● এরপর ৬ পাতায়...

'দফতরের ড্রয়ারে অনেক কিছু রেখে গেছিলেন!'

পা ভাঙা নিয়ে মমতাকে বড় হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙেনি বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত শনিবারই সাংবাদিক বৈঠক করে সেই সংক্রান্ত কাগজ দেখিয়েছিলেন শুভেন্দু। সোমবার আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসএসকেএম কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন। কীভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সামনে এল তা জানতে চেয়েছেন তিনি। এই ইস্যুতে এবার বড় ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে পরোক্ষ হুঁশিয়ারিও দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙা ইস্যু উঠতেই শুভেন্দু বলেন, ''ভুল করছেন উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। স্বাস্থ্য দফতরকে বলব, যে অভিযোগ উনি করেছেন সেটা আমার কাছে পাঠাতে। উনি বোধহয় জানেন না, উনি কী করেছিলেন। উনি নিজে এফআইআর করেছিলেন সব বিজেপি নেতাদের নামে। সিআইডি তদন্ত করছিল।'' হুঁশিয়ারির সুরে মুখ্যমন্ত্রীর এও বক্তব্য, ''আমি ওঁর আইনজীবীকে বলব এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ভেবেছিলেন চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তাই সব কাগজপত্র ওঁর ড্রয়ারে ছেড়ে গিয়েছিলেন!'' তাহলে কি পা ভাঙা সংক্রান্ত তথ্য শুভেন্দু ওই ড্রয়ার থেকেই পেয়েছেন - এই নিয়ে স্পষ্টত অবশ্য কিছু বলেননি তিনি। তবে দরকার পড়লে এক্স-রে এবং

এমআরআই রিপোর্টও প্রকাশ্যে আনার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতাকে নিশানা করে বলেন, ''এমন অবস্থা হবে ঘর থেকে বেরতে পারবেন না!'' পাঁচ বছর আগে বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়েছিলেন মমতা। বিরুলিয়া বাজারে একটি ঘটনায় তাঁর পায়ে আঘাত লাগে। তার পর গোটা নির্বাচন পায়ে প্লাস্টার করে, হুইল চেয়ারে বসে প্রচার করেছিলেন মমতা। আর তৃণমূল স্লোগান দিয়েছিল, 'ভাঙা পায়ে খেলা হবে।' প্রাক্তন সম্পর্কে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি মিথ্যা প্রচারের অভিযোগ করেছেন। এদিকে নথি প্রকাশের ঘটনায় চিকিৎসা-তথ্যের গোপনীয়তা ভঙ্গ হয়েছে কি না, তা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে। আইনি নোটিসে ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩-এর কথাও উল্লেখ করেছেন মমতার আইনজীবী। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে হাসপাতালের দায়িত্ব কী, তোলা হয়েছে সে প্রশ্ন। এছাড়া, নথি প্রকাশের আগে হাসপাতালের তরফে কোনও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কি না, কিংবা নথিতে কোনও পরিবর্তন বা বিকৃতি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার দাবি জানানো হয়েছে। মমতার চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি যাতে আর কোনওভাবে প্রকাশ্যে না আসে, তার জন্যও ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। কীভাবে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পৌঁছল, সেটিও জানতে চাওয়া হয়েছে চিঠিতে।

৭১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী তৈরি নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ বিধানসভা নির্বাচনে পর এবার আরও একটা ভোট পশ্চিমবঙ্গে। দুই কেন্দ্রের উপ নির্বাচন ঘিরে অনেক রাজনৈতিক চাপান-উতোর চলেছে রাজ্য জুড়ে। ৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনের অংশ নেবেন ভোটাররা। আগামী ৯ অক্টোবর ওই দুই কেন্দ্রের ফল প্রকাশ হবে। মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। মোট ৭১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে দুই কেন্দ্রে। এর মধ্যে রেজিনগরে মোতায়েন করা হবে ৩৪ কোম্পানি ও নন্দীগ্রামে মোতায়েন করা হবে ৩৭ কোম্পানি বাহিনী। রেজিনগরে থাকছে মোট ২৮২টি ভোট, নন্দীগ্রামে থাকছে ৩১৫টি বুথ। নন্দীগ্রামে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১৩৮৯৫৫, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১২৭৪৬৩, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ১। রেজিনগরে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১৩৫০১৪, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১২২৬৩৮, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৫। নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আর রেজিনগর হল আজুপ বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ছেড়ে যাওয়া আসন। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন গুলিতে নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ, মমতা তৃণমূল এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন মহম্মদ এতেশামুল হক। ● এরপর ৬ পাতায়...

আকোলার ২৬৫টি তালুকা খরাকবলিত, শুকিয়ে নষ্ট হচ্ছে সয়াবিন

আকোলা (মহারাষ্ট্র), ৫ অক্টোবর ঃরাজ্যে তীব্র খরার পরিস্থিতির জেরে আকোলা জেলার মোট ২৬৫টি তালুকাকে খরাকবলিত হিসেবে ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। এর আওতায় রয়েছে আকোলা জেলার সবক'টি (৭টি) তালুকাই। দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টির ঘাটতির কারণে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পা।ছে সয়াবিন চাষ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজস্ব দফতরের আধিকারিকরা সরাসরি মাঠে নেমে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন ও পরিদর্শন শুরু করেছেন।বৃষ্টি ও জলের তীব্র অভাবে ইয়েভতা গ্রামের কৃষক শেখ রশিদের চার একর জমির সয়াবিন ফসল কার্যত শুকিয়ে নষ্ট হওয়ার মুখে। মাঠের পরিস্থিতি তুলে ধরে শেখ রশিদ বলেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সব কৃষকেরই আশা ছিল ভালো ফলন হবে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের সেই স্বপ্নে জল ঢেলে দিয়েছে। মন্ত্রীরা আমাদের জমি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। জলের অভাবে আমরা বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছি। তাঁরা আমাদের সমস্যাগুলি বুঝেছেন এবং তা সমাধানের পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন।

রাশিফল

মেষঃআজ মেষ রাশির জাতকদের জন্য দারুণ একটি দিন হতে চলেছে। আপনার সম্পর্কগুলিতে উষ্ণতা ও সুখ বজায় থাকবে। আজ আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করবেন। শুভদিন হবে
বৃষঃআজ আপনি নিজের মধ্যে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা অনুভব করবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করবে। ।
মিথুনঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন।
কর্কটঃ আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু একজন স্বার্থপর বদরাগী ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলবেন কারণ তিনি আপনাকে কিছু মানসিক উত্তেজনা দেবে যা পুনরায় সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
সিংহ ঃ আজ আপনার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। আপনার জীবনে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন। শুভদিন।
কন্যাঃআজ কন্যা রাশির জাতকদের জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ দিন। আপনার চারপাশে প্রচুর শক্তি অনুভব করবেন। এই সময়ে আপনি আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর বোঝাপড়া এবং নিষ্ঠা নিয়ে আসবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে
তুলাঃ কোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেচক হোন এবং যদি পারেন তাহলে এটি এড়িয়ে যান, যেহেতু সংঘর্ষ এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা কখনোই আপনাকে সাহায্য করবে না। শুভদিন হবে।
বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। আপনি আপনার পরিবারের জন্য কতটা যত্ন করেন তা উপলব্ধি করার জন্য তাদেরকে মৌখিক এবং অমৌখিক বার্তা দেওয়া বজায় রাখুন।
ধনুঃ আজকের দিনটি চমকার হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আরও বৃদ্ধি পাবে। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য এই সময়টি অনুকূল, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ দেবে।।
মকরঃআজকের আকাশ অত্যন্ত শুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজ আপনার জন্য নতুন করে শুরু করার সময়।
কুম্ভঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।
মীনঃ কিছু সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন। আপনার অলসভাবে বসে থাকার অভ্যাস মানসিক শান্তির জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন। সংসারে শান্তি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সেবা সংকল্প অভিযানে তপশিলী জাতি মোর্চার রক্তদান

আগরতলা, ৫ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনজীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে মাসব্যাপী সেবা সংকল্প অভিযান চলছে। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রবিবার আগরতলায় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ তপশিলী জাতি মোর্চা। মানবসেবার বার্তা সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন দলীয় কর্মী-সমর্থক ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা প্রদেশ তপশিলী জাতি মোর্চার সম্পাদক বাপি দাস, সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, বিধায়ক মীনা রানি সরকার-সহ বিজেপি ও তপশিলী জাতি মোর্চার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।রক্তদাতাদের অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনসেবাকে সামনে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাজ করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৩ বছর এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একটানা ১২ বছর-মোট ২৫ বছর ধরে তিনি জনসেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর এই দীর্ঘ জনজীবনের তাৎপর্যকে সামনে রেখেই দেশব্যাপী এক মাসের সেবা সংকল্প অভিযান গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অভিযানেরই অংশ হিসেবে তপশিলী জাতি মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান একটি মহ সামাজিক দায়িত্ব। একজনের দান করা রক্ত অন্য একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগ সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতার মনোভাব আরও শক্তিশালী করে।এদিনের অনুষ্ঠানে তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আবাসন, সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক সহায়তার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।তিনি আরও বলেন, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসা। তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পকে আরও কার্যকরভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।অনুষ্ঠানে বক্তারা রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এদিনের শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন উপস্থিত নেতৃত্ব। সেবা ও মানবিকতার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া ফেলে।

আলোচনা এখনও চলছে, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য নির্মলার

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর ঃ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখান থেকে কোনও পক্ষের পক্ষেই আর বেশি ছাড় দেওয়া বা সমঝোতা করা অত্যন্ত কঠিন। সোমবার সকালে মিউনিখ লিডার্স মিটিংয়ে অংশ নিয়ে এমনটাই জানালেন

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। আলোচনার বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, চুক্তি নিয়ে দরকষাকষি এখনও চলছে, তবে আমরা মনে করি উভয় পক্ষই এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে, যার পর কিছু দেওয়া বা নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু যদি এখনও কোনও বিষয়ে সমঝোতার অবকাশ থাকে, তবে দুই পক্ষই তা কাজে লাগাবে। সীতারমনের এই মন্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে, বাণিজ্য আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতির পথ এখনও খোলা থাকলেও অতিরিক্ত ছাড়ের প্রশ্নে দু'দেশই কার্যত অন। অবস্থানে রয়েছে।

ঝড়খালিতে যুবককে গুলি করে খুন, তদন্তে পুলিশ

ঝড়খালি, ৫ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালিতে বাইক আরোহী এক যুবককে গুলি করে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। নিহতের নাম দেবকুমার গায়েন (২৫)। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝড়খালির পার্বতীপুর এলাকায়। রাতেই খবর পেয়ে ঝড়খালি থানার পুলিশ রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে। এই খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই এই যুবককে গুলি করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, গুলি করেই খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। এই ঘটনার নেপথ্যে সঠিক কি কারণ রয়েছে, কে বা কারা জড়িত রয়েছে সেই সব বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ। তবে সোমবার সকাল পর্যন্ত কেউ আটক বা গ্রেফতার হয়নি। ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জয়পুরে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান, রাস্তা চওড়া করতে ভাঙা পড়ল ২৬০টি নির্মাণ

জয়পুর, ৫ অক্টোবর রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে বেআইনি দখল ও অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালাল জয়পুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। সোমবার নিউ সাঙ্গানের রোডকে প্রায় ১৬০ ফুট চওড়া করার লক্ষ্য নিয়ে বুলডোজার নামিয়ে ভেঙে ফেলা হলো আনুমানিক ২৬০টি নির্মাণ। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে চালানো এই অভিযান নিয়ে প্রশাসনিক গাফিলতি ও সীমানা নির্ধারণের ভুলত্রুটির অভিযোগে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই সরাসরি তোপ দেগেছেন শাসকদলের বিধায়ক।জেডিএ সূত্রে খবর, নিউ সাঙ্গানের রোডের যানজট সমস্যা মেটাতে এবং রাস্তাটিকে প্রায় ১৬০ ফুটে সম্প্রসারিত করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গুজ্জর কি থাড়ি এলাকার এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা প্রায় ২৬০টি দোকান, বাড়ি ও বিভিন্ন অবৈধ কাঠামোর বিরুদ্ধে এই ভাঙার কাজ চালানো হয়। যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।তবে প্রশাসনের এই ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক গোপাল শর্মা। জেডিএ-র কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, জয়পুর হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে গুজ্জর কি থাড়ির এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে এই অভিযান চালানো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সমস্যা হলো বহু মানুষের কাছে বিগত ৪০ বছরের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। সীমানা নির্ধারণে বড়সড় গলদ করা হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত প্রমাণপত্র সরকারের কাছে জমাও দেওয়া হয়েছে। জেডিএ-র উদাসীন মনোভাবকে কাঠগ।য় তুলে তিনি আরও অভিযোগ করেন, হাইকোর্ট কোনো নির্দেশ দিলে এবং শুনানির দিন এগিয়ে এলেই জেডিএ হঠাৎ করে সক্রিয় হয়ে এমন অভিযান শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে জয়পুরে অবৈধ দখলের এই পরিস্থিতির জন্য জেডিএ-র এই ধরনের মনোভাব ও গাফিলতিই প্রধানত দায়ী।

গুরুদ্বারা নানকমত্তা সাহিবে স্বচ্ছতা অভিযানে শামিল হয়ে শ্রমদান মুখ্যমন্ত্রী ধামির

নানকমত্তা, ৫ অক্টোবর ঃ গুরুদ্বারা শ্রী নানকমত্তা সাহিব চত্বরে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সোমবার সকালে ' সেবা সংকল্প অভিযান'-এর আওতায় তিনি গুরুদ্বারা প্রাঙ্গণে নিজে উপস্থিত থেকে ' শ্রমদান করেন। পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন কার্যকলাপে ব্যক্তিগতভাবে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাকে প্রত্যেকে যাতে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে পরিণত করেন, সেই আবেদনও জানান তিনি।পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে নামার আগে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি গুরুদ্বারা শ্রী নানকমত্তা সাহিবে প্রণাম জানান এবং উত্তরাখণ্ডের মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। এ উপলক্ষে গুরুদ্বারা পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সম্মানসূচক 'সিরোপা' ও একটি স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

অযোধ্যায় রামমন্দিরে পুজো দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

অযোধ্যা, ৫ অক্টোবর ঃ অযোধ্যা সফরে গিয়ে শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে পুজো দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার তিনি রাম জন্মভূমি চত্বরে পৌঁছন এবং রামলালার গর্ভগৃহে উপস্থিত হয়ে বিশেষ প্রার্থনা করেন। দেশের সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে পুজো দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। রামমন্দির পরিদর্শনের পাশাপাশি এদিন অযোধ্যায় তাঁর একাধিক ধর্মীয় কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। রামলালার গর্ভগৃহে উপস্থিত হয়ে বিশেষ প্রার্থনা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বিশেষ আরতিও করেন। রামলাল্লার কাছে দেশের সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে পুজো দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বেশ কিছুটা সময় রাম মন্দিরে কাটান তিনি।

প্রতিষ্ঠান, এমএসএমই ও স্টার্টআপের শক্তিতেই বাস্তবায়িত হবে 'বিকশিত ভারত'ঃ উপরাষ্ট্রপতি

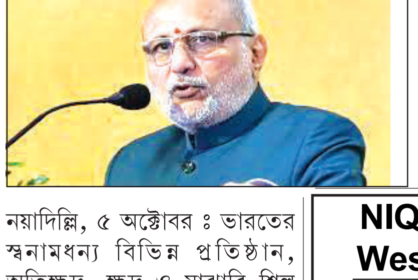

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর ঃ ভারতের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং উদ্ভাবনী স্টার্টআপগুলির যৌথ সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে 'বিকশিত ভারত'-এর ভবিষ্যৎ রূপরেখা। রবিবার নতুন দিল্লিতে 'ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া'-র ৫৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন। বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে উপরাষ্ট্রপতি স্পষ্ট জানান, বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস ও ভরসা অর্জন ছাড়া কোনও জাতির পক্ষেই প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির অন্যতম একটি দেশ এবং একই সঙ্গে দেশ দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। অনুষ্ঠানে আইসিএসআই-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে সি পি রাধাকৃষ্ণন বলেন, দেশে সুশাসন ও সুদৃঢ় 'কর্পোরেট গভর্নেন্স' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এটিকে সুস্থায়ী উন্নয়নের একটি বৈশ্বিক মাপকাঠি হিসেবেও তিনি অভিহিত করেন।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Live Feed of Program (except match on field) in connection with International Friendly Football Match between India vs. Uruguay scheduled for 06.10.2026 at VYBK, Saltlake, Kolkata" [Job No. KIT/RW/200 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-110/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 06.10.2026 up to 03.00 PM
2. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the Seva Jyoti Yatra programme to be attended by VVIP at Barasat on 07.10.2026" [Job No. KIT/RW/202 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-111/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 06.10.2026 up to 03.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III KMC invites open tender online Percentage two bid system for following works:

1) NIT No.- KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/58
Name of the Work : **Supply and delivery of LED light fittings for different streets in Ward No. 72 Under BR-III;** Estimated Amount: **Rs. 2,48,008.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**
2) NIT No.- KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/102
Name of the Work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of Split Air Conditioner at Mayor's Health Clinic and Other Health Centre Under BR-IX;** Estimated Cost : **Rs. 1,96,002.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **365 Days**
3) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/104
Name of the Work : **Supply of services for operation and Routine up keeping of Air Conditioner Machine at Ground, 1st, 2nd & 3rd Floor of UCHC, 96/2 Karl Marx Sarani, Kol-23 under BR-IX:** Estimated Cost : **Rs. 1,21,716.00;** Earnest Money : **Rs. 2,500.00;** Period of Completion : **365 Days**
4) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/39
Name of the Work : **Renovation of lighting system by supplying luminaries and other electrical accessories for essential works at different street in Ward No - 59, under BR-VII;** Estimated Cost : **Rs. 2,45,337.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
5) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/68
Name of the Work : **Repairing of Street Lighting System at different roads in Ward No. - 59 Under BR-VII;** Estimated Cost : **Rs. 2,99,152.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
6) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/69
Name of the Work : **Repairing and Relocation words in Lighting System for redressal of grievance in Ward No. - 59 under BR-VII;** Estimated Cost : **Rs. 2,96,557.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **15Days**
7) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/65
Name of the Work :**Annual Maintenance of video monitoring, PA, Intercom System at UCHC-79, 96/2 Karl Marx Sarani, Kol - 700023;** Estimated Cost : **Open Quotation;** Earnest Money : **2% of Quoted Amount;** Period of Completion : **365 Days**
8) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/36/R1
Name of the Work : **Arrangement for removing of old wiring and installation of new electrical accessories after civil work at the district vaccination store (DVS) at 36 Ballygunge Circular Road in Ward No. - 69, BR-VIII;** Estimated Cost : **Rs. 4,69,053.61;** Earnest Money : **Rs. 9,500.00;** Period of Completion : **30Days**
9) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/21/R1
Name of the Work : **Installation of insulation materials on the street light poles at different places in Ward No. - 72, under BR.-VIII;** Estimated Cost : **Rs. 2,45,908.74;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30Days**
10) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/103
Name of the Work : **Providing man power for services and routine up keeping of all electrical installations and lighting system for Mayor's Health Clinic at 29/5 Chetla Central Road in Ward No.82;** Estimated Cost : **Rs. 3,37,812.00;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00;** Period of Completion : **365 Days**
11) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/57
Name of the Work : **Supply and Delivery of LED light fittings for different streets in Ward No. 68 Under BR-VIII;** Estimated Cost : **Rs. 2,57,588.00;** Earnest Money : **Rs. 5,500.00;** Period of Completion : **30 Days**
12) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/35/R1
Name of the Work : **Supply of Services of Electrical System for operation and routine upkeeping of decorative lighting system in Ward No. 72 under BR. - VIII;** Estimated Cost : **Rs. 3,43,830.00;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00;** Period of Completion : **365 Days**
13) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/54
Name of the Work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. - 68, under BR. - VIII;** Estimated Cost : **Rs. 2,47,660.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
14) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/86
Name of the Work : **Supply and delivery of LED light fittings for different streets in Ward No. 80 under BR.-IX;** Estimated Cost : **Rs. 2,52,756.00;** Earnest Money : **Rs. 5,500.00;** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid-**14.10.2026, 02.00 P.M.** (for Sl. No. 1 to 14) ; Bid opening date for Technical Proposals (Online) - **14.10.2026, 2.30 P.M.** (for Sl. No. 1 to 14). The bid forms and other details are available on and from **05.10.2026 - 6:00 P.M.**(for Sl. No. 1 to 14).
15) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/53
Name of the Work : **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system at Gobind Khatik Road, Pullin Khatik Road and surrounding area in Ward No. 58, Under BR-VII.** Estimated Cost : **Rs. 2,45,952.00;** Earnest Money : **Rs. 5,500.00;** Period of Completion :**183 Days**
16) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/37
Name of the Work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 56, Under BR-VII.** Estimated Cost : **Rs. 2,48,697.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion :**183 Days**
17) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/38
Name of the Work : **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system at E.M. Byepass from Parama Island to Park Circus 7 Point Crossing under BR.-VII**; Estimated Cost : **Rs. 2,21,064.00;** Earnest Money : **Rs. 4,500.00;** Period of Completion :**183 Days**
18) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/65
Name of the Work : **Installation of street lighting system for redressal of public grievance at Picnic Garden Road and Topsia Road in Ward No.-66, Under BR-VII;** Estimated Cost : **Rs. 1,16,221.71;** Earnest Money : **Rs. 2,500.00;** Period of Completion : **30 Days**
19) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/40
Name of the Work : **Improvement of Illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different street in Ward No. -66 under BR.-VII;** Estimated Cost : **Rs. 2,93,982.72;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
20) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/67
Name of the Work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and alllied electrical works at different street in Ward No. - 58 under BR-VII.** Estimated Cost : **Rs. 2,97,960.10;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
21) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/52
Name of the Work :**Supply and delivery of LED street light fittings at Ward No-56, Br-VII.** Estimated Cost : **Rs. 1,95,786.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
22) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/78
Name of the Work :**Repairing of Uttaran Lighting System at Shahebabad Village, Dakhin Boinchtalla Village and different places in Ward No. - 58, BR-VII.** Estimated Cost : **Rs. 1,99,078.07;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
23) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/77
Name of the Work :**Repairing of Uttaran Lighting System at Picnic Garden 1st and 2nd Lane, Chowbhaga Road and different places in Ward No. 66, BR-VII;** Estimated Cost : **Rs. 1,99,351.78;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
24) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/26R
Name of the Work :**Repairing of street lighting system damaged due to severe accident on 29/07/2026 at Mathpukur Crossing to KMC Dhapa checkpost in Ward No. - 58, BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs. 2,89,431.66;** Earnest Money : **Rs. 5,800.00;** Period of Completion : **30 Days**
25) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/27R
Name of the Work :**Supply and delivery of LED street light fittings from Parama Island to topsia Crossing (E.M. Byepass) BR-VII ;** Estimated Cost: **Rs. 3,87,512.00;** Earnest Money : **Rs. 7,800.00;** Period of Completion : **30 Days**
26) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/28R
Name of the Work :**Supply and delivery of LED street light fittings at Ward No.66, BR.-VII ;** Estimated Cost: **Rs. 3,98,864.00;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid - **14.10.2026 at 12:00 Noon** (for Sl. No. 15 to 26); Bid opening date for Technical Proposals (Online) - **14.10.2026 at 05:00 P.M.** (for Sl. No. 15 to 26). The bid forms and other details are available on the from **06.10.2026 (05:00 P.M.)** (for Sl. No. 15 to 26).
27) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/64
Name of the Work :**Repairing of High Mast Lighting System at Chetla Hut Road, 17 No. bus Stand and other different places in Ward No.-82;** Estimated Cost: **Rs.2,99,963.94;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
28) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/65
Name of the Work :**Repairing of High Mast Lighting System at 11 No. Goragacha Road and1No. Hossain Saha Road and other different places in Ward No.-79;** Estimated Cost: **Rs.1,75,542.04;** Earnest Money : **Rs. 3,600.00;** Period of Completion : **30 Days**
29) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/75
Name of the Work :**Improvement of illumination by installing led light fittings and allied electrical works at different streets in Ward No. 79 under BR.-IX;** Estimated Cost: **Rs.1,99,331.58;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
30) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/79
Name of the Work :**Installation and Improvement of street lighting system at Alipore Road Gabinda Auddy Road, Chetla Lock Gate and other places in Ward No. 82;** Estimated Cost: **Rs.1,82,694.86;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
31) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/105
Name of the Work :**Repairing of Uttaran Lighting System at 115 Lock Gate Uttaran & 178 P.M Roy Road Uttaran areas in Ward No.-82;** Estimated Cost: **Rs.1,99,385.11;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
32) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/106
Name of the Work :**Repairing of Uttaran Lighting System at 19 & 20 Cold Birth Road Uttaran and 13,27,45 No. Hossain Saha Road uttaran areas in Ward No.-79;** Estimated Cost: **Rs.1,98,159.98;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
33) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/77
Name of the Work :**Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied Electrical Works at different streets in Ward No.- 82;** Estimated Cost: **Rs.1,99,808.30;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
34) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/76
Name of the Work: **Supply and delivery of LED light fittings at D.H. Road, Remount Road and different places in Ward No. 79 under BR.-IX;** Estimated Cost: **Rs.1,98,358.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **20 Days**
35) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/78
Name of the Work: **Supply and delivery of LED light fittings at Chetla Central Road, Lock Gate Road and different places in Ward No.82 under BR.-IX;** Estimated Cost: **Rs.1,98,764.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of Completion of bid: **14.10.2026 up to 2:00 P.M.** (for Sl. No. 27 to 35); Tender (Technical) Opening Date: **14.10.2026 at 4:00 P.M.** (for Sl. No. 27 to 35); The bid form and other details are available on the from **03.10.2026 from 2:00 P.M.** (for Sl. No. 27 to 35). For full and further details, please visit the Website: **https://etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. (for Sl. No. 27 to 35).
36) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/14/R1 (2nd Call)
Name of the Work: **Supply & delivery of LED lights for replacement of damaged lights at various places in Ward No. - 57, Under BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.2,48,244.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
37)NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/35
Name of the Work: **Repairing & relocation of street lighting system at Metropolitan Main Road in Ward No.-57, Under BR.-VII ;** Estimated Cost: **Rs.1,22,596.00;** Earnest Money : **Rs. 2,500.00;** Period of Completion : **15 Days**
38)NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/36
Name of the Work: **Renovation of lighting system by supplying luminaries and other electrical accessories for essential works at different street in Ward No.-57, under BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.2,48,120.00;** Earnest Money : **Rs.5,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
39) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/33/R1 (2nd Call)
Name of the Work: **Supply & delivery of LED lights for replacement of damaged lights at different roads & areas in Ward No.-69, under BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.2,47,576.00;** Earnest Money : **Rs.5,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
40) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/15/R1 (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing of Cable & other electrical accessories at E.M. Byepass from Mathpukur to Bartaman Bhawan under BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.2,08,977.00;** Earnest Money : **Rs.4,200.00;** Period of Completion : **30 Days**
41) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/54
Name of the Work: **Repairing of lighting system by different lighting accessories at E.M. Byepass from Chingrighata to VIP Bazar under BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.3,50,685;** Earnest Money : **Rs.7,100.00;** Period of Completion : **30 Days**
42) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/55
Name of the Work: **Supply & delivery of LED fittings for E.M. Bypass under BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.2,98,894;** Earnest Money : **Rs.6,000.00;** Period of Completion : **30 Days** Last Date and Time of submission of Bid - **27.10.2026 at 12:00 Noon** (for Sl. No. 36 to 42) bid opening date for Techinical Proposals (Online) - **27.10.2026 at 5:00 P.M.** (for Sl. No. 36 to 42). The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 (05.00 P.M.)** (for Sl. No. 36 to 42).
43) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/23R (2nd Call)
Name of the Work:**Repairing & replacement of damaged A.C. Machine accessories at different institution under BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.1,46,856.02;** Earnest Money : **Rs.3,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
44) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/25R (2nd Call)
Name of the Work: **Supply, Delivery and installation of different electrical accessories at various health institutions under BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.1,99,949.00;** Earnest Money : **Rs.4,000.00;** Period of Completion : **10 Days**
45) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/26R (2nd Call)
Name of the Work: **Installation of drinking water machine with cooling system at SW&UPA department in Borough-VII;** Estimated Cost: **Open Quotation;** Earnest Money : **Rs.2,800.00 (L/S);** Period of Completion : **30 Days**
46) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/80
Name of the Work: **Placement of existing signage with installation of new one bearing the name "Beniapukur Gate" in Bengali, Urdu and English Language under Ward No.-58 under Borough-VII;** Estimated Cost: **Rs.4,92,600.23;** Earnest Money : **Rs.9,900.00 (L/S);** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid. **27.10.2026 -2 P.M.** (for Sl. No. 43 to 46); Bid opening date for technical proposal on**27.10.2026 - 2:30 P.M.** (for Sl. No. 43 to 46); The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 - 6 P.M.** (for Sl. No. 43 to 46).
47) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/76
Name of the Work: **Repairing of damaged pillar box at C N Roy Road, Picnic Garden Road and different places in Ward No. 66, BR.-VII;** Estimated Cost: **Rs.2,61,962.69;** Earnest Money : **Rs.5,300.00;** Period of Completion : **30 Days.**
48) NIT No . - KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/79
Name of the Work: **Renovation of damaged pillar box at Radha Nath Choudhary Road, Convent Lane and different places in Ward No. - 56, BR-VII;** Estimated Cost: **Rs.1,99,107.36;** Earnest Money : **Rs.4,000.00;** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid-**14.10.2026 at 3 P.M.** (for Sl. No. 47 to 48). Bid opening date for Technical Proposals (Online) -**14.10.2026 at 5 P.M.** (for Sl. No. 47 to 48). The bid form sand other details are available on and form **06.10.2026 - 6 P.M.** (for Sl. No. 47 to 48). from the website ; **http//etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 48).

The Executive Engineer (E) LTG/Zone-V/ KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1) NIT No.- LTG/XIV/6/26-27/128/B
Name of the Work :**Repairing and renovation of street lighting system at Vidyasagar Colony, Golam Para and other Uttaran Areasin Ward No. 128;** Estimated Amount: **Rs.1,98,952.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **10 Days;**
2) NIT No.- LTG/XIV/8/26-27/132/B
Name of the Work :**Repairing and renovation of street lighting system at 51 no bustee, B.B.D. Bag colony and other Uttaran Areasin Ward No. 132;** Estimated Amount: **Rs.1,97,160.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **10 Days;**
3) NIT No.- LTG/XIV/26/26-27/128/D
Name of the Work :**Improvement of street lighting system at Natun Para and Dr. A.K. Pal Road in Ward No. 128;** Estimated Amount: **Rs.1,87,134.00;** Earnest Money : **Rs. 3,800.00;** Period of Completion : **15 Days;**
Bid opening date for technical proposal (online)" **14.10.2026 - 3 P.M.** (for Sl. No. 1 to3) Last Date and Time of submission of Bid.: **14.10.2026- 11 A.M.** (for Sl. No. 1 to3) . The bid forms and other details are available on the from **05.10.2026 - 4 P.M.** (for Sl. No. 1 to3) from the website **https://wbtenders.gov.in/**

573/26-27

জমি বিবাদে প্রতিবেশী মহিলাকে মারধরের অভিযোগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদকে কেঃদ্র করে প্রতিবেশী এক মহিলাকে মারধরের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সমীর অধিকারী (৪৮)।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সন্বিতেশতলা এলাকায় জমিজমা সংক্রান্ত পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় সমীর অধিকারী প্রতিবেশী এক মহিলাকে মারধর করেন। ঘটনার পর ওই রাতেই জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ। তদন্তের পর রবিবার সন্ধ্যায় সন্বিতে শতলায় অভিযুক্তের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সমীর অধিকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।সোমবার ধৃতকে জয়নগর থানার পক্ষ থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে থাকা কারণ এবং মারধরের অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

পুজোর আগে বারুইপুরে বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ৬ অক্টোবর ঃ পুজোর ঠিক আগে ফের বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর থানার পুলিশ। রবিবার মধ্যরাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বারুইপুর থানা ও বারুইপুর এসওজি-র যৌথ দল ছয়ানি ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান উদ্ধার করা হয়। ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আনুমানিক ৬৩৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে।পুলিশের নজর এড়াতে অভিনব কৌশলে গাঁজার বিপুল পরিমাণ চালানটি পচা সবজির নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওড়িশা থেকে ওই গাঁজা নিয়ে এসে বাসন্তী এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বলে অভিযোগ।উদ্ধার হওয়া গাঁজা এবং ব্যবহৃত বোলেরো পিকআপ ভ্যানটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।ধৃত তিনজনকে সোমবার আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।এই বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।মাদক পাচার চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত করার পাশাপাশি গাঁজার এই চালানের গন্তব্য সম্পর্কেও তদন্তকারীরা তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

শহর ও শহরতলী

দুর্গাপুজোর আগে টাকা ব্যবহারে জট, হাই কোর্টে মমতা তৃণমূল জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ সামনেই দুর্গাপুজো। তার আগে দলের দৈনন্দিন খরচ এবং কর্মীদের বেতন মেটানো নিয়ে সমস্যার মুখে পড়েছে বলে দাবি কালীঘাট তৃণমূলের। আদালত নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিক সুব্রত তালুকদারের কমিটির কাছে অর্থ চেয়েও তা পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ দলের একাংশের। এর ফলে কর্মীদের বেতন, বাড়িভাড়া-সহ বিভিন্ন খরচ আটকে রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় মমতা তৃণমূল। জরুরি ভিত্তিতে মামলাটির শুনানির আবেদন জানানো হলেও সেই আবেদন গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। আদালতের ছুটির পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হতে পারে। অবৈধ লেনদেনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে থাকা তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছিল পুলিশ। ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। মামলাটি শুনতে গিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য নির্দিষ্ট শর্তে ওই অ্যাকাউন্ট গুলি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আদালতের তরফে বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করা হয়। আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টট থেকে ইচ্ছেমতো বা লাগামহীন ভাবে অর্থ তোলা যাবে না। অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি আদালত নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিক খতিয়ে দেখবেন বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থা আগামী বছর ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকার কথা রয়েছে। ফলে দলের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদালতের নির্ধারিত ব্যবস্থার মধ্যেই থাকতে হচ্ছে কালীঘাট তৃণমূলকে। এর মধ্যেই কালীঘাট তৃণমূল এবং ঋতব্রত শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক টানাপড়েনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনা রয়েছে। এই পর্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং প্রতীক নির্বাচন কমিশনের তরফে ফ্রিজ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এরপর কালীঘাট তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গুলির বিষয়ে নতুন করে আইনি জটিলতা তৈরি হয়। মামলায় রাজ্যের তরফে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তা হল নির্বাচন কমিশনের নথিতে ' তৃণমূল কংগ্রেস' নামে কোনও রাজনৈতিক দল বর্তমানে কার্যকর অবস্থায় নেই এবং ওই নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করা হয়েছে। অথচ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়েছে ওই নামেই। এই কারণে মামলাটি খারিজ করার আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য সেই আবেদন গ্রহণ করেননি বলে জানা গিয়েছে। আদালতের আগের নির্দেশ অনুযায়ী, ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অর্থ ব্যবহারের অধিকার কালীঘাট তৃণমূলের কাছেই রয়েছে বলে দাবি দলের। তবে অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদালত নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিকের নজরদারি বজায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই পুজোর আগে কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে বলে আদালতের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে মমতা তৃণমূল। সোমবারের শুনানির আবেদনে মমতা তৃণমূলের তরফে আরও দাবি করা হয়, উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের নাম ও প্রতীক সংক্রান্ত বিষয়টি আদালত নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিকের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ আধিকারিক নাকি জানতে চেয়েছেন, আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করা হয়েছে কি না। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতেও বলা হয়েছে বলে দাবি দলের আইনজীবীর। উল্লেখ্য, আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন রয়েছে। তার ঠিক আগে দলের নাম, প্রতীক এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে তৈরি হওয়া আইনি জটিলতা নতুন মাত্রা পেয়েছে। তবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাডন্টট থেকে অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে আদালতের আগের নির্দেশ বহাল রয়েছে। ছুটির পর মামলাটির পরবর্তী শুনানিতে বিষয়টি নিয়ে আদালতের অবস্থান আরও স্পষ্ট হতে পারে। আপাতত কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, আদালত নিযুক্ত কমিটির মাধ্যমে অর্থ ব্যবহারের প্রক্রিয়ায় জটিলতার কারণেই কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য দৈনন্দিন খরচ মেটাতে সমস্যা তৈরি হয়েছে।

চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ, স্বামীর গ্রেফতারের পর ধৃত প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের চারঘাট পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বাসন্তী বিশ্বাসকে গ্রেফতার করল পুলিশ। একই অভিযোগে এর আগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁর স্বামী তথা ওই পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান নিখিলরঞ্জন বিশ্বাসকে। অভিযোগ, সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেশ কয়েক জনের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছিলেন ওই দম্পতি। টাকা দেওয়ার পরেও চাকরি না হওয়া এবং টাকা ফেরত না পাওয়ার অভিযোগ তুলে থানায় অভিযোগ করেছিলেন কয়েক জন। বাসন্তীর গ্রেফতারির পর এই মামলায় তদন্ত আরও গতি পেল বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বাসন্তী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়। তার মধ্যে তোলাবাজি এবং আর্থিক প্রতারণার অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগ কারীদের দাবি, তৃণমূলের শাসনকালে চারঘাট পঞ্চায়েতের প্রধান থাকার সময় বাসন্তী এবং তাঁর স্বামী নিখিলরঞ্জন এলাকার কয়েক জন বাসিন্দার কাছ থেকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন। অভিযোগ কারীদের মধ্যে মাজার আলি-সহ আরও কয়েক জন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, ২০২৩ সালে তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। সরকারি চাকরি পাওয়ার আশায় তাঁরা সেই টাকা দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও চাকরি হয়নি। এরপর টাকা ফেরত চাওয়া হলে সেই টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। উল্টে টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ তুলেছেন কয়েক জন। এই ঘটনা নিয়ে আগে থানায় অভিযোগ করা হয়েছিল বলে দাবি অভিযোগকারীদের। তাঁদের বক্তব্য, সে সময় স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অভিযোগের যথাযথ অগ্রগতি হয়নি। পরবর্তীতে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তাঁরা ফের বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। অভিযোগকারীদের কয়েক জন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে হওয়া ঘটনার কথা জানান এবং বিচার চেয়ে আবেদন করেন। এরপর প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে অভিযোগকারীদের দাবি। এই মামলায় গত ১২ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়েছিল নিখিলরঞ্জন বিশ্বাসকে। বর্তমানে তিনি জেলা হেফাজতে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এবার তাঁর স্ত্রী বাসন্তী বিশ্বাসকেও গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করানোর কথা রয়েছে। পুলিশি তদন্তে এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে আর কারা যুক্ত ছিলেন, টাকা কী ভাবে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিশ্রুত চাকরির বিষয়ে কোনও মধ্যস্থতাকারী বা অন্য ব্যক্তির ভূমিকা ছিল কি না, সেসবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বাসন্তীর গ্রেফতারির পর অভিযোগকারী মাজার আলি বলেন, তিনি আগে আইসিডিএস কর্মী ছিলেন। পরে পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার পর তাঁর বিপুল সম্পত্তি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মাজার। তাঁর দাবি, চাকরি দেওয়ার নাম করে বেকার যুবক-যুবতীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, অভিযোগের সঙ্গে আরও কয়েক জন যুক্ত থাকতে পারেন বলেও দাবি করেছেন মাজার। তাঁদেরও দ্রুত গ্রেফতার করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। অন্যদিকে, এলাকার বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার বাসন্তীর গ্রেফতারিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, অতীতে হোক বা বর্তমানে, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তবে রাজনৈতিক নেতাদের এই মন্তব্যগুলি তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য হিসেবেই রয়েছে। বাসন্তী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি। পুলিশ তদন্তের পাশাপাশি মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াতেই অভিযোগগুলির সত্যতা স্পষ্ট হবে। আপাতত স্বামী-স্ত্রী দু'জনই একই ধরনের অভিযোগের মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। চাকরি দেওয়ার নামে কথিত আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ, প্রতিশ্রুত চাকরির প্রকৃতি এবং এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত ছিলেন কি না, তা জানতেই তদন্তে জোর দিচ্ছে পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তায় জোর হাই কোর্টের, শুধু সিসিটিভি নয় সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ক্যাম্পাসে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পড়াশোনার উপযুক্ত এবং সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেছে আদালত। শুধুমাত্র সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নিরাপত্তার দায়িত্ব শেষ করা যাবে না বলেও স্পষ্ট করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ক্যাম্পাসের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং কোনও ধরনের অরাজকতা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সোমবার প্রধান বিচারপতি রবীঃদ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ও শিক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে ইতিমধ্যে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতের সামনে পেশ করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জমা দেওয়া রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নজরদারি বাড়াতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রবেশপথে নজরদারি ও পরিচয় যাচাইয়ের ব্যবস্থাও জোরদার করার কথা জানানো হয়েছে। নিরাপত্তার পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপগুলিকে আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়। তবে রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, শুধুমাত্র সিসিটিভি ক্যামেরা বসালেই ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না। ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাও প্রয়োজন। পড়ুয়াদের যাতে কোনও ধরনের ভয় বা অস্থিরতার

মধ্যে পড়াশোনা করতে না হয়, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছে আদালত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনও ধরনের অরাজকতা বরদাস্ত করা যাবে না বলেও আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে। বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে আদালত। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, ডায়মন্ড হারবারে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ফলে সেখানে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের ঘাটতি রাখা যাবে না। পড়ুয়াদের সুরক্ষা এবং ক্যাম্পাসের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলার শুনানির সময় সাম্প্রতিক কয়েকটি ক্যাম্পাস অশান্তির ঘটনাও স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনায় এসেছে। কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট বা এসআরএফটিআই-এ সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক বার বহিরাগতদের প্রবেশ এবং পড়ুয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে পর পর দু'টি ঘটনাকে কেঃদ্র করে সেখানে উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগ সামনে আসে। রবিবার হিংদু জাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ুয়াদের সঙ্গে বচসা ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। ক্যাম্পাসের ফটকে গেরুয়া পতাকা বেঁধে দেওয়া এবং পড়ুয়াদের মারধরের অভিযোগও উঠেছে। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষকে কেঃদ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছাত্র শাখা এবিভিপির সংঘর্ষের অভিযোগকে কেঃদ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অশান্তি তৈরি হয়। পর পর বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা এবং ক্যাম্পাসের পরিবেশ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে রাজ্যকে সক্রিয় হতে বলেছে হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্টও জমা দিতে হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। সেদিন বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রিপোর্ট খতিয়ে দেখে আদালত পরবর্তী নির্দেশ দিতে পারে।

হকারি পেশা হলেও নেশা বই লেখা, হুগলির ভাইদাস

মলায় সুর, হুগলি, ৫ অক্টোবর ঃ ট্রেনে হকারি করাই পেশা, কিন্তু বই লেখা তাঁর নেশা, আর নেশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দৈনন্দিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন হুগলির তিন নম্বর কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা ভাইদাস। জীবনের নিত্য লড়াই থেকেই তিনি বই লেখার শব্দ কুড়িয়ে আনেন। ট্রেনের কামরাই তাঁর সাহিত্য রচনার সবচেয়ে বড় কর্মশালা। আগামী বছর কলকাতা বইমেলায় তাঁর লেখা বই 'লন্ডভন্ড বাংলাদেশ' প্রকাশিত হতে চলেছে। হুগলির মফস্বল শহর থেকে তাঁর লড়াই আজ সবার জানা। এখান থেকেই বেড়ে ওঠা অভাবের সংসারে, ছোটবেলায় পুজোয় নতুন জামা কাপড়ের স্বপ্ন অনেক সময়ই পুরন হতনা। তিনি যখন পুজোর সময় লোকাল ট্রেনে হকারি করতেন। সেইসময় সেবার জন্ম নিয়েছিল তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ভাইদাসের খাস ছড়ার' বই। সেখান থেকেই শব্দের সাথে তাঁর আজীবনের সম্পর্ক শুরু। বই তাঁর কাছে বিলাস নয়, বেঁচে থাকার এক অবলম্বন। প্রতিদিন সকাল হলে ব্যাগ ভর্তি বই কাঁধে নিয়ে পৌঁছে যান হুগলি স্টেশনে। সেখান থেকে হাওড়া- ব্যান্ডেল মেন লাইনের ট্রেনে চেপে শুরু হয় তাঁর রোজকার হকারি। তাঁর বেশ কিছু বই পাঠকের চোখে নজর কেড়েছে, যেমন- ২০০৪ সালে তাঁর লেখা বই 'একাই একশো মমতা ব্যানার্জী'। সেইসময় বইটি দারুন সাড়া ফেলেছিল। ২০০৬ সালে 'গায়ক ভাইদাসের খাস ছড়া', 'মহানায়ক মিঠুন চক্রবর্তী' র সাক্ষাৎকার সহ নানা বাংলা পরিচালকের শুটিং । ২০১৪ সালে তাঁর লেখা উন্নয়নের প্রতীক নরেন্দ্র মোদি বইটি কলকাতার মুরলীধর সেন লেনে রীতেশ তেওয়ারি ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা বইটির প্রচ্ছদ উন্মোচন করেন। সকলেই বইটির প্রশংসা করেছিলেন। এরপর ২০১৮ সালে মুম্বাইয়ের বিজেপির সদর দপ্তর থেকে 'মোদির ভয়ে কাঁপে দাউদ' বইটি প্রকাশিত হয়। সময় পেলেই প্ল্যাটফর্মে বসেই কিংবা রাতে বাড়ি ফিরে সেই অভিজ্ঞতাগুলি শব্দে বুনে নেন তিনি। ট্রেনে যাতায়াতই তাঁর সবচেয়ে বড় কবিতার খাতা। পাশাপাশি তিনি পেয়েছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। আজও ভাইদাস ট্রেনে হকারি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। কবিতা ও সাহিত্যের বইকে সঙ্গী করেই এগিয়ে চলেছেন জীবনের পথে। এক কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টে বই সঙ্গে আর ও অনেক কিছু ফেরি করেন তিনি। ঘরে ফেরেন সন্ধ্যায়। আগের থেকে বাড়ির অবস্থা কিছুটা বদলালেও ভাইদাস একই রয়েছেন আগের মতোই। মাঝে মধ্যে ট্রেনের যাত্রীদের ছড়াও শোনান ভাইদাস। বলেন, আমি অল্প বয়স থেকেই ছড়া লিখি । উল্লেখ্য একসময় প্রয়াত সাংসদ আকবর আলি খন্দকারের মিটিং শুরুর আগে স্পেশাল ছড়া কেটে কেটে বলতেন। তাই যতদিন বাঁচব এভাবেই চালিয়ে যাব।

কাকদ্বীপে দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ,৫ অক্টোবরঃ দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর পরিচালনায় বিগত কিছু বছরের মত এ বছরেও শারদীয়া বস্ত্র বিতরণ ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। সহযোগিতায় কাকদ্বীপ ফিশারিজ উইডোজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ডক্টর অশোক কুমার বড়ুয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ওয়েলফেয়ার কমিটি। রবিবার কাকদ্বীপের অক্ষয়নগর কলোনি শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ শিক্ষায়তনে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় ।জেলা সভাধিপতি শ্রী নারায়ণ দাস এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অনাথ শিশু থেকে শুরু করে কাকদ্বীপ ফিশারিজ উইডোজদের পরিবারকে বস্ত্র বিতরণ ও মিষ্টিমুখ করানো হয়। মৎস্যজীবীরা কিভাবে মারা গিয়েছিলেন বা কাজ করতে গিয়ে কি ভাবে নিখোঁজ হয়েছেন- সেই সব মর্মান্তিকঘটনার কথা জানান তার পরিবারের মানুষেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের অভ্যর্থনায় উলুধ্বনি এবং ফুলবৃষ্টি করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মেমেন্টো প্রদান করা হয়।অক্ষয় নগর কলোনী শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক অরুণ চক্রবর্তী এই বস্ত্র দান ক্যাম্পের

আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী উৎপল দাস , বামানগর নিউ এসপি স্কুলের শিক্ষক অসীম দাস , নেট ফিশ , এম পি ভি এর আধিকারিক সহদেব দাস , কাকদ্বীপ ফিশারিজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যান মাধবী বিশ্বাস, সেক্রেটারি নীলিমা দাস , ডিস্ট্রিক্ট এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী টি এম এফ রিনা দাস প্রমুখ। আগুনের পরশমনি গানটির ছোঁয়ায় অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। সঙ্গে ছিলেন স্যাবের সেক্রেটারী ডঃ শুভব্রত রায় চৌধুরীর তিনি মৎস্যজীবী পরিবারের স্ত্রীদের প্রতি সুস্থতার বার্তা দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সৌমেন কয়াল, ডঃ মধুমিতা রায় চৌধুরী, চন্দ্রা রক্ষিত, সাংবাদিক তাপস পাল, সমর বেজ সহ প্রমুখ স্যাব প্রতিনিধি।

স্বচ্ছতা পক্ষ ২০২৬ ও বিশেষ অভিযান পূর্ব রেলের

কলকাতা, ৫ অক্টোবরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের গতিশীল নির্দেশনায় স্বচ্ছতা পক্ষ ২০২৬ (১-১৫ অক্টোবর) এবং বিশেষ অভিযান ৬.০ (২-৩১ অক্টোবর)-এর আওতায় হাওড়া, মালদা, শিয়ালদহ ও আসানসোল-এই চারটি ডিভিশনজুড়ে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি অভিযান শুরু হয়েছে। পূর্ব রেল আধুনিক যান্ত্রিক সরঞ্জাম-যার মধ্যে রয়েছে উচ্চচাপের জেট ওয়াশার, স্ক্রাবার-ড্রায়ার, রাইড-অন সুইপার এবং ফগিং ইউনিট-ব্যবহার করে স্টেশন, অফিস, ক্যাটারিং ইউনিট এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও যাত্রীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। হাওড়া ডিভিশনে প্ল্যাটফর্ম, ফুট-ওভার-ব্রিজ, কনকোর্স এবং শৌচাগার কমপ্লেক্সে গভীর পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হযেছে। এর পাশাপাশি ড্রেন থেকে পলি অপসারণের কাজও করা হচ্ছে। ওয়েটিং হল, রিটায়ারিং রুম এবং রেস্ট হাউসের মতো যাত্রী পরিষেবা এলাকায় সোফা ও আসবাবের কাপড়ে শ্যাম্পু ক্লিনিং, মেঝে পালিশ এবং এসি ফিল্টার পরিষ্কার করা হচ্ছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-I/Br-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/07/26-27

Name of the Work: **Renovation of park lighting system for upcoming festive season at Rabindra Kanon Park, Vivekananda Park and other parks in Ward No. 03**; Estimated Amount: **Rs. 2,91,001.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **25 days**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/09/26-27

Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 1 under Br-1**; Estimated Amount: **Rs. 2,48,040.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **181 days**.

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/000/01/26-27

Name of the Work: **Installation of lighting arrangement on indicating signage board of Sister Nivedita Heritage and Knowledge Centre, located at different junction points of road in Ward No. 7 and 8 under Br-I**; Estimated Amount: **Rs. 1,45,805.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/06/26-27

Name of the Work: **Renovation of park lighting system for upcoming festive season at Khirod Mitra Park and other parks in Ward No. 1**; Estimated Amount: **Rs. 2,88,352.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **20 days**.

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/08/26-27

Name of the Work: **Improvement of lighting system at Gopal Chatterjee Road and different other places in Ward No. 1**; Estimated Amount: **Rs. 2,96,695.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/07/26-27

Name of the Work: **Improvement of Uttaran lighting system at K. C Road Uttaran and different other Uttarans in Ward No. 1**; Estimated Amount: **Rs. 2,97,390.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **28 days**.

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/14/26-27

Name of the Work: **Improvement of Uttaran lighting system at Dumdum Road Uttaran and different other Uttarans in Ward No. 2**; Estimated Amount: **Rs. 2,85,174.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **28 days**.

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/08/26-27

Name of the Work: **Improvement of Uttaran lighting system at K. B Sarani Uttaran and different other Uttarans in Ward No. 3**; Estimated Amount: **Rs. 2,89,426.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **28 days**.

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/08/26-27

Name of the Work: **Improvement of Uttaran lighting system at 1 No Kumartuli Uttaran, 32, 40 Kashi Mitra Ghat Street Uttran and different other Uttarans in Ward No. 8**; Estimated Amount: **Rs. 2,95,290.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **28 days**.

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/09/26-27

Name of the Work: **Improvement of lighting system at 21, 22 Raja Manindra Road and different other places in Ward No. 3**; Estimated Amount: **Rs. 2,97,750.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(11) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/15/26-27

Name of the Work: **Improvement of lighting system at Ramkrishna Ghosh Road and different other places in Ward No. 2**; Estimated Amount: **Rs. 2,96,410.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(12) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/07/26-27

Name of the Work: **Renovation work of high mast lighting system at Girish Avenue and different other places in Ward No. 8**; Estimated Amount: **Rs. 2,35,682.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **25 days**.

(13) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/10/26-27

Name of the Work: **Repairing and renovation work of mini pole mast lighting system at different places within Ward No. 2**; Estimated Amount: **Rs. 2,95,720.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **25 days**.

(14) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/09/26-27

Name of the Work: **Improvement of lighting system at Bhupen Bose Avenue and different other places in Ward No. 8**; Estimated Amount: **Rs. 2,98,257.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(15) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD7/9/26-27

Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 7 under Borough-1, KMC**; Estimated Amount: **Rs. 2,46,050.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **180 days**.

(16) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/9/26-27

Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 4 under Borough-1, KMC**; Estimated Amount: **Rs. 2,46,000.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **180 days**. Last date and time of submission of bids: **14.10.2026 - at 3 pm [For Sl. No. 1 to 16]**; The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 at 5 pm. [For Sl. No. 1 to 16]**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 16]**.

575/26-27

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ১৮ আশ্বিন, ১৪৩৩

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা

বুকের মধ্যে আজও যে গানের সুর বেজে ওঠে।' গ্রামোফোন বা 'কলের গান' ছিল এক সময় অভিজাত পরিবারে গান শোনার জনপ্রিয় মাধ্যম। বাঙালির চিত্তবিনোদনের প্রধান উপকরণ। গ্রামোফোনের আবিষ্কার ও গান রেকর্ডিংয়ের রয়েছে এক ঐতিহাসিক ইতিহাস। টমাস এডিসন ১৮৭৭ সালে শব্দযন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই গ্রামোফোন বা কলের গান এডিসনের ফোনোগ্রাফেরই উন্নত সংস্করণ। গ্রামোফোনের কল্যাণে বাংলা গান এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীতেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সেই সময় শব্দ ধারণ প্রক্রিয়া চালু করতে এফ ডব্লিউ গেইসবার্গ বহুবার ভারতের বিভিন্ন জায়গা ও কলকাতা সফর করে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি ছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানির প্রথম রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় উদ্যোক্তা হেমেন্দ্রমোহন বসু এবং বাণিজ্যিকভাবে ক্ষেত্রে মানিকলাল সাহা ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা, যিনি মূলত পেশায় ছিলেন হারমোনিয়াম নির্মাতা। এফ ডব্লিউ গেইসবার্গ ১৯০২ সালে প্রথম ভারতীয় শিল্পী গওহর জানের গানের রেকর্ড তৈরি করেন। সাত ও দশ ইঞ্চি ব্যাসের রেকর্ডে ধারণ করা হয় তাঁর গানগুলো। রেকর্ডগুলো অল্পদিনের মধ্যে শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া জাগায়। বিশ শতকের শুরুতেই গ্রামোফোন কোম্পানিগুলো ভারতীয় বাজারে এক বিশাল জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়। সেই সময় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় গ্রামোফোন কোম্পানিগুলোর মধ্যে হিজ মাস্টারস ভয়েজ, কলম্বিয়া, ওডিয়ন, পাইওনিয়ার ও পঠে অন্যতম। প্রথমদিকে গানের রেকর্ডগুলো তৈরি হতো শক্ত রাবার দিয়ে। পরবর্তী সময়ে স্লেট ও চুনাপাথরের মিশ্রণ এবং ১৯০৭ সালে ফাইবার দিয়ে রেকর্ড তৈরি হয়। শব্দ ধারণে ডিস্কের ঘূর্ণনগতি আবশ্যকীয় একটি বিষয় এবং প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা দ্বারা এই মান নির্ধারিত হয়। প্রথমদিকে স্বল্পবাদন রেকর্ড এবং পরবর্তীকালে রেকর্ডের ব্যাস বৃদ্ধি ও ঘূর্ণনগতি বাড়িয়ে দীর্ঘবাদন রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালে কলম্বিয়া কোম্পানি প্রথম দীর্ঘবাদন রেকর্ড প্রকাশ করে। গ্রামোফোনের রেকর্ডের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ লাল রায়ের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাণী, সাক্ষাৎকার ও আবৃত্তি ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। গ্রামোফোনের কাজী নজরুল ইসলামের অবদান ও সৃষ্টিকর্ম সর্বজন প্রশংসিত। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন গ্রামোফোনের প্রধান গীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা ও সংগীত প্রশিক্ষক। হিজ মাস্টারস ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানিতে ১৯২৮ সালে নজরুল আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। নজরুলের লেখা ও সুরে গান গেয়ে অনেক শিল্পী খ্যাতি অর্জন করেন এবং রেকর্ড কোম্পানি আর্থিকভাবে লাভবান হয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে যে সমস্ত শিল্পীর গান স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে আছেন গওহর জান, লালচাঁদ বড়াল, কাশেম মল্লিক, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ, ভীষ্মদেব, বিমল দাশগুপ্ত, প্রমুখ

পরাধীন ভারতের বিজ্ঞানী

পরাধীন ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার বিজ্ঞানী ' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ' ওরফে ফুলু'র জীবনধারণ ছিল খুব সাদামাটা।সাধারণ মিলের ধুতি পরতেন প্রথম জীবনে,পরের দিকে খাদি। শীতকালে গরম কাপড় কিনে কোট তৈরি করতেন,এমন পরিমাণে কাপড় কিনতেন যাতে দুটো কোট হয়। একটি নিজে পরতেন অন্যটি বেয়ারাকে দিয়ে দিতেন। তখনকার বাংলার শিক্ষা অধিকর্তা আলফ্রেড ক্রফটের কাছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত মনীষাকে শুনতে হয়েছিল 'জীবনে বেঁচে থাকার অনেক রাস্তা খোলা আছে। কেউ তোমাকে শিক্ষকতার জগতে যাওয়ার দিব্যি দেয় নি'। আর সাহেব অধ্যাপকদের সমান বেতনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র বসুর লড়াই আজ ইতিহাসে জায়গা পেয়েছে। বলা বাহুল্য বাংলা তথা ভারতের গৌরব প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু দু'জনের কারো শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশের লড়াই সুখকর ছিল না।১৮৮৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে আড়াই-শো টাকায় চাকরি নিয়েছিলেন। ১৯১৬সাল পর্যন্ত তিনি সরকারি চাকরি করেছেন, শেষের দিকে তাঁর বেতন হয়েছিল মাসিক প্রায় এক হাজার টাকা। বিজ্ঞান কলেজে এক হাজার টাকার বেতনে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারি অবসর ভাতা পেতেন প্রতি মাসে চারশো ত্রিশ টাকা। বাইরে যখন পরীক্ষক হয়ে যেতেন যা অর্থ পেতেন প্রায় সবক্ষেত্রে কল্যাণমূলক কাজে সেই সব সব প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে আসতেন। ১৯২০সালে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর শেয়ারের অর্থ দিয়ে একটি নতুন তহবিল গঠন করেছিলেন, এই অর্থ থেকে যে রোজগার হত সবটা বিধবা ও অনাথ শিশুদের জন্য খরচ করা হত। অত্যন্ত সাদামাটা আর সাধারণ জীবনধারণ ছিল, সাধারণ মিলের ধুতি পরতেন প্রথম জীবনে, পরের দিকে খাদি। শীতকালে গরম কাপড় কিনে কোট তৈরি করতেন, এমন পরিমানে কাপড় কিনতেন যাতে দুটো কোট হয়। একটি নিজে পরতেন, অন্যটি বেয়ারাকে দিয়ে দিতেন। একটু-আধটু ছিঁড়ে গেলে নিজে সেলাই করে নিয়ে পরতেন। একদম শতচ্ছিন্ন না হলে কোনও পোশাক ছাড়তে চাইতেন না। নিজের জামাকাপড় নিজেই পরিস্কার করতেন, জুতোজোড়াও নিজে সাফাই করতেন।ছোটবেলা থেকে প্রায় নিত্যরোগী,স্বাভাবিক ভাবে খেতেন সহজ, সরল, সাধারণ খাবার। বলা বাহুল্য ছাত্রদের খাবার থেকে সব খরচ নিজে বহন করতেন। রান্না করার একজন ছিলেন,তাকে লুকিয়ে আগাম বেতন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েও দিতেন, তখন তিনি ও ছাত্ররা মিলে রান্না করতেন। আরও বলা যায় ছাত্ররা আর প্রফুল্লচন্দ্রের খাবারের মেনু সর্বদা থাকত একই।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

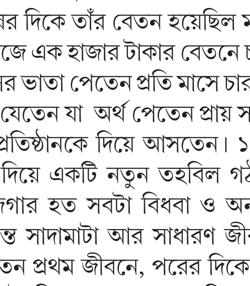

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি সংগ্রহ করতে হবে।ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে।

বারাণসীতে বিপ্লবীদের দফতর হল

রবীন্দ্রকুমার শীল

রাসবিহারী বেনারসে এসে উপস্থিত হলেন। বসতিপূর্ণ জনবহুল এলাকা মিসির পোখরাতে বসবাস করতে শুরু করলেন রাসবিহারী। বাড়ির মালিক ছিলেন একজন সরকারী স্বাস্থ্য আধিকারিক যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সমর্থক। "At Benares Rash Behari gave a new momentum to the revolutionary forces and "practically took charge of the movememt" with Sachindra Nath Sanyal as his chief Lieutenant. The main plank of his operation was to organise an armed rising by the Bengal, Panjub and U.P. revolutionaries acting in unison with the British Indian army. Among the persons who used to frequent the Misir Pokhara residence of Rash Behari we came across Sachindra Nath Sanyal, Nalini Mohan Mykherjee, Narendra Nath Banerjee, Preo Nath Bhattacharya, Bibhuti Bhusan Halder, Ashutosh Roy, Manmatha Biswas etc." (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-122-123)। রাসবিহারী যা চিন্তা করেছিলেন তাই ইউরোপে ঘটতে শুরু করলো। ১৮ জুন ১৯১৪ সালে যুগোশ্লাভের জাতীয়বাদীরা এবং 'সারবেরিয়ান ব্ল্যাক হ্যাণ্ড মিলিটারি সোসাইটি'র সদস্যরা অস্ট্রো- হ্যাঙ্গেরিয়ান প্রিন্স আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে হত্যা করলো সারাজেভোতে। এর ফলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সারবিয়া আক্রমণ করলো ২৩ জুলাই। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে ইউরোপ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে দিল। যার ফলে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে সম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমেরিকা এবং কানাডাতে 'গদর দল' মাথা চাড়া দিল। রাশিয়াতে 'বলশেভিক দল' শক্তিশালী হল। ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে ভারতীয় সেনাদের সংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন। এদের মধ্যে ২৬ হাজার ভারতীয় সেনারা প্রাণ হারালো। এই সময়েই রাসবিহারী এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আলোচনায় বসলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ভারতীয় জনগণ এবং ব্রিটিশ সেনা দলে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ করাতে হবে। এর আগে একবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এক সেনা সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্তু তাদের তরফ থেকে কোনও উত্তর সেই সময়ে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। বহু ভারতীয় সেনারা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা পড়ছে। তারা বাধ্য হচ্ছে বিদেশে মাটিতে গিয়ে যুদ্ধ করতে। সেখানে ভারতীয় সেনারা মারা গেলে তাদের উপযুক্ত পারলৌকিক কাজকর্ম হচ্ছে না। এই সময়ে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে জাতীয় চেতনাকে বৃদ্ধি করতে পারলে তারা আর বিদেশে গিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

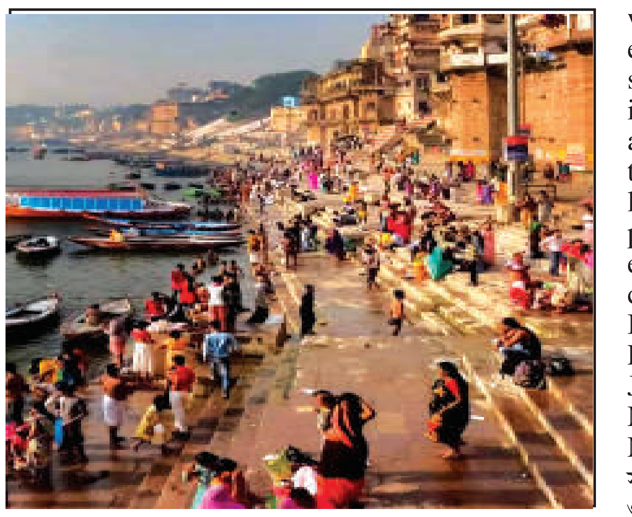

করতে রাজি থাকবে না। ভারতীয় সেনাদের বোঝাতে পারলে তারাই বন্দুক ঘুরিয়ে ব্রিটিশ শক্তির দিকে তাক করবে। ইউরোপের যুদ্ধের সময়টাকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কাজে লাগাতে হবে। তার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ চাই। ব্রিটিশরা ব্যস্ত থাকবে ইউরোপ নিয়ে। সেই ফাঁকে ভারতে শুরু হবে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ। এর সঙ্গে যুক্ত হবে ভারতের জনগণ। রাসবিহারী এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন তার আগেই ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয়রা একজোট হয়ে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা রচিত করতে শুরু করে দিয়েছিল। শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, প্যারিস এবং জার্মানির বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবীরা একত্র হয়ে সেখানে সমিতি গঠন করে। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা, এস. আর. রানা, মিসেস ভি. আর. কামা এবং ভি. ডি. সাভারকর সবাই মিলে একটি বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করে ইউরোপে। কাথিয়াওয়ারের কৃষ্ণ ভার্মা প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সমিতি'ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি'। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন। এই সমিতি থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো নাম 'ইণ্ডিয়ান সোসিও লজিস্ট' সেখানে ভারতীয় দের সমস্যা এবং অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। ১৯০৫-০৬ সালে তিনি একটি ফেলোশিপ দেওয়া ব্যবস্থা করলেন এবং এই ফেলোশিপকে সমর্থন দিলেন প্যারিসের অবস্থানকারী ভারতীয় এস. আর. রানা যা সেই সময়ে ইউরোপের ছাত্রদের কাছে আকর্ষনীয় হিসাবে গণ্য হয়েছিল। কৃষ্ণ ভার্মা ' ইণ্ডিয়া হাউস' (১ জুলাই ১৯০৫) ভারতীয় ছাত্রদের বসবাস স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে দেখতে পাওয়া গেল এখানকার ছাত্ররা বিপ্লবী কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই ভবনে প্রতি রবিবার সভা হতো সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা হতো। এখানে এসে উপস্থিত হলেন শিবাজি ফেলোশিপ প্রাপক ভি ডি সাভারকর ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে। তারপরে ব্রিটিশ সরকার কৃষ্ণ ভার্মাকে আইনী শাস্তির ভয় দেখালে তিনি বিলাত ত্যাগ করে প্যারিসে চলে যান ১৯০৭ সালে। তার ফলে ভিডি সাভারকর 'ইণ্ডিয়া হাডস'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপরে একটি শাখা প্রতিষ্ঠান তৈরি হল নাম 'অভিনব ভারত সোসাইটি'। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বেশ কিছু সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ভারতীয়রা বিলাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অমরাওটির ডি এস খারপারডে, লালা লাজপত রায়, হরদয়াল এবং পাঞ্জাবের রামভুজ দত্ত এবং কলকাতার বিসি পাল। তাঁরা সেখানে উপস্থিত হলে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সংগ্রামী স্থান হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকলো। ১৯০৮ সালের ৮ নভেম্বর একটি আলোচনা বসল ইণ্ডিয়া হাউসে। আলোচনার বিষয় বস্তু হল 'আমরা কি সত্যিই নিরস্ত্র?'। সেখানে সাভারকর বক্তব্য রেখেছিলেন।, "In spite of the Arms Act there was plenty of war like material in India. He instanced the Native States and Native troops which, he said, wouls be sufficient to overpower and drive the British out of India. What was wanted was active work in the Native States and among the native troops, and it would be the duty of every Indian leaving the shores for India to work in that direction. The advance of bomb had terrified the British public " we must teach our people to hate the foreign oppresssor and success is sure.(Two Great Indian Revolutionaries - Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73)"। সাভারকর রচিত বই 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেন্ডেন্স অব ১৮৫৭' সেই সময়ে লেখকের আসল নাম গোপন করে (লেখক ঃ একজন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট) ১৯০৯ সালে বহু বই ভারতে পাঠানো হয়েছিল ভারতীয়দের পাঠ করানোর জন্য। ৯ মে, ১৯০৯ সালে বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস-এতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ দিবস পালন করা হয়েছিল এবং ১০ মে, ১৯০৯ সালে সাভারকর একটি বক্তৃতা দেন সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। ১৮৫৭ সালে ভারতে যেমন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ঠিক সেই রকম আবার নতুন একটি সামরিক বিদ্রোহ করার খুবই প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা করতে গেলে। বিলাতের ইণ্ডিয়ান হাউস' ক্রমশ ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীদের সদর দফতরে পরিণত হতে শুরু করলো। তারপরে সাভারকর বহু বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে টোটেনহ্যাম কোর্ট রোড চত্বরে রিভালবার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন ।

গোবরডাঙ্গা এবং তাহেরপুরের বনেদি দুর্গা পুজোর পুরাণ কথা

অনিকেত নস্কর

কামান দাগা থেকে বলি, বদলেছে অনেক কিছু; ৩১৫ বছর ধরে একই ছন্দে গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। জমিদারি নেই, আগের সেই জৌলুসও নেই। কিন্তু গোবর ডাঙ্গার পুরনো জমিদার বাড়ির ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজোর ঢাক আজও বাজে। দেখতে দেখতে ৩১৫ বছরে পা দিয়েছে এই পুজো। সময়ের সঙ্গে অনেক নিয়ম বদলেছে, বদলায়নি পরিবারের পুজোর প্রতি টান।

উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গা এমনিতেই ইতিহাস আর পুরনো স্থাপত্যের জন্য পরিচিত। এখান কার জমিদার বাড়ির আনাচে-কানাচে এখনও যেন অতীতের গল্প লুকিয়ে রয়েছে। সেই বাড়িতেই প্রজাদের মঙ্গল কামনায় দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন

তৎকালীন জমিদার ফেলারাম মুখোপাধ্যায়। তাঁর হাত ধরে শুরু হওয়া পুজো আজও বংশের পরবর্তী প্রজন্ম এগিয়ে নিয়ে চলেছে। স্থানীয় মানুষের কাছে দেবী পরিচিত 'প্রসন্নময়ী দুর্গা' নামে।

পুরনো নিয়মেই আজও পুজোর সময়ের সঙ্গে বাড়ির অনেক কিছু বদলালেও পুজোর বেশ কিছু রীতি এখনও আগের মতোই রয়েছে। এক চালার প্রতিমা, ডাকের সাজ, বাবলা কাঠের কাঠামো;সবই এই পুজোর পুরনো ঐতিহ্যের অংশ। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রতিপদ থেকে ঠাকুরদালানে ঘট বসিয়ে শুরু হয় পুজো।

তবে অতীতের কিছু কঠোর রীতি এখন আর নেই। একসময় এই পুজোয় কামান দাগা থেকে শুরু করে মহিষ ও পাঠা বলির চল ছিল। ১৯৯৭ সাল থেকে বলি প্রথা বন্ধ। পরে চালকুমড়ো ও আখ বলির রীতিও আর রাখা হয়নি। এখন দেবীর উদ্দেশে মধু ও চিনি উৎসর্গ করা হয়।

বিসর্জন নিয়েও রয়েছে পুরনো নিয়ম। আকাশে তারা দেখার পরই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার রীতি রয়েছে এই বাড়িতে। একসময় জমিদার বাড়ির প্রতিমা বিসর্জনের পরেই এলাকার বারোয়ারি ও অন্যান্য পুজোর প্রতিমা বিসর্জন হত। সময়ের সঙ্গে সেই নিয়ম অবশ্য আর নেই। পুজোয় ফেরেন দূরদেশের সদস্যরাও। এই পরিবারের অনেক সদস্যই এখন বিদেশে থাকেন। সারা বছর বাড়িতে হাতে গোনা কয়েকজন থাকলেও দুর্গাপুজো এলেই ছবিটা বদলে যায়। আত্মীয়-স্বজন, পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসেন পুরনো বাড়িতে। কয়েকটা দিন জমজমাট হয়ে ওঠে গোবরডাঙ্গার এই জমিদার বাড়ি।

পরিবারের দুই সদস্য অঞ্জন প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও নরণ প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জানান, পুজোর সময় পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে পাওয়া এখনও এই আয়োজনের অন্যতম বড় আনন্দ। তাঁদের পাশাপাশি পুজো দেখতে ভিড় করেন স্থানীয় মানুষও।

তবে বাড়ির ভিতরে সাধারণ দর্শনার্থীদের প্রবেশের সুযোগ নেই। পরিবারের বর্তমান সদস্যরাই এখনও ঐতিহাসিক প্রাসাদে বসবাস করেন। বাইরে থেকেই দেখা যায় ইউরোপীয় ও ভারতীয় স্থাপত্যের মিশেলে তৈরি পুরনো বাড়ির সৌন্দর্য। দুর্গাপুজো বা বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের সময় প্রধান ফটক খোলা হয় সাধারণ দর্শকদের জন্য।

জমিদারি চলে গিয়েছে বহু বছর আগে। প্রাসাদের অনেক স্মৃতিও আজ অতীত। কিন্তু ৩১৫ বছর ধরে চলে আসা এই পুজো প্রমাণ করে, কিছু ঐতিহ্য সময়ের সঙ্গে পুরনো হয় না। প্রতি শরতে গোবরডাঙ্গার এই বাড়িতে আবারও ফিরে আসে সেই পুরনো দিনের আবহ, আর একসঙ্গে জড়ো হয় ছড়িয়ে থাকা পরিবারের মানুষজন।

পুজোর সময়ে গোবরডাঙ্গায় গেলে বাইরে থেকে এই ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ি ও তার ঠাকুর দালানের পুজোর আবহ দেখে আসতে পারেন।

জনশ্রুতি আছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশ এর প্রথম দুর্গা পূজা উৎসব উদ্‌যাপন এখান থেকেই শুরু হয়(এব্যাপারে সঠিক কোন ইতিহাস জানা যায়নি) রাজা কংসনারায়ণের মন্দির। তাহেরপুর, রাজশাহী। রাজা কংস নারায়ণের মন্দির বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী জেলার তাহেরপুরে অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির। রাজা কংসনারায়ণ রায় বাহাদুর ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে (৮৮৭ বঙ্গাব্দ) এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে মন্দিরটি অসুরের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তির লক্ষে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং এর পর থেকে এ উপমহাদেশে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গা উৎসবের শুরু। জনশ্রুতি আছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশ এর প্রথম দুর্গা পূজা উৎসব উদ্‌যাপন এখান থেকেই শুরু হয় (কিন্তু তার পূর্বেও প্রভু রামচন্দ্র অকালবোধন শুরু করেন)। এবং উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ছড়িয়ে পরে। তাহেরপুর বারনই নদীর তীরে অবস্থিত। রাজশাহী শহর থেকে বাস ও স্থানীয় যানবাহন যোগে তাহেরপুর যাওয়ার সু-ব্যবস্থা আছে। রাজশাহী শহর থেকে ৪৮ কিলোমিটার পুর্ব-উওরে রয়েছে। ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে এই পূজা করেছিলেন। আর কলিযুগে রাজা কংস নারায়ণ আধুনিক পদ্ধতিতে উৎসবের ঘনঘটায় এই পূজার আয়োজন করেন। মহাযজ্ঞের মাত্রা ছাড়িয়ে তা আজ সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। আজও চলছে সেই ধারা।

তাহিরপুর রাজবংশ বাংলাদেশের প্রাচীন রাজবংশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে জায়গাটি রাজশাহী জেলার বাগমারা উপ জেলার একটি পৌরসভা। তবে কালক্রমে 'তাহিরপুর' নামটি তাহেরপুর বলে উচ্চারিত হচ্ছে। এই রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন মৌনভট্ট। আর বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামন্ত রাজা ছিলেন ইতিহাসখ্যাত কংস নারায়ণ রায়। তিনি মগ দমন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত

অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্বামীজীর মেজভাই ছিলেন শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত। তাঁর জন্মের পর দেড়শো বছর কেটে গিয়েছে । অনন্য এই ঋষি সুলভ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনেক সভা হচ্ছে। আমিও ওনার লেখার একজন বিশেষ অনুরাগী। ওনার লেখা অনুধ্যান, তা সে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী যে বইই হোক না কেন যেন মনে হয় চরিত্রগুলো চোখের সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

আমি ওনার আরো একটা বই পড়তে খুব ভালোবাসি সেটার নাম সাধু চতুষ্টয়। বইটা যে কতবার পড়েছি বিশেষ করে মথুরা দাসের জীবন অনুধ্যান।

বইটা উনি গৌরীমার সারদেশ্বরী আশ্রমে সব সত্ত্ব দিয়ে যান। বইটা প্রথম ভোলা গিরি মহারাজের এক শিষ্য, প্রবীণ সন্ন্যাসী আমার মাকে পড়তে দিয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন ''মশাই (উনি সব মেয়েদেরই বলতেন মশাই) বইটা যার লেখা উনি সাধু নন সাধুর পিতা।

কাজের ভিড়ে ইদানিং ওনার দেড়শো বছরের জন্মদিনের কথা মনেই ছিল না। এই দুদিন আগে একটা বেল আইকন দিয়ে ইউ টিউবের একটা লেকচার শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তর ওপর আসতে হঠাৎ স্মৃতির অতল থেকে একটা ঘটনা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বোধ হয় ইংরেজির ১৯৯৫ সাল হবে বছরটা একদম ঠিক মনে নেই হয়তো একবছর এধার -ওধার হলেও হতে পারে, গড়িয়া বিবাদী বাগ মিনিবাস টার্মিনাস থেকে একটা বাসে উঠে সামনের সিটে বসার জায়গা পেলাম। জানলার দিকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে ।আমি বাস ছাড়ার অপেক্ষা না করে সাধু চতুষ্টয় বইটা বার করে পড়তে শুরু করলাম কারণ থিয়েটার রোড যেতে প্রায় সওয়া এক ঘন্টা লেগে যেত গড়িয়া থেকে । নিবিষ্ট মনে পড়ছি পাশ থেকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন ''আচ্ছা যে বইটা পড়ছেন সেটা কার লেখা খেয়াল করেছেন ?'' আমি ও উত্তর দিলাম ''হ্যাঁ , শ্রী মহেন্দ্র নাথ দত্ত। উনি বললেন ''উনি কে ছিলেন জানেন?'' আমি বললাম ''স্বামীজীর পরের ভাই । ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, জানেন আপনি বইটা পড়ছেন দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না।আমি না, ওনাকে ভীষণ কাছ থেকে দেখেছি,

ভীষণ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি। উনি আমার ভীষণ আপনার ছিলেন । এতক্ষণ আমি বই থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আমি বিস্ময়ে হতবাক । তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন কিন্তু মনটা বোধহয় দূর কোনো রাজ্যে বিচরণ করছে।

নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন, ঢাকা থেকে সবে কলকাতায় এসেছি কলেজে ভর্তি হবো বলে তখন এদেশে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। আমি বেলুড় মঠে যেতে একজন মহারাজের সাথে আলাপ হলো, তিনি বললেন, তা বাবা তুমি তো সিমলা স্ট্রিটের কাছেই মেসে থাকো ওখানে স্বামীজীর মেজভাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত থাকেন ওনাকে সবাই দাদু বলে। দেখো উনি তোমাকে আপনার লোকের মতোই ভালোবাসবেন। ভদ্রলোক বলে যেতে থাকলেন,আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি তো একেবারে নতুন ওনাকে চিনবো কেমন করে ?'' মহারাজ উত্তর দিলেন , সব তারাদের মধ্যে চাঁদকে চিনে নিতে যেমন অসুবিধে হয় না তেমনি ওনার চেহারা এমন যে অপরিচিত কোনো ব্যক্তিরও চিনে নিতে অসুবিধে হবে না । ওখানে পাড়ার মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে ওখানে সকালে বসে থাকবে উনি সকালে হাঁটতে বেড়ান। ঠিক চিনে নিতে পারবে।

ভদ্রলোক বলে যেতে থাকলেন । আমি সেই মতো পরের দিনই ওই চায়ের দোকানে গিয়ে বসে আছি । চায়ের দোকানের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস ও করে ফেললাম, উনিও একই উত্তর দিলেন সকালে উনি হাঁটতে বেড়ান, দেখলেই চিনতে পারবেনম্ভ। আসতে আসতে চায়ের দোকানেও ভিড় জমতে শুরু করেছে। আমি বসেই আছি । হালকা ঠান্ডা ও পড়েছে। হঠাৎ দেখি ফর্সা টুকটুকে, লম্বা, বেশ মোটা একজন মানুষ হেঁটে এইদিকেই আসছেন হাফ হাতা ফতুয়া, পেটের কাছের বোতামগুলো খোলা, হাঁটু অবধি ধুতি, মন বললো ঐয়ে- ঐয়ে তিনি আসছেন।যেন মনে হলো এতদিন যে ছিলেম বসে পথ চেয়ে, আর কাল গুনে দেখা পেলেম ফাল্গুনে। আমি দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ''আপনি কি দাদু মানে মহেন্দ্রনাথ দত্ত?'' উনি বললেন ''হ্যাঁ ! কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না হে'' আমি প্রণাম করলাম এইবার দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু হল। বললাম বেলুড়ের মহা রাজের কথা। আমার এখানে পরিচিত কেউ নেই তাও জানালাম। বাড়ি অবধি পৌঁছে গেলাম উনি দোতলায় ওনার ঘরে নিয়ে গেলেন কিছু কথা হলো। বললেন 'মাঝে মাঝে এস'

এরপর থেকে কলেজের পর মাঝে মাঝেই চলে যেতাম দাদুর কাছে কোনো সংকোচ নেই। একেবারে নিজের দাদু কত কথা কত ইয়ার্কি আবার কখনো সিরিয়াস কথা সেগুলো সব বুঝতামও না। আমার টাকার তখন বড়ো কষ্ট, দেশ থেকে ঠিকমতো টাকা আসতো না। দাদু বলতেন তুইও ফকির আমিও ফকিরদ। একদিন দাদুর কাছে যাওয়াতে দাদু বললেন ওই রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে একটু চা খাওয়াতে পড়িস ?

আমি বললাম ত আমার কাছেও পয়সা নেই আপনার কাছেও নেই কি করে চা আনব? দাদু বললেন, দেখনা তোর পকেটে নিশ্চয় পাবি । আমি বললাম,এই কাচা প্যান্টটা পড়ে এসেছি এর পকেটটা উল্টো করে শুকোতে দিয়েছিলাম এক পয়সাও নেই কোথা থেকে চা আনব ? উনি বললেন পকেটে হাত দিয়ে দ্যাখ চারআনা পাবি। আমি তর্ক করতে লাগলাম বলছি না পকেটটা উল্টো করে প্যান্টটা শুকোতে দিয়েছিলাম একটা আনাও নেই । কিন্তু ওনার পীড়াপীড়িতে পকেটে হাত দিয়ে দেখতেই হল।আমি বিস্ময়ে হতবাক ! সত্যিতো পকেটে একটা চার আনা আমি স্তম্ভিত কথা বলার অবস্থায় নেই । কোথা থেকে এল এই চার আনা । আমার পকেট তো ফাঁকা গড়ের মাঠ ছিল । দুজনের জন্য দু'কাপ চা নিয়ে এলাম ।ভদ্রলোক বলে চলেছেন, এর পরে আরও ঘটনা আছে যা শুনলে সবাই অবাক হবে।

ধারাভাষ্যকার

বিবেক দাস

যদি সল্টলেক স্টেডিয়ামে কিংব দন্তি ভাষ্যকার অজয় বসু ঐতিহাসিক ভারত বনাম ব্রাজিল ফুটবল ম্যাচের ধারাবিবরণী দিতেন আমরা নিশ্চিত যারা মাঠে উপস্থিত নেই তাদের কাছে তিনি ফুটবল ম্যাচের শিহরণ অনেকের থেকে সুন্দর করে পৌঁছে দিতেন। যাঁর কণ্ঠের সম্মোহনী জাদু আর মাদকতায় বাঙালি মজেছিল -নমস্কার, ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেন উদ্যান থেকে বলছি আমি অজয় বসু,আমার সহযোগী ভাষ্যকার কমল ভট্টাচার্য ও পুস্পেন সরকার।

ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন কেন,যে কোনও খেলার মাঠ থেকে অজয় বসুর সুললিত কণ্ঠে শিল্পময় ধারাভাষ্যের অর্থই ছিল লাখো লাখো মানুষকে রেডিয়োর পাশে বসিয়ে রাখা। ভাষার চয়ন, কণ্ঠস্বরের সৌকর্য আর যে খেলার ধারাবিবরণী দিচ্ছেন সেই খেলা সম্পর্কে অগাধ পান্ডিত্য অজয় বসুকে ধারাবিবণীর জগতে কার্যত অনন্য, অপরাজেয় করে তোলে। অজয় বসু বাংলা ধারাভাষ্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, ধারাভাস্যের স্বর্ণযুগের অধীশ্বর বললে অত্যুক্তি হয় নাঞ্চ বাংলা ধারাবিবরণীতে ইংরেজি শব্দ না বলে অনর্গল নির্ভুল বাংলা বলা অজয় বসুর ইউএসপি বাংলায় খেলার ধারা বিবরণী দিয়েই বাঙালির হৃদয়ে চিরকালের মত অমর হয়ে আছেন অজয় বসু। রেডিয়োয় কান রাখা শ্রোতারা ধারাভাষ্য শুনতে-শুনতে অনুভব করতে পারতেন না তিনি আদপে মাঠে নেই, আছেন রেডিয়োর পাশে মানুষ যে ভাষা বুঝতেন সেই ভাষায় ধারাবিবরণী এত প্রাঞ্জল ভাবে দেওয়া যায় বারেবারে প্রমাণ করে গিয়েছেন ধারাভাষ্যকার অজয় বসুঞ্চ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল অথবা ক্রিকেট ম্যাচের ধারাবিবরণী দিয়েছেন। মাঠের খেলাকে ধারাভাষ্য দিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন অজয় বসু।

শান্তিতে রেজিনগর উপনির্বাচন করতে একাধিক পদক্ষেপ প্রশাসনের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৫ অক্টোবর ঃ আজ রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচন। হুমায়ুন কবীরের ছেড়ে যাওয়া এই আসনে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৫ জন প্রার্থী। উপনির্বাচনে শান্তিতে করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল সকাল থেকে রেজিনগর বিধানসভার ২৮২ টি মূল বুথ এবং ৩৩ টি অক্সিলিয়ারি বুথ সহ মোট ৩১৫ টি বুথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে রেজিনগরে ৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ মোট ৮১৯ জন রাজ্য পুলিশ কর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে। রেজিনগরে নির্বাচনী উত্তাপের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফ থেকে ৩১৫ টি বুথের মধ্যে ২৯১ টি বুথকে 'ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রেজিনগর উপনির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৪৬। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯২৫ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬১৬। তৃতীয় লিঙ্গের পাঁচজন ভোটার রয়েছেন। রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য ডিসিআরসি করা হয়েছে বহরমপুর গার্লস কলেজকে। সোমবার সকাল থেকেই ভোট কর্মীরা ভোটগ্রহণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে বুথের দিকে রওনা হতে শুরু করে দিয়েছেন। ভোটারদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রেজিনগর উপনির্বাচনে দু'টি বুথ সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বয়স্ক ভোটারদের কথা মাথায় রেখে ওই বিধানসভা এলাকার ১৫৫ জনের মধ্যে ১৪৪ জন ভোটারের ভোট বাড়িতে গিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১১১১ টি ইটিপিবিএস ছাড়া হয়েছে। উপনির্বাচন শান্তিতে করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার অংশ হিসেবে রেজিনগরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের তরফ থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। তার ফলে ইতিমধ্যে রেজিনগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৮ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর পুলিশ ৭৮ টি 'নন বেলেবেল ওয়ারেন্ট' কার্যকর করেছে এবং ৯১ জন ব্যক্তিকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে আটক করেছে। প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচন করার জন্য রেজিনগর উপনির্বাচনের গোটা প্রক্রিয়াটি ওয়েব কাস্টিং করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ডিইও-র কন্ট্রোল রুম থেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হবে। এছাড়াও ইভিএম-এর সুরক্ষার জন্য ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ইভিএম যেখানে রাখা হবে তার বাইরের অংশের নিরাপত্তার দায়িত্বে রাজ্য পুলিশ এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী থাকলেও 'স্ট্রং রুম' এবং সংলগ্ন এলাকায় পাহারার দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।

বোনাসের দাবিতে নকশালবাড়িতে বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর ঃ বোনাসের দাবিতে সোমবার থেকে আন্দোলন শুরু করেছেন নকশালবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা। চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্লোগানও দেন তাঁরা। বকেয়া বোনাস পরিশোধের দাবি জানান চা শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত বছরের ৩ শতাংশ বোনাস এখনও বকেয়া। আবার, এ বছর ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার দাবি জানালো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এখনও কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। শ্রমিকদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী ৫ অক্টোবরের মধ্যে চা বাগানগুলিতে বোনাস পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নকশালবাড়ি চা বাগানে এই সমস্যা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। শ্রমিকরা এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, গত বছরের ৩ শতাংশ বকেয়া এবং এ বছর ২০ শতাংশ বোনাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। শ্রমিকরা এও জানান, এই বাগানে জৈব পদ্ধতিতে চা উৎপাদন করা হয় এবং তাঁরা সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, কিন্তু বোনাসের সময় তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বাগানের ম্যানেজার প্যাট্রিক তামাং জানিয়েছেন, বিষয়টি মালিক পক্ষকে জানানো হয়েছে। আপাতত ১০ শতাংশ বোনাস দেওয়া নিয়ে কথাবার্তা চলছে। তিনি এই সমস্যার কারণ হিসেবে বাগানের আর্থিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে শ্রমিকরা তাঁদের দাবিতে অনড়।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিক বিরিঞ্চি কর্মকারের পরিবারের আর্থিক সহায়তার দাবি জেএসএম -এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৫ অক্টোবর ঃ পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার ব্লকের সিন্দরী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অযোধ্যাডিহ গ্রামের বাসিন্দা মৃত পরিযায়ী শ্রমিক বিরিঞ্চি কর্মকারের পরিবারের আর্থিক সহায়তার দাবিতে জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা (JSM)-এর পক্ষ থেকে পুরুলিয়া জেলা শাসকের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রয়াত বিরিঞ্চি কর্মকার,

বয়স প্রায় ৪৩ বছর, স্বর্গীয় সাধুচরণ কর্মকারের পুত্র। তিনি প্রায় ১৫ বছর ধরে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের গাজুওয়াকা অটো নগরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দুঃখজনকভাবে, গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে গঠিত পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে। পরিবারের প্রধান বা অন্যতম উপার্জনকারী সদস্যের আকস্মিক মৃত্যু তাঁদের জীবনে গুরুতর অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। জানা গেছে, বিরিঞ্চি কর্মকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীনে নিবন্ধিত ছিলেন না। তবে পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে JSM-এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানবিক কারণে এবং অথবা প্রযোজ্য সরকারি কল্যাণ বা ত্রাণ প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, JSM-এর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই করে মৃত শ্রমিকের পরিবার যাতে সমস্ত প্রাপ্য সরকারি কল্যাণমূলক সুবিধা ও সহায়তা দ্রুত পায়, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরিত্র মাহাত বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকরা আমাদের দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। একজন পরিযায়ী শ্রমিক তাঁর পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী সদস্য হিসেবে কাজ করেন। তাই আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হলে সেই পরিবারের পাশে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সময়মতো সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে যখন একটি পরিবার হঠাৎ করে গুরুতর আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়, তখন তাঁদের পাশে প্রাতিষ্ঠানিক বা সরকারি সহায়তা থাকা প্রয়োজন বলে JSM মনে করে। জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের অধিকার এবং জঙ্গলমহলের মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পূর্ব রেলে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে জোরঃ স্টেশন, রান্নাঘর ও কর্মস্থলে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান

কলকাতা, ৫ অক্টোবর ঃ ১ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত পালিত স্বচ্ছতা পক্ষ ২০২৬ এবং ২ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত পরিচালিত স্পেশাল ক্যাম্পেন ৬.০-এর আওতায় পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্টেশন, যাত্রী পরিষেবা কেন্দ্র, ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে কলোনি এবং ওয়ার্কশপে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অভিযান জোরদার করা হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় এই অভিযানে রেলকর্মী, সাফাই মিত্র এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্বাস্থ্যসম্মত রেলওয়ে চত্বর গড়ে তোলার প্রতি পূর্ব রেলের অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হয়েছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদা ডিভিশনজুড়ে এই অভিযানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রেলকর্মী, সাফাই মিত্র এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি একযোগে রেলওয়ে চত্বরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে কাজ করছেন। প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভার ব্রিজ এবং শৌচাগারের গভীর পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে বেস কিচেন, প্যান্ট্রি কার এবং নিকাশি ব্যবস্থার স্যানিটেশন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে পরিচ্ছন্নতার বার্তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওড়া ডিভিশনে হাওড়া, ডানকুনি, আজিমগঞ্জ, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, আদিসপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, মোগরা এবং বৈঁচিতে স্টেশনে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। জমে থাকা বর্জ্য অপসারণ, স্টেশন চত্বর পরিষ্কার এবং পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা উন্নত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যান্ডেল ও শ্রীরামপুরে যাত্রী পরিষেবা ব্যবস্থার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। সেখানে শৌচাগারগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করার পাশাপাশি নিকাশি নালা পরিষ্কার করা হয়। শ্রীরামপুরে ডাস্টবিনগুলি খালি করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ডাস্টবিনের লাইনার পরিবর্তন করা হয়, যাতে বর্জ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ ও নিষ্পত্তি করা যায়। শিয়ালদহ ডিভিশনে খাদ্য ও রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্যান্ট্রি কার, বেস কিচেন এবং খাদ্য সংরক্ষণস্থলে ব্যাপক পরিষ্কার ও স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। রান্নাঘরের বিভিন্ন পৃষ্ঠ, এক্সহস্ট হুড, ডাক্ট, রান্নার সরঞ্জাম, বাসনপত্র এবং স্টোরেজ র‍্যাক গভীরভাবে পরিষ্কার করা হয়। IRCTC এবং ক্যাটারিং ঠিকাদারদের সমন্বয়ে পোকামাকড় ও ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। নিকাশি লাইন ও গ্রিজ ট্র্যাপ পরিষ্কার করার পাশাপাশি প্যান্ট্রি কার ও বেস কিচেনের সঙ্গে যুক্ত পানীয় জলের পয়েন্ট এবং জল সংরক্ষণ ট্যাঙ্কগুলি পরিদর্শন ও পরিষ্কার করা হয়, যাতে যাত্রীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা যায়। আসানসোল ডিভিশনে আন্ডাল, পানাগড়, দুর্গাপুর, সিউড়ি এবং সীতারামপুরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা হয়। স্টেশন এলাকা, নিকাশি নালা এবং যাত্রী শৌচাগার পরিষ্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আসানসোল স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম, সিঁড়ি এবং ফুট ওভার ব্রিজে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। ঝাড়ু দেওয়া, জল দিয়ে ধোয়া, আবর্জনা, মাকড়সার জাল এবং জমে থাকা ময়লা অপসারণসহ যাত্রী চলাচলের এলাকাগুলি পরিষ্কার করা হয়। দেওঘরে উচ্চচাপের জলের জেট মেশিন ব্যবহার করে ফুট ওভার ব্রিজ গভীরভাবে পরিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মের শৌচাগার এবং রেলওয়ে কলোনির নিকাশি নালাও পরিষ্কার করা হয়। রানিগঞ্জেও ফুট ওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফর্মের শৌচাগার এবং রেলওয়ে কলোনির নিকাশি নালা নিয়ে একই ধরনের গভীর পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। মালদা ডিভিশনে ওয়েটিং রুম এবং কনকোর্স এলাকায় বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। এর মধ্যে উপরিভাগের কাঠামো, সিলিং ফ্যান, আলোর ব্যবস্থা এবং সাইনেজ বোর্ডও অন্তর্ভুক্ত ছিল। রেলকর্মী, সাফাই মিত্র এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাত্রীদের জন্য পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও যাত্রীবান্ধব রেলওয়ে পরিবেশ বজায় রাখার

উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই অভিযান পূর্ব রেলের প্রধান ওয়ার্কশপগুলিতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। লিলুয়া, কাঁচরাপাড়া এবং জামালপুর ওয়ার্কশপে বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা ও হাউসকিপিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ওয়ার্কশপ চত্বরের কর্মক্ষেত্রে গভীর পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য অপসারণ ও যথাযথ নিষ্পত্তি, নিকাশি নালা এবং সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করা এবং রেলকর্মীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, স্বচ্ছতা পক্ষ এবং স্পেশাল ক্যাম্পেন ৬.০-কে পূর্ব রেলের সর্বত্র কার্যকর ও অর্থবহ কর্মসূচিতে রূপ দেওয়া হচ্ছে। ব্যস্ত স্টেশন ও যাত্রী পরিষেবা কেন্দ্র থেকে শুরু করে রান্নাঘর, রেলওয়ে কলোনি এবং ওয়ার্কশপ পর্যন্ত আমাদের দলগুলি একযোগে কাজ করে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির মান আরও উন্নত করছে। এই সম্মিলিত উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আরও পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং টেকসই রেলওয়ে চত্বর গড়ে তুলতে আমরা যাত্রী ও সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার সমীক্ষায় দমকল বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৫ অক্টোবর ঃ আসন্ন দুর্গাপূজার পূর্বে অগ্নিকাণ্ডের মতো যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জলপাইগুড়ির একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষ পরিদর্শন ও সমীক্ষা চালাল দমকল বিভাগ। সোমবার দমকল দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকেরা বিভিন্ন হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে সেখানকার সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামগুলির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শনকালে আধিকারিকেরা হাসপাতালগুলির করিডোর, জরুরি অবস্থায় রোগী ও সাধারণ মানুষের দ্রুত ও নিরাপদ চলাচলের পথ এবং আগুন লাগার মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য উপলব্ধ পরিকাঠামো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন। বিশেষ করে জরুরি মুহূর্তে রোগীদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনার পথে কোনো ধরনের বাধা বা ত্রুটি রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে কড়া নজরদারি চালানো হয়। দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানান, পূজার পূর্বে কেবল বেসরকারি হাসপাতালই নয়, বরং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং শপিং মলগুলিতেও একইভাবে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার নিয়মিত পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই পরিদর্শন অভিযানের সময় কোনো প্রতিষ্ঠানে সুরক্ষা বিধির লঙ্ঘন কিংবা অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতি পাওয়া গেলে আইনানুগ কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্কুল শিক্ষক এবং ছাত্রীর অবৈধ সম্পর্ক, স্থানীয়দের গটপিটুনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৫ অক্টোবর ঃ স্কুল শিক্ষক এবং ছাত্রীর অবৈধ সম্পর্ক। দীর্ঘদিন ধরে অসময়ে ভোরে বা বিকেলে ফাঁকা স্কুলে শিক্ষক এবং এক নাবালিকা ছাত্রীকে ঢুকতে দেখে এলাকাবাসী। এদিন আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়তেই গণপিটুনি। উদ্ধার করতে এসে ক্ষোভের মুখে পড়তে হলো পুলিশকেও। সোমবার সকালে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। টাউন লাইব্রেরী সংলগ্ন একটি বেসরকারি স্কুলে প্রৌঢ় শিক্ষক এবং এক কিশোরী নাবালিকা ছাত্রীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে ঐ শিক্ষক এবং ছাত্রী স্কুলের নির্ধারিত সময়ের বাইরে স্কুলে প্রবেশ করে। তারপর দরজায় তালা মেরে দেয়। ফলে মনে সন্দেহ দানা বাঁধে স্থানীয়দের। এদিন অসময়ে ওই শিক্ষক এবং ছাত্রী স্কুলে প্রবেশ করলে স্থানীয়রা আপত্তিকর অবস্থায় তাদের ধরে বলে অভিযোগ। শিক্ষাঙ্গনে এই ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ওই শিক্ষককে গণপিটুনি দেয় এলাকাবাসী। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশের সামনেও চলতে থাকে মার। পুলিশকে উদ্ধার করতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। পরবর্তীতে পুলিশ শিক্ষক এবং ছাত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। শিক্ষাঙ্গনে এই ধরনের ঘটনার জন্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তুলেছে স্থানীয়রা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : রিহ্যাবএক্সএম_আরও-২৬-২৭, তারিখ ৩০.০৯.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পো.-কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম এবং স্থান :** কাঁচরাপাড়া ক্যারেজ কমপ্লেক্সে পিবি নং - ৭৫২/২০২৪-২৫ ও ৩৬৫/২০২৫-২৬ অনুযায়ী অনুমোদিত বাল্ক আরএসপি কাজের আওতায় ১ বছরের মধ্যে ১০৬টি কোচের ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ বা ওভারহলিংয়ের চলাকালীন সাইকেল ডাউনটাইম হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সেগুলির পুনর্বাসন/ওভারহলিংয়ের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য :** ২,০৫,৯৯,৩০১.১৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে :** ৪,১২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১ বছর। **টেন্ডারের বৈধতা :** ৬৬ দিন। **অফার জমার মেয়াদ :** ২২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোর আগে ১৫ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ২২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টের পর যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে :** টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট ভারতীয় রেলের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে **৩০.০৯.২০২৬ থেকে ২২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত** পাওয়া যাবে। (MISC-215/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার দাতাগন-
১) শ্রী ধীরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা- স্বর্গীয় নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২) শ্রী শৈলজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী- স্বর্গীয় জীবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩) শ্রী অলকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা- শ্রী অবনী গঙ্গোপাধ্যায়, ৪) শ্রীমতি- শমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী- শ্রী রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, ৫) শ্রীমতি অনিতা মুখোপাধ্যায়, স্বামী- রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
সকলের ঠিকানা- চোটখন্ড, চোটখন্ড, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান ৭১৩১৪৬।
হাল সাং- ১ নং এর সুভাষপল্লী, পোঃ ও থানা- ঝর্নপুর, বর্ধমান। ২নং এর সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলিকাতা- ৭০০০৭৫। ৩ নং এর ১৪ নং খ্রীষ্টান রোড, পোঃ ও থানা- ঝর্নপুর, বর্ধমান। ৪ নং এর ১৩৪ /১ শ্রীরামপুর রোড, গড়িয়া, যাদবপুর, কলিকাতা-৭০০০৫৮৪। ৫ নং এর বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা-৭০০০৩৯।
আমমোক্তার গ্রহীতা - ১) শ্রী পুলকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা- স্বর্গীয় অরুনান্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিকানা- চোটখন্ড, চোটখন্ড, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান ৭১৩১৪৬,
সম্পত্তির বিবরন- জেলা- পূর্ব বর্ধমান, থানা- মেমারী, দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মৌজা -চোটখন্ড, জে. এল, নং- ২১৫, এল, আর খতিয়ান নং ৩০২, এল আর দাগ নং ২২৮, শ্রেনী ডাঙ্গা, পরিমান ২ (ষোলো) আনায় ২৫ শতক মধ্যে তন্মদ্ধে চিহ্নীত ও নির্দীষ্ট ০৮ (আট) শতক।
এতদ্দারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **দেবাশীষ ঘোষ**, পিতা- **গৌতম ঘোষ**, চোটখন্ড, চোটখন্ড, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৪৬, উপরিউক্ত সম্পত্তি উপরিউক্ত আমমোক্তার দাতার পক্ষে বর্ধমান ১ রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বহির নং ৪, ২০০৭ সালের ০০৬৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে বর্ধমান ডি এস আর- ১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বহির নং ১, ২০২৪ সালের ০২০১০৫৩৭২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন। উপরিউক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর লইয়া কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিবেন।

ধন্যবাদান্তে
MOHESH GHOSH (ADVOCATE)
DISTRICT JUDGE'S COURT PURBA BARDHAMAN

NIQ No. 05/EO/MAN I/2026-27 (3rd call) on behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) nos. sealed quotation is invited by the Undersigned from the bonafied and resourceful SHG Group with sound technical and finanical capabilities and having experience of similar type of works as mentioned in the NIQ
For detail of each group like Name of work, Eligibality criteria, Earnest money,etc. may be viewed from office Notice Board in office hour. Last date of application for NIQ No. 05/EO/MAN I/ 2026-27 (3rd call) is 07.10.2026 upto 2.00 P.M.

Sd/-
Block Development Officer
Manbazar-I Development Block
Memo No.- 48/ADV/ICA/PURU dt.05/10/2026

Thanamakua Gram Panchayat
Vill. Podrah, P.O.-Podrah, P.S.-Sankrail, Pin-711109

NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE **NIT NO-135/TGP/15th CFC/2026-27, Date:-29/09/2026(SL-1 to 4)**. BID SUBMISSION START DATE:- **30/09/2026 AT 11:00 AM**. BID SUBMISSION CLOSING : **06/10/2026 at 11:00 AM**. BID OPENING DATE : **08/10/2026 15:00 PM**. Please look for details **www.etenders.wb.gov.in** & undersigned GP Office.

SD/-PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT

Thanamakua Gram Panchayat
Vill. Podrah, P.O.-Podrah, P.S.-Sankrail, Pin-711109

NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE **NIT NO-136/TGP/15th CFC/2026-27, Date:-29/09/2026(SL-1 to 2)**. BID SUBMISSION START DATE:- **30/09/2026 AT 11:00 AM**. BID SUBMISSION CLOSING : **06/10/2026 at 11:00 AM**. BID OPENING DATE : **08/10/2026 15:00 PM**. Please look for details **www.etenders.wb.gov.in** & undersigned GP Office.

SD/-PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
P.O.-Bhattanagar, P.S.-Liluah, Dist.-Howrah, Pin-711203

Notice Inviting e-Tender No - 766/CAGP/2026

Pradhan, Chakpara Anandanagar Gram Panchayat, invites percentage rate e-tender for the **4(Four)** Nos. different works. Date of start of submission of Technical Bid & Financial Bid: **05/10/2026 18.00 Hrs**. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid: **09/10/2026 14:00 Hrs**. Date of opening of Technical Bid **12/10/2026 at 14.00 Hrs**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.gov.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

TENDER

An E-tender for Supplying of **DESKTOP COMPUTER WITH UPS, LAPTOP, LASER PRINTER, SCANNER, LASER MULTIFUNCTION PRINTER CUM SCANNER CUM XEROX (3-IN-ONE), COLOUR PRINTER AND XEROX MACHINE ON HIRE BASIS** has been floated with Tender ID. 2026_DMSP_5077160_1 vide memo no.06/NZ/KMC ELEC-2026 DT. 01.10.2026
For details, please visit **www.s24pgs.gov.in** & **WWW.etender.wb.nic.in**

Sd/-
(Manjeet Kumar Yadav, IAS)
Addl. District Magistrate (General)
South 24 Parganas, Alipore
Memo no-3410/DICO/S-24Pgs, Dt-05-10-26

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার দাতাগন-
১) শ্রীমত্যা দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী- স্বর্গীয় করুনান্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,
২) শ্রীমতী অমৃতা মুখোপাধ্যায়, স্বামী- শ্রী শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়,
৩) শ্রীমতী পূর্ণিতা নাথ, স্বামী- শ্রী দেবাশিষ নাথ। ২ ও ৩ নং এর পিতা- স্বর্গীয় করুনান্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সকলের ঠিকানা- চোটখন্ড, চোটখন্ড, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান ৭১৩১৪৬।
হাল সাং ১৩ ৩ নং এর দুর্গাপুর সিটি সেন্টার, ফ্লাট কমপ্লেক্স, বিদিশা, বর্ধমান। ২ নং এর শিবপুর, কলিকাতা।
আমমোক্তার গ্রহীতা -
১) শ্রী পুলকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,
পিতা- স্বর্গীয় অরুনান্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিকানা চোটখন্ড, চোটখন্ড, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান ৭১৩১৪৬,
সম্পত্তির বিবরন- জেলা - পূর্ব বর্ধমান, থানা- মেমারী, দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মৌজা চোটখন্ড, জে. এল নং- ২১৫, এল আর খতিয়ান নং ১২৯ ও ৩০২, এল আর দাগ নং ২২৬, শ্রেনী ডাঙ্গা, পরিমান ১ (ষোলো) আনায় ২৩ শতক মধ্যে ১২ (বারো) শতক।
এতদ্দারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **দেবাশীষ ঘোষ**, পিতা- **গৌতম ঘোষ**, চোটখন্ড, চোটখন্ড, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৪৬, উপরিউক্ত সম্পত্তি উপরিউক্ত আমমোক্তার দাতার পক্ষে বর্ধমান ১ রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বহির নং ৪, ২০০৭ সালের ০০৬৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে বর্ধমান ডি এস আর ১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বহির নং ১, ২০২৪ সালের ০২০১০৫৩৮৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন। উপরিউক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর লইয়া কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিবেন।

ধন্যবাদান্তে
MOHESH GHOSH (ADVOCATE)
DISTRICT JUDGE'S COURT PURBA BARDHAMAN

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া- ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/ এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ২৩৭_২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ:** (১) এমএলপি, এসওয়াইএই কোচিং ডিপো স্থাপনের জন্য সিভিল নির্মাণ কাজ। (২) হাওড়া স্টেশন, পুরনো কমপ্লেক্সের রিটায়ারিং রুমে ব্যবহারের জন্য নতুন আসবাবপত্রের প্রাপ্যতা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৬,৪৯,৪৪,০২৭.৮০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১২,৯৮,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.১০.২০২৬। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-367/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/lighting/Zone - IV/BR-XI, KMC** invites e-tender online two part Bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/100/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of Service for operation of Street lighting system in Ward No. 112, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,85,600.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **365 Days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/167/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply & Delivery of electrical apparatus for maintenance work at different areas in Ward No. 109 under BR-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,97,548.55.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/107/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system at Kalikapur, Mukundapur and Purbaloke etc areas in Ward No. 109, BR-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,98,040.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **365 Days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/219/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply and delivery of LED fittings at Coal India, J.U Co-operative, Nabadiganta etc areas in Ward No. 109, BR-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,97,179.62.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/98/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of service for operation of streetlighting system in Ward No. 113, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,84,400.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **365 Days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/96/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of service for operation of street lighting system in Ward No. 114, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,82,000.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **365 Days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/76/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Operation and maintenance of electrical installation at different UPHC under BR-XI, KMC.** Estimated Amount: ₹ **3,20,762.37.** Earnest Money: ₹ **6,500.00.** Period of completion : **365 Days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/173/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Interim lighting arrangement on the occasion of Chhath Puja at different Ghats in Ward No. 109, BR-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,85,900.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **2 Days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/214/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Temporary lighting arrangement on the occasion of Chhath Puja at Patuli Ghat in Ward No. 110, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,74,240.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **2 Days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/216/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Temporary lighting arrangement on the occasion of Chhath Puja at Majumdar Pukur, Bhar Pukur in Ward No. 112, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,92,060.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **2 Days.**

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/217/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Temporary lighting arrangement on the occasion of Chhath Puja at Pirpukur, Dinesh Nagar etc. ghat in Ward No. 113, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,88,980.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **2 Days.**

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/218/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Temporary lighting arrangement on the occasion of Chhath Puja at Itkhola and etc. pond in Ward No. 114, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,94,524.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **2 Days.**

(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/128/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Improvement of street lighting system at middle Rd, Bhattacharjee Para, Garfa etc. area in Ward No. 104 under BR-XI, KMC.** Estimated Amount: ₹ **3,99,240.68.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(14) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/223/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Improvement of bustee lighting arrangement at Sardar Para, Taltala, Bidhan Colony etc bustee and slum areas in Ward No. 103, BR-XI, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,91,022.43.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(15) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/222/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Improvement of bustee lighting arrangement at Briji West, Naskar Para etc bustee and slum areas in Ward No. 110, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,96,986.76.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(16) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 110, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,95,520.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **365 Days.**

(17) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/135/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of services for operation of street light including dailyon & off at E.M. Bypass from Patuli Dhalai Bridge to Baghajatin Over Bridge in Ward No. 110, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,43,920.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **365 Days.**

(18) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/94/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply and delivery of LED fittings at Brahmapur South end Rabindrapally, Banerjee Para etc. area in Ward No. 111, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,86,014.49.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(19) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/166/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply and delivery of LED fittings at Prantik Abasan, Mali Para, Brahmapur More etc. area in Ward No. 111, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,98,640.26.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(20) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/169/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Repairing and maintenance of mini mast and other electrical accessories at Brahmapur More, Sarada Park, Gitanjali Park etc areas in Ward No. 111, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,99,904.77.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(21) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/104/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of service for routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 111, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,96,265.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **365 Days.**

(22) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/121/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Replacement of damaged street light poles and other electrical accessories at Badamtala, Vivekananda Park, Mali Para, etc. areas in Ward No.-111, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,86,565.28.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(23) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/127/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works in Ward No. 111 under BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **3,98,880.29.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(24) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/156/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply and delivery of LED fittings at Sardar Para, Pragati Park, Brahmapur South etc. area in Ward No. 111, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,98,752.26.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(25) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/215/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Temporary lighting arrangement on the occassion of Chhath Puja at Sen Dighi Ghat, Vivekananda Ghat, Kalar Pukur Ghat etc. in Ward No. 111, BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,75,362.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **2 Days.** Last date and time of completion of bid: **14.10.2026 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 25). The bid form and other details are available on and from **06.10.2026 from 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 25). from the website **https://etenders.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 to 25).

The **Executive Engineer (Electrical)/lighting/Zone - VI/BR-XVI, KMC** invites e-tender online two part Bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-VI/200/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of LED fittings at Sajnaberia, Gopalnagar, Krishnanager etc surrounding areas in Ward No. 142, BR-XVI.** Estimated Amount: ₹ **2,99,749.23.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-VI/199/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Improvement of street lighting arrangement at Chak Ramnagar, Sajnaberia, Natunpara etc areas in Ward No. 142, BR-XVI.** Estimated Amount: ₹ **2,97,992.40.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-VI/185/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of LED fittings at Gholpara, Jiodargot, Lashkarpur etc surrounding areas in Ward No. 142, BR-XVI.** Estimated Amount: ₹ **2,97,082.96.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-VI/198/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Installation of earthing and other electrical repairing works for street lighting poles at Jiodargot, Ramnagar and Milanpally etc areas in Ward No. 142, BR-XVI.** Estimated Amount: ₹ **2,99,223.61.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-VI/184/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Replacement of damaged street light poles and other electrical accessories at Brieck Field Road, Gholpara, Chakramnagar etc. areas in Ward No. 142, BR-XVI.** Estimated Amount: ₹ **2,99,711.44.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-VI/183/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Improvement of street lighting arrangement at Thakuranichak, Kalitala, Brickfield road etc areas in Ward No. 142, BR-XVI.** Estimated Amount: ₹ **2,98,218.41.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-VI/182/26-27/PD (1st Call)
Name of work: **Supply of LED fittings at Anukul Ashram, Asabari, Chak Ramnagar etc surrounding areas in Ward No. 142, BR-XVI.** Estimated Amount: ₹ **2,98,934.77.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.** Last date and time of completion of bid: **14.10.2026 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 7). The bid form and other details are available on and from **06.10.2026 from 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 7). from the website **https://etenders.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 to 7). **(577/26-27)**

দেবীর বিচরণ বা অলৌকিক ঘটনাবলির দাবি

সন্ধ্যার পর যেখানে থমকে যায় জনজীবন, সত্যিই কি রয়েছে ‘বনদেবী’র সেই রহস্যময় মন্দির?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি প্রাচীন মন্দির। দিনের আলোয় যেখানে ভক্তদের আনাগোনা, সন্ধ্যার পর সেখানেই নেমে আসে নিস্তব্ধতা। সূর্য ডোবার পর মন্দির চত্বর এবং আশপাশের জঙ্গলে সাধারণ মানুষের প্রবেশ কার্যত বন্ধ। স্থানীয় লোকবিশ্বাস, রাতের অন্ধকারে সেই জঙ্গলেই বিচরণ করেন বনদেবী। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও তামান্না ভাটিয়া অভিনীত ‘দ্য বন, ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট’ ছবির গল্পে এমনই এক রহস্যময় পরিবেশ দেখা গিয়েছে। আর সেই সিনেমার সূত্র ধরেই সামনে এসেছে বিহারের একটি বাস্তব মন্দিরের কথা। বিহারের পাটনা জেলার বিহটার কাছে অবস্থিত এই মন্দিরটি স্থানীয়দের কাছে পরিচিত বনদেবীর মন্দির হিসেবে। পাটনা শহর থেকে আনুমানিক ৩৫ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এই ধর্মস্থানকে ঘিরে রয়েছে বহু পুরনো লোককথা ও বিশ্বাস। স্থানীয় বিবরণ অনুযায়ী, মন্দিরটির বয়স প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ বছর। এই মন্দিরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রচলিত অর্থে কোনও দেবীমূর্তির পুজো হয় না। একটি পবিত্র পিণ্ডকেই দেবীর প্রতীক হিসেবে পুজো করেন ভক্তরা। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই পিণ্ডের মধ্যেই অধিষ্ঠান রয়েছে দেবীর। সন্ধ্যার আরতি শেষ হওয়ার পর পুরোহিত মন্দির থেকে চলে গেলে গোটা এলাকা ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যায়। মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোককাহিনিতে উঠে আসে বিদ্যানন্দ মিশ্র নামে এক ভক্তের কথা। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, রঘুপুরের বাসিন্দা বিদ্যানন্দ ছিলেন মা বিন্ধ্যবাসিনীর ভক্ত। নিয়মিত তিনি বিন্ধ্যাচলে গিয়ে পুজো দিতেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, সেই সময় এক রাতে স্বপ্নে দেবী তাঁকে নিজের একটি পবিত্র পিণ্ড নিয়ে গিয়ে গ্রামের কাছে প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশ মেনে বিদ্যানন্দ সেই পিণ্ড নিয়ে এসে জঙ্গলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই শুরু হয় পুজো। প্রথম দিকে সেখানে কোনও বড় মন্দির ছিল না। একটি ছোট কুটিরেই দেবীর আরাধনা চলত। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দেবীর অবস্থানের কারণেই ধীরে ধীরে তিনি স্থানীয় মানুষের কাছে ‘বনদেবী নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

স্থানীয়দের একাংশের বিশ্বাস, এই বনদেবী আসলে মা বিন্ধ্যবাসিনীরই একটি রূপ। পরবর্তী সময়ে মন্দিরটির পরিকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৯৫৮ সালে সাধক ভগবান দাস ত্যাগীর উদ্যোগে মন্দিরের উন্নয়নকাজ শুরু হয়। পরে ১৯৯৭ সালেও মন্দিরে নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ হয়। এই মন্দিরকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয় সন্ধ্যার পরের নিয়মকে নিয়ে। স্থানীয় বিশ্বাস ও প্রথা অনুযায়ী, সূর্যাস্তের পর মন্দির এবং সংলগ্ন জঙ্গলে সাধারণ মানুষের প্রবেশ এড়িয়ে চলা হয়। এর পিছনে ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন রয়েছে, তেমনই ঘন জঙ্গলের নিরাপত্তা নিয়েও বাস্তব কারণ থাকতে পারে। ফলে রাতের বেলা এলাকা ফাঁকা হয়ে যাওয়াই এখানকার দীর্ঘদিনের রীতি। আর এই বাস্তব লোকবিশ্বাসই জায়গা করে নিয়েছে ‘ বন ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট’ ছবিতে। ছবির লেখক অরুণাভ কুমারের বক্তব্য অনুযায়ী, বিহারের এই মন্দি এবং তাকে ঘিরে থাকা লোককাহিনীই গল্পের অন্যতম অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে সূর্যাস্তের পর মন্দি ও জঙ্গল এলাকায় প্রবেশ না করার স্থানীয় প্রথা ছবির কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়েছে। তাই সিনেমার পর্দায় দেখা বনদেবীর রহস্য পুরোপুরি কল্পিত নয়। বিহারের এই প্রাচীন মন্দির, তাকে ঘিরে থাকা লোকবিশ্বাস এবং শতাব্দীপ্রাচীন কাহিনী বাস্তবেই স্থানীয় সংস্কৃতির অংশ। তবে রাতে দেবীর বিচরণ বা অলৌকিক ঘটনাবলির দাবিগুলি মূলত লোকবিশ্বাস-তার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আর সেই বিশ্বাস, রহস্য ও জঙ্গলের আবহই এই মন্দিরকে আজও করে রেখেছে এক অনন্য আকর্ষণের কেন্দ্র।

নতুন ভূমিকায় ‘পরিধি ছাড়িয়ে’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ অক্টোবর ঃ গত ২ অক্টোবর, শুক্রবার শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে ‘পরিধি ছাড়িয়ে সাহিত্য পত্রিকা’র প্রথম শারদ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন হয়। পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশিকা মধুমিতা ধূত-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দূরদূরান্ত থেকে কবি ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে জমে ওঠে সাহিত্য-সন্ধ্যা। শারদ সংখ্যার নান্দনিক প্রচ্ছদও প্রশংসা কুড়িয়েছে। গত ২২ আগস্ট কলেজ স্ট্রিটের ব্রহ্মমন্দি হলে আয়োজিত সাহিত্য সন্ধ্যার সাফল্য থেকেই অনুপ্রেরণা নিয়ে এই নতুন উদ্যোগ বলে জানা যায়। অনুষ্ঠানে লেখক সুশান্ত কাঞ্জিলাল ও পাপিয়া নন্দী-র হাতে তাঁদের লেখনীর স্বীকৃতিস্বরূপ দুর্গাপ্রতিমার প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয়। লেখক সেখ মনিরুদ্দিন তাঁর ‘জল ছবি’ বইয়ের জন্য পান একটি নামী ব্র্যান্ডের উপহার। মধুমিতা ধূত জানান, আগামী দিনে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে আরও নতুন উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্ঠানের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন ‘পরিধি ছাড়িয়ে’-র সদস্যরা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন সেতুগুলির পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ

কলকাতা, ৫ই অক্টোবর ২০২৬'মিশন-৩০০০ এমটি'-এর আওতায় পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তার অংশ হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে তাদের আওতাধীন চিহ্নিত সেতুগুলির মানোন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। সেতুগুলির পুনর্বাসন, শক্তিশালীকরণ, রেট্রোফিটিং (আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি) এবং পুনর্নির্মাণের কাজ অনুমোদিত হয়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকার সেতু-সংক্রান্ত কাজের অনুমোদন পাওয়া গেছে।সেতুগুলিকে ২৫-টন এক্সেল লোড বা অক্ষীয় ভার বহনের উপযোগী করে তোলার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে যে কাজগুলি গ্রহণ করেছে, তা নিম্নরূপঃ 'মেগা' ও 'মেজর' (বৃহ) সেতুগুলির বিদ্যমান স্টিল গার্ডার পরিবর্তন করে নতুন স্টিল গার্ডার বসানো, যা '২৫স্খ-২০০৮ লোডিং' মানদণ্ড অনুযায়ী সক্ষম এর পাশাপাশি সেতুর সাব-স্ট্রাকচার বা নিচের কাঠামো শক্তিশালী করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করা হবে। এখন পর্যন্ত ৪১টি সেতুতে গার্ডার পরিবর্তনের কাজ অনুমোদিত হয়েছে। 'মেগা' ও 'মেজর' সেতুগুলির বিদ্যমান স্টিল গার্ডার পরিবর্তন করে নতুন 'ব্যালাস্টেড ডেক কম্পোজিট গার্ডার' বসানো, যা '২৫-২০০৮ লোডিং' মানদণ্ড অনুযায়ী সক্ষম এর পাশাপাশি সেতুর সাব-স্ট্রাকচার শক্তিশালী করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করা হবে। এখন পর্যন্ত ৩৮টি সেতুকে কম্পোজিট গার্ডারে রূপান্তরের কাজ অনুমোদিত হয়েছে। ১২.২ মিটার পর্যন্ত স্প্যান-বিশিষ্ট সেতুর বিদ্যমান স্টিল গার্ডার পরিবর্তন করে 'ব্যালাস্টেড ডেক পিএসসি স্ল্যাব' বসানো ।

রাষ্ট্রসংঘে স্থায়ী সদস্যপদের লক্ষ্যে বড় কৌশল?

২০ দেশে ‘ডিফেন্স উইং’ খুলছে ভারত

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের কৌশলগত প্রভাব আরও বাড়াতে প্রতিরক্ষা কূটনীতিতে বড়সড় সম্প্রসারণের পথে হাঁটছে কেন্দ্র। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বের আরও ২০টি দেশে ভারতীয় দূতাবাসে ‘ডিফেন্স উইং’ বা প্রতিরক্ষা শাখা খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আফ্রিকা, ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার একাধিক দেশকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে নিয়োগ করা হবে ডিফেন্স অ্যাটাশে ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আধিকারিকদের। বর্তমানে বিশ্বের ৫২টি দেশে ভারতীয় দূতাবাসে ডিফেন্স উইং রয়েছে। নতুন করে আরও ২০টি দেশে এই শাখা চালু হলে বিদেশে ভারতের প্রতিরক্ষা-কূটনৈতিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, গোটা প্রক্রিয়াটি দুই ধাপে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। প্রথম পর্যায়ে পোল্যান্ড, আলজেরিয়া, ইথিওপিয়া ও মোজাম্বিক-সহ ১০টি দেশে প্রতিরক্ষা শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে মরক্কো, মেক্সিকো, কম্বোডিয়া ও রুয়ান্ডার মতো দেশগুলিকে এই তালিকায় যুক্ত করা হবে। যে সমস্ত দেশ ভারতের কাছ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা বা সামরিক সহযোগিতা বাড়াতে আগ্রহী, কিন্তু বর্তমানে সেখানে কোনও ভারতীয় প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে নেই, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। এই উদ্যোগের পিছনে শুধু প্রতিরক্ষা বাণিজ্য বাড়ানোর লক্ষ্য নেই। ভারতীয় কূটনীতিতে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনও দেশের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার অর্থ শুধুমাত্র অস্ত্র কেনাবেচা নয়। যৌথ সামরিক মহড়া, প্রশিক্ষণ, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে নতুন দেশগুলিতে ডিফেন্স উইং চালু হলে সংশ্লিষ্ট দেশের সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হতে পারে। একইসঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির জন্য নতুন বাজার ও সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকায় ভারতের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক সম্প্রসারণ বৃহত্তর ভূ-কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরি হলে একাধিক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারতের অবস্থানের প্রতি সমর্থন বাড়তে পারে। এর সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিরও একটি পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ। নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছে নয়াদিল্লি। ভারতকে স্থায়ী সদস্য করার দাবির পক্ষে বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই সমর্থন জানিয়েছে। সেই সমর্থনের পরিধি আরও বাড়ানো ভারতের কূটনৈতিক অগ্রাধিকারের অন্যতম লক্ষ্য। তবে শুধু রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ডিফেন্স উইং সম্প্রসারণ-এমনটা বলছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এর মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের প্রতিরক্ষা কূটনীতিকে আরও কার্যকর করা, সামরিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দেশের ভূমিকা শক্তিশালী করা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনও দেশের প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক শক্তি বা সামরিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না বিস্তৃত কূটনৈতিক ও কৌশলগত অংশীদারিত্বও গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গা থেকেই আগামী পাঁচ বছরে আরও ২০টি দেশে ডিফেন্স উইং খোলার পরিকল্পনাকে তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বিদেশে ভারতের সামরিক ও কূটনৈতিক উপস্থিতির পরিধি আরও বাড়বে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে। আর সেই বৃহত্তর কৌশলগত নেটওয়ার্কই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কার ও স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে আরও জোরালো করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ।

বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে আজ বিধানসভায় মনোনয়নপত্র জমা করলেন শ্রীমতি কোয়েল মল্লিক ।

ইণ্ডিয়ান গোলাপ পার্টির প্রথম সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হলো রবিবার কলকাতায়। উপস্থিত ছিলেন ডঃ চন্দ্রচূড় গোস্বামী, ইন্দ্রানী সাসমল, অমিত সেনগুপ্ত, অশোক কুমার চক্রবর্তী, কৌশিক মুখার্জী প্রমুখ। পার্টির প্রতিষ্ঠাতা দিলীপ কুমার গুপ্ত জানান অরাজনৈতিক এই পার্টির উদ্দেশ্য যুবসমাজকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং সমাজের কৃতি মানুষের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন জিএম

গোরখপুর, ৫ অক্টোবর ঃ ৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর, গোরখপুর জংশন স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ১২৫৫৫ নম্বর গোরখপুর-বাথিন্দা গোরখধাম এক্সপ্রেস ট্রেন এবং যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীদের সাথে কথা বলেন। এ সময় প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, শ্রী রভিশ কুমার, ঊর্ধ্বতন রেল কর্মকর্তা, সুপারভাইজার এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। গোরখপুর জংশন স্টেশনে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর পরিচ্ছন্নতা এবং আলোর ব্যবস্থার উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেন।জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর ১২৫৫৫ নম্বর গোরখপুর-বাথিন্দা গোরখধাম এক্সপ্রেস ট্রেনের এস-১ স্লিপার শ্রেণীর কোচে পরিদর্শন শুরু করেন, যেখানে তিনি পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় শৈলীর শৌচাগার, ওয়াশবেসিন এবং আলোর ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর শ্রী বরওয়ানকার এসি তৃতীয় শ্রেণীর বি-৬, ৭, এবং ৮ নম্বর কোচে রেলযাত্রীদের জন্য সরবরাহ করা চাদর, বালিশ, তোয়ালে এবং কম্বলের পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শন করেন। তিনি কোচ পরিচারকদের চাদরের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঠিক স্থানে রাখা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। জেনারেল ম্যানেজার শৌচাগারের ফ্লাশিং ব্যবস্থা এবং তার চারপাশের এলাকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জল সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে এবং কোচ ও শৌচাগারগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন।

উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভা ভোটে বড় চমক বিজেপির

১-র পাতার পর-কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পর যে আটজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন ধর্মপাল সিং, রাধাকান্ত ওঝা, প্রকাশ পাল, বিদ্যাসাগর সোনকর, গোপীকৃষ্ণ পাণ্ডে, প্রিয়ঙ্কা সিং রাওয়াত, রামপ্রতাপ সিং চৌহান এবং শ্রুতি গাঙ্গোয়ার। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামাজিক ও জাতপাতের সমীকরণ মেপে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আটজন প্রার্থীর মধ্যে তিনজন ওবিসি, দু'জন দলিত এবং তিনজন উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি রয়েছেন। পাশাপাশি মহিলা প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে তালিকায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে দুই মহিলা প্রার্থীকে। আগামী ১৬ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের ১০টি রাজ্যসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বিধানসভায় বিধায়ক সংখ্যার বিচারে এই ১০টি আসনের মধ্যে বিজেপির আটটি এবং প্রধান বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টির দু'টি আসনে জয় একপ্রকার নিশ্চিত। উল্লেখ্য, হরদীপ সিং পুরী ২০১৮ সালে প্রথমবার উত্তরপ্রদেশ থেকে উপনির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধি পেলেও এবার তাঁকে প্রার্থী না করায় দিল্লির অলিন্দে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। দলের অন্দরের খবর, মূলত সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে চাঙ্গা করা এবং জাতপাতের জটিল অঙ্কে ভারসাম্য বজায় রাখতেই হেভিওয়েট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বদলে একঝাঁক নতুন মুখের ওপর ভরসা রাখল শীর্ষ নেতৃত্ব।

কেন্দ্রীয় বাহিনী তৈরি নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে

১-র পাতার পর-এই নন্দীগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক শুভেন্দু এই কেন্দ্রে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। রেজিনগর কেন্দ্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে লড়ছেন আজুপ বিধায়ক হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবি আজাদ বিজেপির প্রার্থী শাঁখারভ সরকার। এই আসনে মমতার প্রার্থী রবিউল ইসলাম। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রেজিনগরে সংখ্যালঘুদের বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বার্তা সংখ্যালঘুরা গ্রহণ করেছেন বলেও দাবি করেছেন তিনি।

‘ফর্ম ৬-এ বদল কে করেছে? আমরা কোনও অনুমোদন দিইনি’

১-র পাতার পর-একটি খবরের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে মামলা নিয়ে এসেছেন। খবরটি আংশিক বা সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে, তাই আমরা কমিশন ও সংশ্লিষ্টদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আগে দেখতে চাই।'' মামলার মূল ভিত্তি ছিল একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে এসআইআর এবং ‘ফর্ম ৬’-এ বেআইনি পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে গত ১০ মাসে অন্তত ১৪ বার অন-রেকর্ড লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার। ভোটার ফর্ম ৬-এ পূর্বপুরুষদের বিবরণ চাওয়া এবং আইটি সফটওয়্যার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কোনও সংবিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া বা অন্য কমিশনারদের মতামত ছাড়া সিইসি একতরফাভাবে বলব করেছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়। আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পর সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের অবিলম্বে বরখাস্তের যে রাজনৈতিক দাবি সিজেপি বা বিরোধী দলগুলি তুলছিল, তা সাময়িকভাবে ধাক্কা খেল।

উপনির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামের আইসি বদল

১-র পাতার পর-সেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সকালে টেঙুয়া মোড় থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তায় হেঁটে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন শুভেন্দু। পাশে হুডখোলা গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী হাসিরানি রথ এবং বিজেপির জেলা সভাপতি মলয় সিং। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় মানুষের অভূতপূর্ব সমাগম দেখে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বন্ধুত্বের যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তা এ বার সার্থক হবে। তাঁরা সরকারের পাশেই থাকবেন।'' অন্য দিকে, সাধারণ মানুষের উৎসাহে আশাবাদী প্রার্থী হাসিরানি রথের দাবি, মার্জিনের নিরিখে রেকর্ড গড়ে জয়ী হবেন তিনি। অন্য দিকে, শাসকদলের এই প্রচারকে পাত্তা দিতে চাইছে না বিরোধী শিবির। ১৭ বছর আগের একটি পুরনো খুনের মামলায় ভোটের মুখেই গ্রেফতার হতে হয়েছিল কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে। পরবর্তীতে হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে ময়দানে নামেন তিনি। উল্লেখ্য, কালীঘাট তৃণমূল নিজেদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল এ বার কংগ্রেস প্রার্থী মিলনকেই সমর্থন জানাচ্ছে। প্রচারের শেষ দিনে শুভেন্দুকে নিশানা করে মিলন বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীকে যদি নিজের পুলিশ-প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে দিনরাত মিছিল-সভা করতে হয়, তবে বুঝতে হবে কংগ্রেসকে তাঁরা কতটা ভয় পেয়েছেন। প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধীদের পাশাপাশি ভোটারদেরও ভয় দেখানো হচ্ছে।'' অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত বলে দাবি তাঁর। একই অভিযোগ তুলেছেন বামফ্রন্ট প্রার্থী শান্তিগোপাল গিরিও। তাঁর কটাক্ষ, ''যদি নন্দীগ্রামে সত্যিই উন্নয়ন হয়ে থাকে এবং মানুষের সমর্থন থাকে, তবে বিরোধীদের প্রচারে বাধা দিতে পুলিশ-প্রশাসনকে নামাতে হচ্ছে কেন? নিছক প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে জেতার চেষ্টা চলছে।'' নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হলে মানুষ যে বামেদেরই ঢালাও সমর্থন দেবেন, সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি। প্রচারপর্বের শেষ দিনে আরও উত্তাপ ছড়ায় আইএসএফ প্রার্থী সবেমিরাজ আলি খানের ওপর হামলার অভিযোগে।

NAME CHANGE

I, Shahabuddin Mohammed (Old Name) S/o Md Shamsuddin Residing at 105/3B, Karaya Road, P. o - Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shahabuddin Mohammed (Old Name) to Md Shahabuddin (New Name) and henceforth I shall be known as Md Shahabuddin (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-10-2026. Md Shahabuddin (New Name) and Shahabuddin Mohammed (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shabana Nawaz, Shabana (Old Name) W/o Mohammed Shiraz Nawaz Residing at 105/3B, Karaya Road, P.o - Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shabana Nawaz, Shabana (Old Name) to Shabana Shahab (New Name) and henceforth I shall be known as Shabana Shahab (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-10-2026. Shabana Shahab (New Name) and Shabana Nawaz, Shabana (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ganesh Chandra Khan (Old Name) S/O–Late Narayan Khan residing at 62 Colony Kamargaria, Po-Humaniapota, Ps-Gangnapur, Dist-Nadia, West Bengal 741238 do hereby declared that I have changed my name from Ganesh Chandra Khan to Ganesh Khan and henceforth I shall be known as Ganesh Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit no-1044 sworn before the Ld. Executive Magistrate Ranaghat court dated on 25/08/2021 . My name Ganesh Khan & Ganesh Chandra Khan both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, SUSANDIP PATHAK s/o Shri Sailendra Nath Pathak residing at 164/16, Lake Gardens, P.S. Lake, South 24 Parganas, Kolkata- 700045, previously A/51, Lake Gardens, Kolkata-700 045 do hereby solemnly affirm & declare that my actual name is SUSANDIP PATHAK instead of S.PATHAK which is wrongly recorded in my driving licence no. WB20 19930270715 vide an affidavit sworn before the LD. Judicial Magistrate at Alipore no. 87334 dates on 03.10.2026. SUSANDIP PATHAK and S. PATHAK both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Anowar Hussain, S/O. Moslem Miya , Residing of Vill. Nishiganj, P.S. Mathabhanga, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736157. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1999 0941888, Wherein my and my father's name has been recorded as Anowar Hossain, S/O. Moslem Miah. That Said Anowar Hussain, S/O. Moslem Miya and Anowar Hossain,S/O. Moslem Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.56, Date. 05/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Ravi Prakash Chowdhary & Ravi Chowdhary (Old Names) son of Late Ramswarup Chowdhary, resident of 302 A.P.C. Road, Block C, Flat 15F, Kolkata 700009, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Ravi Prakash Chowdhary & Ravi Chowdhary (Old Names) to Ravi Prakash Chowdhary (new name) and henceforth I shall be known as Ravi Prakash Chowdhary (New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata, on 01/10/2026. Ravi Prakash Chowdhary (new name) and Ravi Prakash Chowdhary & Ravi Chowdhary (old names) all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jitendranath Sarkar (Old Name) S/O–Kshetra residing at Vill-Betai Dakshin Jitpur , Po-Betai , PS-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Jitendranath Sarkar to Jiten Sarkar and henceforth I shall be known as Jiten Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/10/2026 . My name Jiten Sarkar & Jitendranath Sarkar both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Alam Miah, S/O. Minaj Uddin Miah, Residing of Ghogerkuthi , Raypara , Barman Para, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736159. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2013 0894594, Wherein my and my father's name has been recorded as Alam Mia ,S/O. M Uddin Mia. That Said Alam Miah , S/O. Minaj Uddin Miah and Alam Mia S/O. M Uddin Mia, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.51, Date. 05/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Pallab Bhunia S/o Khagen Bhunia resident of Vill-Dakshin Chandanpiri, P.O-Chandanpiri, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, West Bengal, India. do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Khagen Bhunia which has been correctly recorded in my Aadhaar card being No. 6487 9496 1868, my Pan Card being No-BWRPB2085A, Voter Card No. ZIS1684844 and Digital Ration Card No. PHH 0050517934 instead of Khagen Chandra Bhunia which is wrongly recorded in my Academic Documents issued by WBBSE, vide affidavit No. 3932 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas, on 25/03/2026. Khagen Bhunia (new name) and Khagen Chandra Bhunia (old names) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Noor Hossain Sekh (Old Name) S/O–Habibur Seikh residing at Vill & PO-Khosbaspur , PS-Kandi , Dist-Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Noor Hossain Sekh to Nur Hossain Seikh and henceforth I shall be known as Nur Hossain Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/10/2026 . My name Nur Hossain Seikh & Noor Hossain Sekh both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Ajad Ali , S/O. Sahidar Rahaman, Residing of Bhelakopa, Maruganj, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That my father's full, good and correct name is Sahidar Rahaman, Which is recorded in my Voter Id Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1999 0926458, Wherein my father's name has been recorded as Saidar Ali. That Said Sahidar Rahaman and Saidar Ali, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.52, Date. 05/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, AMIRULLAH S/O Rahat Hussain aged 75 years, residing at 76/10 Dhalai Line Champdani (M) P.O. Angus, P.S Bhadreswar Dist. Hooghly Pin - 712221, That my name AMIRULLAH has been recorded in my Aadhaar card. That I AMIRULLAH and MD. AMIRULLAH is the same one and identical person, vide affidavit SL NO 40 date 25.09.2026 before the Notary Public Chandannagore court.

AFFIDAVIT

I, Sibendra Oraon , S/O. Mangal Chandra Oraon , Residing of Vill. Gheghirghat Natuarpara, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736134. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 20100912018, Wherein my and my father's name has been recorded as Shibendra Oraon , S/O. Mangal Oraon. That Said Sibendra Oraon,S/O. Mangal Chandra Oraon and Shibendra Oraon, S/O. Mangal Oraon, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 59,Date. 05/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Ainul Hoque, S/O. Delowar Hossain, Residing of Sahar Coochbehar, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736101. That my full, good and correct name is Ainul Hoque, Which is recorded in my Aadhaar card and PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1991 0868246, Wherein my name has been recorded as Ainul Haque. That Said Ainul Hoque and Ainul Haque, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.54 , Date. 05/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Md Rousan Ali (old name) S/o-Naosad Ali residing at Gopalnagar, KaluKhali, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ROUSAN ALI to ROUSAN ALI and henceforth I shall be known as ROUSAN ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 05/10/2026. MD ROUSAN ALI (old name) and ROUSAN ALI (new name) both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Ganesh Roy, S/O. Kheru Roy, Residing at Vill. Khapaidanga, P.O. Konamali, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That my father's full, good and correct name is Kheru Roy, Which is recorded in my Voter Id Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2011 0895951, Wherein my father's name has been recorded as Profulla Roy. That Said Kheru Roy and Profulla Roy, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 50, Date. 05/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I,TAPAS GHOSH @TAPASH GHOSH, S/O NANDA DULAL GHOSH RESIDING AT 244/171 ADARSHA LANE, KAMARTHUBA P.O.& P.S. HABRA, DIST NORTH 24 PGS DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPASH KUMAR GHOSH AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC COURT AT BARASAT VIDE AFFIDAVIT NO. 4180 DT. 1/10/2026. TAPAS GHOSH, TAPASH GHOSH & TAPASH KUMAR GHOSH BOTH ARE SAME & ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Debashis Das, S/o Ashoke Das, residing at Vill Kaipukur, Sukanta Sarani, P.O. Akrampur, P.S. Habra , Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name & shall henceforth be known as Debasish Das as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No. 6798 dt. 6/11/2020. Debashis Das & Debasish Das both are same & one identical person.

AFFIDAVIT

I, Sandip Barman, S/O. Jayendra Barman, Residing of Pharabari, Premerdanga, P.S. Ghoksadanga, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736171. That in my full, good and correct name is Sandip Barman, Which is recorded in my Voter Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB85 2018 0019024, Wherein my name has been recorded as Sanjib Barman. That Said Sandip Barman and Sanjib Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.53, Date. 05/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Abdul Sarkar S/o Makbul Sarkar resident of Vill-Aktail, P.O-Halidana, P.S.-Tapan, Dist.-Dakshin Dinajpur, West Bengal, India. do hereby solemnly affirm and declare my son's actual name Ali Ahamed Sabire instead of Ali Abamed Sabire, vide affidavit No. 427 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur, on 01/10/2026. Ali Ahamed Sabire and Ali Abamed Sabire both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ashok Das @ Ashok Kr. Das, S/o Lt Surendra Das residing at Vill Kaipukur, Sukanta Sarani, P.O. Akrampur, P.S. Habra , Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name & shall henceforth be known as Ashoke Das in all purpose vide affidavit No. 24703 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 24/9/2026. Ashok Das, Ashok Kr Das & Ashoke Das both are same & one identical person.

সুকনা স্টেশন মহোৎসবে ডিএইচআর-এর ১৪৬ বছরের স্থাপত্য ঐতিহ্য উদ্‌যাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৫ অক্টোবর ঃ ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান 'দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে'-এর স্থাপত্যশৈলী-সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী

ভবনগুলির ১৪৬ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে, ৩ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে 'সুকনা স্টেশন মহোৎসব'-এর আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, রেলওয়ের বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লোক উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি রেলওয়ের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ প্রসারের অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে। উদ্‌যাপনের সময়, জেনারেল ম্যানেজার নবনির্মিত সুকনা মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন, যেখানে ডিএইচআর-এর সমৃদ্ধ ইতিহাস ও পরিচালন-সংক্রান্ত ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, তিনি ডিএইচআর-এর ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিষয়ক 'কালেক্টরস এডিশন'-এর প্রথম খণ্ডটি উন্মোচন করেন। শিলিগুড়ির নারায়ণা স্কুল ও সুকনা স্কুলের শিক্ষার্থীরা উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে। প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল এবং প্রতিটি বিভাগে শীর্ষ তিনজন বিজয়ী ডিএইচআর প্রমাণপত্র লাভ করেন। শিল্পী অজয় সরকার সরাসরি 'নেইল আর্ট'-এর একটি প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন এবং সেই শিল্পকর্মটি আনুষ্ঠানিকভাবে সুকনার স্টেশন ম্যানেজারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর, জেনারেল ম্যানেজার ঐতিহাসিক তিনধরিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ১২৫ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী লোকোমোটিভ '৭৮০বি' এবং ৩৬ বছর পর সংস্কার করা একটি ফ্ল্যাট ওয়াগনের যাত্রার সূচনা করেন। ডিএইচআর-এর পরিচালন ক্ষমতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২১ বছর পর গিদ্দাপাহাড় সাইডিংটিও পুনরুদ্ধার ও পুনরায় চালু করা হয়েছিল। সুরক্ষা কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং রেলওয়ের সুরক্ষায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গিদ্দাপাহাড়ে আরপিএফ-এর জন্য একটি নতুন ব্যারাকের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানগুলি ডিএইচআর-এর জন্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানীয় অংশগ্রহণকে একত্রিত করেছে। পুরোনো রোলিং-স্টক ঠিক করে, ঐতিহ্যবাহী সুবিধাগুলির সংস্কার এবং পরিচালন ও সুরক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডিএইচআর-এর অনন্য ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি এই অঞ্চল ও সমগ্র দেশের প্রতি এর নিরবচ্ছিন্ন সেবাকেও রক্ষা করছে।

প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে এক্সিবিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৫ অক্টোবর ঃ ডেঙ্গু প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক এক বিশেষ এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়। হাসপাতাল চত্বরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ডেঙ্গু প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায়, মশার বংশবিস্তার

রোধ এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্বজিৎ চট্টরাজ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সাইন্যাক সোম, বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, জয়েন্ট বিডিও জীবন কানাই মণ্ডলসহ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিনের এক্সিবিশনে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের মোট পাঁচটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ডেঙ্গু প্রতিরোধ, মশার লার্ভা ধ্বংস, বাড়ির আশপাশে জল জমতে না দেওয়া এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার মতো বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে নিজেদের তৈরি সচেতনতামূলক প্রদর্শনী উপস্থাপন করে। পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা ও সচেতনতামূলক বার্তার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী বিদ্যালয়কে নির্বাচিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলকে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা জানান, ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধু প্রশাসনের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। বাড়ি ও বাড়ির আশপাশে যাতে কোথাও জল জমে না থাকে, সেদিকে নিয়মিত নজর রাখার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলেই ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এদিনের এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যেও ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পেল বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 356 Tender Notice Date: 5/10/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 356/10/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 05/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.

Last date of E-Submission: 21/10/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 357 Tender Notice Date: 5/10/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 357/10/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 05/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.

Last date of E-Submission: 21/10/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

PWD(GOVT OF WB) TENDER NOTICE

NOTICE INVITING e-TENDER No. 21 OF 2026-27
OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tender reference No: WBPWD/AE/SER/NIT_21/2026_27

Name of Work:- **Through inside repairing and painting of Bunglow of Sub Divisional Officer, Serampore, with some allied works due to the change of occupation, under Hooghly Division PWD during the year of 2026-2027. Tender ID No : 2026_WBPWD_5077571_1**
Bid submission start date (online): 06.10.2026 at 10.30 a.m.
Bid Submission Closing Date (online): 12.10.2026 up to 10.30 a.m.
Details may be downloaded from : **https://tenders.wb.gov.in** or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in**
Corrigendum, if any will be published in website only.

Sd/- Assistant Engineer, P.W.D
Serampore Sub Division

রঘুনাথপুরে নির্দেশিকা উড়িয়ে চণ্ডী পাহাড়ে অবাধে গ্রানাইট উত্তোলন, গর্জে উঠল 'পাহাড় বাঁচাও কমিটি'

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৫ অক্টোবর ঃ প্রকাশ্য সভা থেকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে অব্যাহত চণ্ডী পাহাড় কাটার কাজ। বেড়ো চণ্ডী পাহাড় কেটে বেপরোয়া গ্রানাইট উত্তোলনের প্রতিবাদে এবং পরিবেশ রক্ষায় এবার রাস্তায় নামলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাহাড়ের পাদদেশেই গড়ে উঠেছে 'পাহাড় বাঁচাও কমিটি', চলছে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ। আন্দোলনকারীদের সাফ বার্তা-অবিলম্বে এই পরিবেশ ধ্বংসের কাজ না থামলে জেলা জুড়ে তৈরি হবে বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষেত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে তৃণমূল শাসনকালে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর অনুমোদনে 'ডাইফারসিফাই ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড' নামের একটি বেসরকারি সংস্থাকে বেড়ো চণ্ডী পাহাড় থেকে গ্রানাইট তোলার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। সেই থেকে ধারাবাহিকভাবে চলছে পাহাড় কাটার কাজ। প্রথম দিন থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা এর বিরুদ্ধে দফায় দফায় সোচ্চার হয়েছেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর রঘুনাথপুরবাসীর প্রত্যাশা ছিল, হয়ত এবার ঐতিহ্যবাহী পাহাড়টি রক্ষা পাবে। সম্প্রতি কড়াডি ময়দানে আয়োজিত একটি জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও স্পষ্ট নির্দেশ দেন, প্রকৃতি বা পাহাড়ের ক্ষতি করে কোনো কাজ চালানো যাবে না। তা

সত্ত্বেও বাস্তবে চণ্ডী পাহাড়ের চিত্র বদলায়নি। সেখানে গ্রানাইট তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় তীব্র অসন্তোষ ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি জটিল হতেই আজ বেড়ো চণ্ডী পাহাড়ে গিয়ে সরজমিনে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন বিধায়িকা মামনি বাউরি। ক্ষোভপ্রকাশ করে তিনি আজ থেকেই পাহাড় কাটার যাবতীয় কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তবে আন্দোলনকারীদের দাবি, শুধু মুখেই নয়, বাস্তবে পাহাড় কাটা স্থায়ীভাবে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এই লড়াই চলবে।

জলের ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার ৩ বছরের শিশুর নিথর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৫ অক্টোবর ঃ বাড়ির ছাদে রাখা জলের ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে উদ্ধার হল মাত্র ৩ বছরের এক শিশুর নিথর দেহ! মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মাড়গ্রামের ইনতলা পাড়ায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয়দের সহায়তায় ট্যাঙ্ক থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে মাড়গ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত শিশুর বাবা হাসিম শেখ পেশায় রাজমিস্ত্রি। কর্মসূত্রে তিনি চেন্নাইয়ে থাকেন। বাড়িতে দাদু, মা এবং জেঠিমার সঙ্গেই থাকত একরত্তি শিশুটি। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি মৃত শিশুর ঠাকুরমা মারা যাওয়ায় সেই সংক্রান্ত কাজের তাগিদে সকালে বাজারে গিয়েছিলেন দাদু ডালিম শেখ ও তাঁর স্ত্রী। বাড়িতে সেই সময় ছিলেন শিশুর মা খুশি খাতুন ও তাঁর জা ছিলেন। ডালিম শেখ জানান, সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ হঠাৎই খোঁজ মিলছিল না নাতির। বাড়ির আশপাশে, পাড়ার অলিগলিতে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। কিন্তু কোথাও মেলেনি খুদের সন্ধান। সন্দেহ হওয়ায় এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হয়। কিন্তু তাতেও কোনও সূত্র মেলেনি। অবশেষে ঘণ্টা দুয়েক পর বাড়ির একতলার ছাদে রাখা ১০০০ লিটারের জলের ট্যাঙ্কের ভিতর শিশুটিকে ভাসতে দেখেন তিন মহিলা। ছেলের এই পরিণতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা খুশি খাতুন। তিনি জানান, ছেলেকে জায়ের ঘরে ঢুকতে দেখে আমি শৌচালয়ে গিয়েছিলাম। বেরিয়ে এসে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতেই জা বলে, সে দেখেনি। দু'ঘণ্টা পর ছাদে গিয়ে দেখতে পাই, জলের ট্যাঙ্কে ও পড়ে রয়েছে। ওইটুকু বাচ্চা কীভাবে একা ছাদে উঠে ট্যাঙ্কে পড়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না। দাদু ডালিম শেখের গলাতেও এক অনিশ্চয়তা। তিনি বলেন, বাড়িতে দুই বৌমা ছিল। তাদের চোখ এড়িয়ে ওইটুকু শিশু কী করে ছাদে উঠল, আর জলের ট্যাঙ্কেই বা কীভাবে পড়ল, বোধগম্য হচ্ছে না। খবর পেয়েই মাড়গ্রাম থানার পুলিশ তদন্তে নামে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, জলের ট্যাঙ্কে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। তবে ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দড়ি ছিঁড়লেও থামবে খনির কেজ, প্রাণ বাঁচানোর প্রযুক্তিতে পেটেন্ট বর্ধমানের প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ারের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ অক্টোবর ঃ খনির গভীর অন্ধকারে শ্রমিকদের নিয়ে ওঠানামার সময় হঠাৎ ছিঁড়ে অরিজিত চট্টোপাধ্যায় উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যকে সংবর্ধিত করেন।

গেল দড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কয়েকশো ফুট নীচে ছুটে চলল শ্রমিক-ভর্তি কেজ। এমন পরিস্থিতিতে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে প্রবল। সেই বিপদ ঠেকাতেই স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন বর্ধমানের প্রবীণ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য। তাঁর উদ্ভাবিত 'অটোমেটিক মাইন কেজ ফ্রি-ফল অ্যারেস্টিং সেফটি সিস্টেম'-এর জন্য ভারত সরকারের পেটেন্ট দফতর স্বীকৃতি দিয়েছে। পেটেন্ট নম্বর ৬০২০৬১১। প্রযুক্তিটির সাফল্য উদ্‌যাপন করতে সোমবার বর্ধমানের জি টি রোডের নক্ষত্র ম্যারেজ হলে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. সিএএমপি হাসপাতালের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি তার পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরাও উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে একাধিক খনি দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন প্রশান্তবাবু। আমলাবাদ ও জামাডোবায় খাদ খননের সময় শ্রমিকদের মৃত্যু, খাস কাজোরা কোলিয়ারির দুর্ঘটনা-সহ একাধিক ঘটনার স্মৃতি তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ১৯৯৬ সালে ইসিএল-এর জে কে নগর ৪ নম্বর পিট প্রজেক্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল- দড়ি ছিঁড়ে কেজ নীচে নেমে গেলে কী ভাবে শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব? ২০১৫ সালে শুরু করেন এই প্রযুক্তি নিয়ে জোরকদমে গবেষণা ও কাজ। প্রশান্তবাবুর দাবি, কেজ যে গাইড ধরে ওঠানামা করে, তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে বিশেষ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। কোনও কারণে ওয়াইন্ডিং রোপ বা সাপোর্ট সিস্টেম থেকে কেজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে মানুষের কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই সেটি সক্রিয় হবে। পাশের চারটি গাইডকে শক্ত করে চেপে ধরে কেজের পতন আটকে দেবে। ফলে মাঝপথেই থেমে যাবে কেজ। একই সঙ্গে অডিও-ভিস্যুয়াল সংকেতের মাধ্যমে উপরিতলের আধিকারিক ও উদ্ধারকারী দলকে সতর্ক করা হবে। এর ফলে দ্রুত শুরু করা সম্ভব হবে উদ্ধারকাজ। তবে এই উদ্ভাবনের পথ মসৃণ ছিল না। কোভিডের সময় কর্মী ও যাতায়াতের সমস্যায় কাজ প্রায় থমকে যায়। পরে গলিগ্রাম ও পামড়ার কারখানায় স্ক্র্যাপ মেটেরিয়াল ব্যবহার করে তৈরি করা হয় শারীরিক মডেল। কারিগরি কাজে বেনু, নাড়ুগোপাল মিস্ত্রি ও ঝুলন মিস্ত্রির পাশাপাশি গাড়িচালক উজ্জ্বল ও উত্তমও সহযোগিতা করেন। পুরো উদ্যোগে পাশে ছিলেন স্ত্রী প্রতিমা ভট্টাচার্য। পেটেন্টেও যৌথভাবে তার নাম রয়েছে। প্রশান্তবাবুর কথায়, এটা আমার একার কৃতিত্ব নয়। বহু মানুষের পরিশ্রম এবং পরিবারের নিরন্তর সহযোগিতার ফল। কর্মজীবনে চোখের সামনে দেখা দুর্ঘটনার স্মৃতি থেকে যে উদ্যোগের সূচনা, পেটেন্টের স্বীকৃতিতে সেই দীর্ঘ প্রচেষ্টার সার্থকতায় আবেগাপ্লুত প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি সুনিতা মাজী এবং আমার কন্যা অর্পিতা মাজী, সাং- নোনাকুন্ডু, ২৫৪৫/০৯/০৬/২০২৬ দলিল মূলে নোনাকুণ্ডু নিবাসী শ্রী অভিজিৎ মাজী ভারপ্রাপ্ত আমোক্তার, অনিমা মাল, ভোলানাথ মাজী, পুষ্প সাঁতরা, মীনা মাজী পূর্নিমা বেলেল, প্রমুখ গনের কাছ হইতে ৭১৩১/২০২২ এবং ২৫০৫/২০২৫ দুইটি পৃথক আমমোক্তার দলিল হইতে মহিষনালা মৌজায় ১১.৯০ শতক জমি ক্রয় করি, এবং ডোমজুড় বি.এল.এন্ড.এল. আর ও অফিসে মিউটেশান জমা করি, কেস নং. ১৫৩৪২, ১৫৩৫৮ শুনানীর তারিখ ১২/১০/২৬। উক্ত দলিলে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার এক মাসের মধ্যে উক্ত ডোমজুড় অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হলো বায়রনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ অক্টোবর ঃ উন্নত চিকিৎসার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসকে। রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ কলকাতা থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে বাইরন বিশ্বাসকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাইরের দাদা মিল্টন বিশ্বাস। তবে চিকিৎসার গোপনীয়তার স্বার্থে বাইরনকে দিল্লির কোন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তা তিনি জানাতে রাজি হননি। তবে সূত্রের খবর, সাগরদিঘির বিধায়ক বর্তমানে দিল্লি এইমসে ভর্তি রয়েছেন। প্রসঙ্গত, শনিবার দুপুর নাগাদ হঠাৎই দাউ দাউ করে বায়রন বিশ্বাসের ঘর থেকে আগুন এবং ধোঁয়া বার হতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। এরপর তাঁকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে ধুলিয়ানে পারিবারিক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রায় ৪৮ ঘন্টা সেখানে চিকিৎসাধীন থাকার পর, উন্নততর চিকিৎসার জন্য রবিবার বায়রনকে তাঁর পরিবারের লোকেরা দিল্লি নিয়ে গিয়েছেন। যদিও সূত্রের খবর, ধুলিয়ানের বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি থাকাকালীন সময়ে বায়রনের নতুন কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। রবিবার বায়রনের দাদা মিল্টন বিশ্বাস জানিয়েছিলেন, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় বায়রনের দু'পায়ে হাঁটুর নিচে ক্ষত তৈরি হয়েছে এবং বাম হাতে কনুইয়ের নিচের অংশ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কিছুটা ক্ষত তৈরি হয়েছে। 'সুগার ফল' করে যাওয়ার কারণে শনিবার বায়রন নিজের ঘরে শুয়ে ছিল। সেই সময় হঠাৎ করেই এসি মেশিন ফেটে গিয়ে ওঁর ঘরে আগুন লেগে যায়। নসামবার মিল্টন বিশ্বাস বলেন, বায়রনের সুগার ছাড়াও একাধিক শারীরিক সমস্যা রয়েছে। সেই কারণে উন্নত চিকিৎসার জন্যই তাঁকে গতকালই কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে বায়রনকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দিল্লির একটি হাসপাতালে ইতিমধ্যেই তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে এবং তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত সাহার মৃত্যুতে খালি হওয়া ওই আসনে ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বায়রন কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে বায়রন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছেন। তবে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর বায়রন, মমতা ব্যানার্জির হাত ছেড়ে বর্তমানে ঋতব্রত ব্যানার্জির শিবিরে নাম লিখিয়েছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিওএন), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে টেন্ডারটি দুপুর ১২টায় বন্ধ করা হবে: **ই-টেন্ডার নোটিস নং.: ইএল-কন-কেজিপি-এসএইচএম-ট্রিপ-২৬-০৭; কাজের বিবরণ:** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ সমূহর পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যালয়ের জন্য শালিমারে ট্রিপ মেনটেন্যান্স/অ্যাডভান্স ইনস্পেকশন সেন্টার' স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল আনুষঙ্গিক সমেত কনভেনশনাল ওএইচই থেকে রিট্র্যাক্টেবল ওএইচই-তে রূপান্তরের ব্যবস্থা সহ রিট্র্যাক্টেবল ওভারহেড কন্ডাক্টর-রেল সিস্টেম (আরওসিএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, সূচনার কাজ এবং বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবা প্রদানের কাজ। **মূল্য :** ৩,৫৬,৬৮,৭৪৪.৮৪ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ৭,১৩,৪০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ৬ মাস; **বন্ধের তারিখ : ২৬.১০.২০২৬।** আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.:** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।

(PR-853)

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:

Name of Work: 1 "Temporary IT Infrastructural Works including provision of LED Screens and other IT accessories for live screening of the Hon'ble Prime Minister's speech in connection with the District Level 'Seva Jyoti Yatra' under Seva Sankalpa Abhiyan on 07.10.2026 at Tamlibandh Playground, Bankura."

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-105 of 2026- 27 Last date of submission of Quotation: 06.10.2026 up to 11:00 AM.

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (**https://www.pwdwb.in**)

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE_PS/III/35/1/26-27/R1 (2nd call)
Name of work : **Cutting of jungle and cleaning of compound in Choul Patty Road different park and road side garden in different Ward No. 33, 34 & 35, Br-III**. Estimated Cost : **Rs. 1,94,579.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **40 Days**. Last date and time of submission of bid: **29.10.2026 - 1 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **31.10.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.10.2026 (10 a.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works:
1. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/49
Name of work : **Renovation of watch tower near 18 MG UGR adjoining pipe stackyard area alongwith erection of fencing work around Raw Water Valve Chamber of 25 MGD WTP inside GRWW Clear Water Complex.** Estimated Amount : **Rs. 2,95,287.00.** Earnest Money : **Rs. 5,950.00**. Period of Completion : **15 Days**.
2. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/67
Name of work : **Leak repairing on 1050 MM dia Gandhi Maidan dedicated line on Karbala Road alongwith replacement of 150 MM dia air valve and 100 MM dia service line near Rail Gate on Taratala Road.** Estimated Amount : **Rs. 1,97,830.00.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **07 Days**. Last date and time of receipt of tender (online) : **28.10.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Last date and time of opening of tender (online) : **30.10.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C) (Uttaran Services), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/US/HQ/019/26-27/37 (2nd Call)
Name of work : **Repairing of uttaran sanitary latrines & bathing places at Ramdhan Khan Lane Hut No. 6/1/H/2, 6/1/H/7, 6/1/H/10, 6/1/H/18 etc in Ward No.-019, Br-II**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,92,780.06.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **90 Days**.
2. NIT No. : KMC/US/HQ/019/26-27/60 (1st Call)
Name of work : **Repairing of uttaran sanitary latrines & bathing places at 3/A, 8, 13B, 18 Sashi Sur Lane, 15/1, 17/H/1 Beniatola St. etc. in Ward No.-019, Br-II**. Estimate Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,99,144.37.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.10.2026** up to **11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for technical proposals: **30.10.2026** at **11.30 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **http://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/041/2026-27, Dated-05.10.2026
Name of the work : **Repairing and restoration of room no. 203 including arrangement of furniture at 2nd floor of C.M.O. Buildings for future seating arrangement of incoming officers**. Estimated Cost : **Rs. 2,40,021.00.** Earnest Money : **Rs. 4,810.00**. Period of Completion : **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/042/2026-27, Dated-05.10.2026
Name of the work : **Seating arrangement for office staffs of Grievance Cell within KMC Control Room Zone**. Estimated Cost : **Rs. 1,39,598.00.** Earnest Money : **Rs. 2,800.00**. Period of Completion : **10 Days**.
3. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/043/2026-27, Dated-05.10.2026
Name of the work : **Repairing and restoration of room no. 207, including arrangement of furniture at 2nd floor of C.M.O. Buildings for future seating arrangement of incoming officers**. Estimated Cost : **Rs. 3,54,034.00.** Earnest Money : **Rs. 7,100.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.10.2026 (11 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The bid form and other details are available on and from **06.10.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb. nic.in** (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (WS), (TPS), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/TPS/33/2026-2027
Name of the work : **Repairing the top volute of Pump No. 3 at Mayer Ghat Raw Water Pumping Station**. Estimated Amount : **Rs. 1,21,443.61.** Earnest Money : **Rs. 2,400.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.10.2026** up to **2 p.m.**
2. NIT No. : KMC/WS/TPS/34/2026-2027
Name of the work : **Cleaning of bell-mouths at Mayer Ghat (Baghbazar) Raw Water Pumping Station**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,728.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **29.10.2026** up to **2 p.m.** For detail information please visit website: **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/WS/TPS/23/2026-27
Name of work : **Covering of shed in front of PMU Office Building under Tallah Pumping Station**. Estimated Amount : **Rs. 4,92,348.99.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/WS/TPS/25/2026-27
Name of work : **Preventive and break down maintenance of CCTV surveillance system at Tallah Pumping Station**. Estimated Amount : **Rs. 4,57,345.00.** Earnest Money : **Rs. 9,500.00**. Period of Completion : **365 Days**.
5. NIT No. : KMC/WS/TPS/31/2026-27
Name of work : **Improvement of illumination from main gate to PMU Office Building at Tallah Pumping Station**. Estimated Amount : **Rs. 2,26,863.17.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
6. NIT No. : KMC/WS/TPS/32/2026-27
Name of work : **Restoration of insulation and few repairing works for two numbers 400 KVA Transformer at Tallah Pumping Station**. Estimated Amount : **Rs. 4,06,272.50.** Earnest Money : **Rs. 8,500.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of completion of bid: **14.10.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 3 to 6). The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 3 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 3 to 6). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 3 to 6). Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for Sl. No. 3 to 6).

The **Executive Engineer (Water Supply), Br-XVI, KMC** invites online e-tender for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/JOKA/11/2026-27
Name of work : **Repair to leaks of water supply pipe line, utility W/S G.I./PVC pipe and its allied work at Kalyannagar Road, 12 Feet, Nalanda Park, Diamond Park, Nabapally Bye Lane in Ward No.-143 under Br-XVI**. Estimated Cost of the work: **Rs. 1,42,608.40.** Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/WS/JOKA/12/2026-27
Name of work : **Repair to leaks of 450MM dia M.S. Water Supply Reserve Min pipe and its related work at Dhalipara STP Road in Ward No.-143 under Br-XVI**. Estimated Cost of the work: **Rs. 2,85,043.85.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **18 Days**.
3. NIT No. : KMC/WS/JOKA/13/2026-27
Name of work : **Repair to leaks of potable water supply pipe, standpost, G.I. pipe end cap wash, cutting and flushing at K. Ghosh Rd, R.R. Roy Rd, Sarat Chandra Rd, N Dutta Rd and Santosh Roy Rd in Ward No.-123**. Estimated Cost of the work: **Rs. 2,05,025.10.** Earnest Money : **Rs. 4,500.00**. Period of Completion : **28 Days**.
4. NIT No. : KMC/WS/JOKA/14/2026-27
Name of work : **Restoration of water supply pipe line by leaks, stand post repair pressure point install S/V replace at area of Bara Bagan, Das Para and Natun Pally in Ward No.-124 under Br-XVI**. Estimated Cost of the work: **Rs. 2,03,675.11.** Earnest Money : **Rs. 4,500.00**. Period of Completion : **28 Days**. Last date of submission of all bids: **14.10.2026** up to **2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). Tender will be opened on: **28.10.2026** at **3 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026** at **5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). (All the works) in the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (E) / WS / ARSM SQ. BPS, KMC** invites e-tender online two bid system for the following works :
1. NIT No.: KMC/WS/ARSM/36/2026-27
Name of the work : **Replacement of damaged utility water distribution pipelines with cleaning and repairing of storate tanks of 8 no's Labour Staff Quarter area and office building, SRAC Cell etc. at RSM Sq. BPS**. Estimated Amount : **Rs. 1,07,210.00**. Earnest Money : **Rs. 2,500.00**. Period of Completion : **15 Days**.
2. NIT No.: KMC/WS/ARSM/02/RT/2026-27
Name of the work : **Refilling with fitting fixing of fire extinguishers at office building, pump house, SRAC Cell including replacement of 18 nos. damaged fire extinguishers for HT panel room & CESC room by new ones at RSM Sq. BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,64,542.00**. Earnest Money : **Rs. 5,500.00**. Time of Completion : **10 Days**.
3. NIT No.: KMC/WS/ARSM/37/2026-27
Name of the work : **Up-Keeping of plant at Raja Subodh Mullick Square Booster Pumping Station**. Estimated Amount : **Rs. 3,21,720.00**. Earnest Money : **Rs. 6,500.00**. Time of Completion : **365 Days**. Last date and time of online submission of bid: **29.10.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on : **31.10.2026** after **2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3).
4. NIT No.: KMC/WS/ARSM/30/2026-27
Name of the work : **Improvement of high capacity pumps operating priming units at RSM Sq. BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,24,717.00**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
5. NIT No.: KMC/WS/ARSM/39/2026-27
Name of the work : **Replacement of defunct capacitor bank for pump motor unit no. 7 at RSM Sq. BPS**. Estimated Amount: **Rs. 4,91,343.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **10 Days.** Last date and time of submission of bid: **31.10.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 4 & 5). Tender will be opened on : **02.11.2026** after **2 p.m.** (for Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from : **07.10.2026** at **10 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3) and **09.10.2026** at **10 a.m.** (for Sl. No. 4 & 5). For detail information please visit website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 5).

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEM/26-27/114/26,
(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEM/26-27/114/27,
(3) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEM/26-27/114/28,
published in this Newspaper on **25/09/2026 (Key No. 526/26-27)** of **S&D Department (for Sl. No. 1 to 3).** Last date and time of submission of bid (online) will be read as **09/10/2026 at 1 p.m.** instead of 03/10/2026 at 1 p.m. Date of opening of technical bid will be read as **12/10/2026 at 1 p.m.** instead of 05/10/2026 at 1 p.m. (for Sl. No. 1 to 3)

571/26-27

নতুন 'নেশনস লিগ' ভারতের জন্য কতটা কঠিন?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবরঃ এশিয়া থেকে ফিফা বিশ্বকাপে ওঠার রাস্তাটা ২০৩০ সাল থেকে আমূল বদলে যেতে পারে। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন বা এএফসি নিয়ে আসতে চলেছে দ্বিবার্ষিক 'নেশনস লিগ'। বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বকে মিলিয়ে এই নতুন পরিকাঠামো তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভারতের কাছে এর অর্থ হল আরও বেশি অর্থবহ ম্যাচ। এতে বিশ্বমঞ্চে ওঠার পথ কি আরও কঠিন হবে? আশার পিঠোপিঠি সেই প্রশ্নও উঠে আসছে। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, এএফসি-র ৪৭টি সদস্য দেশকে তিনটে টিয়ার বা স্তরে ভাগ করা হবে। টিয়ার ১ এবং টিয়ার ২-তে থাকবে ১৮টি করে দল। টিয়ার ৩-এ জায়গা পাবে বাকি ১১টি দেশ। তাদের ভাগ করা হবে তিনটি গ্রুপে। ২০২৮-২৯ মরশুমে একটি পরীক্ষামূলক টুর্নামেন্ট চলবে। তার ফলের ভিত্তিতে ঠিক হবে ২০৩০ সালের মূল নেশনস লিগে কোন দল কোন স্তরে থেকে শুরু করবে। আগের মতো আঞ্চলিক বা জোনাল ভাগ আর থাকছে না। অ্যালগরিদমের মাধ্যমে মহাদেশীয় স্তরে সূচি তৈরি হবে। ভাল খেললে প্রোমোশন, খারাপ খেললে রেলিগেশন-এই সহজ কাঠামোর ভিত্তিতে গোটা লিগ চলবে। নেশনস লিগের সঙ্গে বিশ্বকাপের সম্পর্ক তৈরি হবে ২০৩২-৩৩ মরশুম থেকে। টিয়ার ১-এর ১৮টি দল ছ'টি হোম এবং ছ'টি অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে। পয়েন্ট টেবিলের প্রথম ছ'টি দল সরাসরি বিশ্বকাপে পৌঁছবে। সপ্তম থেকে দশম স্থানে থাকা চারটে দল খেলবে প্লে-অফ। সেখান থেকে প্রথম দুটি টিম সরাসরি টিকিট পাবে। তৃতীয় দলকে খেলতে হবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল প্লে-অফ। পাশাপাশি টিয়ার ১-এর সেরা আট দল খেলবে নেশনস লিগের নক-আউট পর্ব। আবার এশিয়ান কাপের ক্ষেত্রে, টিয়ার ১-এর ১৮টি এবং টিয়ার ২-এর সেরা ৬টি দল সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রস্তাব

অনুযায়ী এশিয়ান কাপ ২০৩১-এর বদলে আয়োজিত হবে ২০৩২ সালে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে নিছক কিছু অর্থহীন প্রীতি ম্যাচ খেলার উপর নির্ভরতা কমবে। যুবভারতীতে সম্প্রতি ব্রাজিল বা উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারত খেলেছে। তা দারুণ অভিজ্ঞতা হলেও, সমকক্ষ দলগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলাটা উন্নয়নের জন্য বেশি জরুরি। প্রোমোশন বা রেলিগেশনের ভয় থাকায় প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভাঙবে চার বছর অন্তর শূন্য থেকে শুরু করার চিরচেনা বৃত্ত। ইউরোপ আর এশিয়ার ভূগোল এক নয়। জাপান থেকে সৌদি আরব যাওয়ার বিমানভাড়া ও ক্লান্তি দুই-ই মারাত্মক। ধনী ফেডারেশনগুলো এই বিপুল যাতায়াতের খরচ অনায়াসে সামলাতে পারলেও, ছোট দেশগুলোর বাজেটে টান পড়বে। খেলোয়াড়দের ফিটনেস ও রিকভারির জন্য যা বেশ চিন্তার কারণ। এ ছাড়া, ঠাসা ক্রীড়াসূচির মধ্যে আরও চাপ বাড়াবে নতুন লিগ ক্যালেন্ডারে। বড় দেশগুলোর পক্ষে ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার প্রথম সারির দলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলার সুযোগও কমে যাবে। নিছক ফিফা র‍্যাঙ্কিং দিয়ে টিয়ার ঠিক হবে না। ২০২৮-২৯ সিজনের পরীক্ষামূলক টুর্নামেন্টের ফলই ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। ব্লু-টাইগার্সরা যদি টিয়ার ১-এর বাইরে থেকে শুরু করে, তবে তাদের প্রথম লক্ষ্য হবে প্রোমোশন পাওয়া। সরাসরি বিশ্বকাপের জন্য লড়তে গেলে শীর্ষ স্তরে ওঠাই একমাত্র পথ। নতুন ফরম্যাটে শক্তিশালী দলগুলোর সামনে রাস্তা পরিষ্কার। পিছনের সারির দলগুলোকে নিজেদের প্রমাণ করে তবেই ওই নির্দিষ্ট মঞ্চে পৌঁছতে হবে। সোজা কথায়, লক্ষ্য হয়তো স্পষ্ট হবে, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনো মোটেও সহজ নয়।

ছন্দে থেকেও ব্রাত্য বৈভব! সাফাই দিলেন গম্ভীর

'জনপ্রিয় নয়, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই আমার কাজ'

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ অক্টোবরঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল হইচই। উঠছে প্রশ্ন, ফর্মে থাকা বৈভব সূর্যবংশীকে কেন খেলানো হচ্ছে না? তোপের মুখে গৌতম গম্ভীর। কিন্তু ভারতীয় দলের হেডকোচ সিদ্ধান্তে অবিচল। সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মার উপরই তাঁর পূর্ণ আস্থা। সাফ জানিয়ে দিলেন, বাইরের আওয়াজে কান দিয়ে দল গড়া যায় না। দুরন্ত ছন্দে থাকলেও তরুণ বৈভবকে তাই এখনই সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। জিও স্টারের 'ফলো দ্য ব্লুজঃ গৌতম গম্ভীর আনফিল্টার্ড' অনুষ্ঠানে এসে দল নির্বাচন নিয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটালেন শুভমান-রোহিতদের হেডস্যার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে গত এক-দেড় বছর ধরে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা। পারফরম্যান্স মঃদ নয়। তবে ইদানীং দু-একবার ব্যর্থ হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা শুরু হয়েছে। একাংশের দাবি, ফর্মে থাকা বৈভবকে দ্রুত সুযোগ দেওয়া হোক। এই আবহে গম্ভীরের সোজাসাপটা জবাব, ''আমার কাছেও এটা নতুন অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, ও ছন্দে আছে। কিন্তু আমি ওকে বুঝিয়েছি, অনেক সময় যারা দীর্ঘদিন ধরে ভাল খেলছে, তাদের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। আর একটা কথা, সোশ্যাল মিডিয়া বা বাইরের আওয়াজ প্রথম একাদশ বাছে না। ড্রেসিংরুম, কোচ আর অধিনায়ক যাকে ম্যাচ জেতানোর যোগ্য মনে করে, সে-ই খেলে।'' অল্প বয়সেই নজর কেড়েছেন বৈভব। তবু টিম কম্বিনেশন ভাঙতে নারাজ গম্ভীর। ১৫ বছরের তরুণ ব্যাটারের সঙ্গে এ নিয়ে কথাও বলেছেন তিনি। স্পষ্ট

জানিয়েছেন দলের অন্দরের কঠিন সমীকরণ। গম্ভীরের কথায়, ''বৈভব আজ খেললে, যাকে বাদ দেব, সে অভিষেক হোক বা সঞ্জু, তার সঙ্গে কথা বলাটা খুব কঠিন হবে। গত দো-দু'বছর ধরে যে জুটিটা এত প্রভাব ফেলেছে, তিন-চারটে ব্যর্থতার পরেই হঠাৎ তাদের বাদ দেওয়া যায় না। ফর্মে থাকা একজন প্রতিভাবান তরুণকে চাইলেই খেলানো যায় না। ড্রেসিংরুমে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা দেওয়াটা জরুরি। তাই সুযোগের জন্য কখনও কখনও অপেক্ষা করতেই হবে।'' ক্রিকেটবোদ্ধা থেকে সাধারণ অনুরাগী-গম্ভীরের দল পরিচালনা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক কিছু ম্যাচের পর। তবে সমালোচনা গায়ে মাখতে নারাজ গম্ভীর। তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, ''জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর সঞ্জু-অভিষেককে খেলিয়ে আমরা সেই সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছি।'' এরপরই দলকে আগলে রেখে তিনি জুড়ে দেন, ''ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন, কোনও দলই এক বিশ্বকাপ থেকে পরের বিশ্বকাপ পর্যন্ত অপরাজিত থাকতে পারে না। হঠাৎ একটা খারাপ সিরিজ বা তিনটে খারাপ ম্যাচ কাউকে খারাপ খেলোয়াড় বা খারাপ দল বানিয়ে দেয় না। তাই ধারাবাহিকতা ধরে রাখাটা আমাদের কাছে খুব জরুরি।''

টিম ইন্ডিয়ায় ফিরছেন বাংলার দুই পেসার!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ অক্টোবরঃ ইরানি কাপে আগুনে ফর্মে ছিলেন বাংলার দুই পেসার। দু'জনেই জাতীয় দলের র‍্যাডার থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন। এতদিন টিম ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাচক ছিলেন অজিত আগরকর। তাঁর মেয়াদ ফুরিয়েছে। ভারতের নিউজিল্যান্ড সফরের দল নির্বাচন করবেন আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার। আর সেখানে ডাক পেতেন পারেন বাংলার দুই পেসার মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ। সদ্য ইরানি কাপ জিতেছে অবশিষ্ট ভারত। মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ, দুই বাংলার পেসারের দাপটে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বিরাট ব্যবধানে জয় পেয়েছে ঋষভ পন্থের দল। মাত্র ৩৩ রান দিয়ে ৬ উইকেট তুলে নেন মুকেশ। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট। অন্যদিকে ২৫ রান দিয়ে আকাশের শিকার ৩ উইকেট। দুই ইনিংসে ৬ উইকেট। ভারতের হয়ে ভালো শুরু করার পর চোটের কবলে পড়েন আকাশ দীপ। শেষবার ইংল্যান্ড সফরের অন্যতম নায়ক ছিলেন। অন্যদিকে মুকেশ শেষবার ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেন ২০২৪-এ। সামনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ফরম্যাটের সিরিজ। ফিট থাকলে আকাশের দলে ঢোকা নিয়ে সংশয় থাকার কথা ছিল না। সেটাই হতে চলেছে বলে খবর। ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা নিউজিল্যান্ডের টেস্ট সিরিজের দলে আকাশ থাকতে পারেন। সেই সঙ্গে মুকেশও আলোচনায় চলে এসেছেন। সদ্য চোট পেয়েছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে চোট-আঘাত নিয়ে যা বিতর্ক চলছে, তাতে প্রসিদ্ধকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না বোর্ড। ফলে মুকেশ দলে ঢুকতে পারেন। জশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, গুর্নুর ব্রারের সঙ্গে বাংলার দুই পেসার অকল্যান্ডগামী বিমানে উঠতে পারেন। সেই দল বেছে নেবেন প্রজ্ঞান ওঝা। গত রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অজিত আগরকরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তাঁর বিকল্পের নাম ঘোষণা হয়নি। আগামী সপ্তাহে ওড়িশার প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রজ্ঞানের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। তবে সেদিন নতুন নির্বাচক বেছে নেওয়া হবে কি না, জানা যায়নি।

গ্রিসের মাঠে জার্মানির হোঁচট

সংবাদ সংস্থা, থেসালোনিকি, ৫ অক্টোবরঃ গ্রিসে রবিবার রাতে উয়েফা নেশন্স লিগের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। নতুন কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপের প্রথম চার ম্যাচের তিনটিতেই জয়হীন রইল জার্মানরা। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ১-১ ড্রয়ে আসর শুরু করে জার্মানি। পরের লক্ষ্যে রাখতে পারে জার্মানি। আয়োজকদের পাঁচ শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। প্রথমার্ধে লড়াইটা ছিল একপেশে কোনো গোল না খেয়ে বিরতিতে যেতে পারাটা গ্রিসের জন্য ছিল স্বস্তিদায়ক। জার্মানি ছিল অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। বেশিরভাগ সময় তারা প্রতিপক্ষের অর্ধে

ম্যাচে ঘরের মাঠে বিস্ময়করভাবে গ্রিসের কাছে হেরে যায় তারা ১-০ গোলে। এরপর সার্বিয়াকে ২-০ গোলে হারালেও, পরের ম্যাচে ফের দিক হারিয়ে ফেলল চারবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। এই চার ম্যাচের জন্য আলাদা দুটি দল ঘোষণা করে চমক দিয়েছিলেন ক্লপ। যদিও তাতে ম্যাচে প্রত্যাশিত ফল মিলল না। চার ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের দুই নম্বর গ্রুপে তৃতীয় স্থানে আছে জার্মানি। আসরে গ্রিস এখনও অপরাজিত। দুটি করে জয় ও ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। সমান পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নেদারল্যান্ডস। এ দিন সার্বিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ডাচরা। সার্বরা হেরেছে চার ম্যাচেই। গ্রিসের বিপক্ষে ৭০ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২১ শট নিয়ে চারটি আধিপত্য বজায় রেখে খেলে এবং গোলের সেরা সুযোগগুলোও পায় তারাই। এই সময়ের মধ্যে গোলের জন্য ১৩ শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে জার্মানরা, আর তিনটিই ঠেকিয়ে দেন আয়োজক গোলরক্ষক। এছাড়া তাদের একটি গোল বাতিল হয়ে যায় ভিএআর পর্যালোচনায় হ্যান্ডবলের কারণে। গ্রিস প্রথমার্ধে তাদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সুযোগটি পায় ম্যাচের প্রথম মিনিটে। মাসোরাসের হেড রুখে দেন গোলরক্ষক ইয়োনাস উরবিগ। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে লেনার্ট কার্লের শট ঠেকান গ্রিসের গোলরক্ষক। বাকি সময়ে আর একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি সফরকারীরা। বরং এই সময়ে কয়েকবার তাদের রক্ষণে ভীতি ছড়ায় গ্রিস।

বার্ষিক সাঁতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ শুক্রবার, গান্ধী জয়ন্তীর পবিত্র দিনে কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে বার্ষিক সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০২৬ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো নিবেদিতা উদ্যান, বাগবাজারে। এই প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক উৎসাহী সাঁতারু অত্যন্ত উৎসাহ ও বাক্রীড়া-মনোভাবের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। বালক ও বালিকা উভয় বিভাগেই ফ্রি-স্টাইল, ব্যাক-স্ট্রোক এবং ৪x২৫ মিটার ফ্রি-স্টাইল রিলে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই সুইমিং পুল চত্বর দর্শক, অভিভাবক ও ক্রীড়াপ্রেমীদের ভিড়ে পরিপূর্ণ ছিল, যাঁরা সারাদিন ধরে খুদে সাঁতারুদের উৎসাহিত করেন। সমগ্র প্রতিযোগিতাটি সি.ডি.এস.এ. ট্রেনিং সেন্টারের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শোভাবাজার দেব রাজবাড়ি-র শ্রী এস কে দেব মহাশয় ও কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী তপন দাস। তিনি আগামী দিনের তরুণ সাঁতারুদের ভবিষ্যৎ জীবনে সাঁতারে আরও উন্নতি করার জন্য মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রেরণা জোগান। উৎসাহ প্রদানের জন্য সকল বালক-বালিকা নোভিস সাঁতারুদের মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়াও সফল সাঁতারু

প্রতিযোগীদের সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জ মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রীড়া ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরে সাঁতারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

'ক্ষমা চাইব কীসের জন্য?' সাংবাদিকের রোনাল্ডো নিয়ে প্রশ্নে কড়া জবাব জেসুসের

সংবাদ সংস্থা, পোর্তো, ৫ অক্টোবরঃ পর্তুগালের জার্সিতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভবিষ্যৎ এখন ঘোর অন্ধকারে। কোচের সঙ্গে সংঘাত। নেশনস লিগের মাঝপথে জাতীয় শিবিরের পাট চুকিয়ে বিদায় পর্যন্ত নিয়েছেন। জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি গোটা বিশ্বকে আসল 'সত্যিটা' জানাবেন। এই গমগমে আবহে নরওয়ে ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখোমুখি হন পর্তুগাল কোচ জর্জ জেসুস। সেখানেই ধেয়ে আসে তীক্ষ্ণ প্রশ্নঃ রোনাল্ডো-বিতর্কে কোচ কি এবার ক্ষমা চাইবেন? যে প্রশ্ন শুনেই মেজাজ হারান জেসুস। সটান তোপ দাগেন সাংবাদিককে। নরওয়ে ম্যাচের আগেই জেসুস জানিয়েছিলেন, ম্যাচ মিটলে রোনাল্ডো-প্রসঙ্গ নিয়ে মুখ খুলবেন। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নে তিনি যেন বারুদ। জেসুসের কড়া জবাব, ''ক্ষমা চাইব কীসের জন্য? আর কোন যুক্তিতেই বা আমি ক্ষমা চাইতে যাব?'' এরপর ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে বলেন, ''এই সব কিছুর প্রধান কারণ হল খেলোয়াড়ের ওয়ার্ম-আপ। সিদ্ধান্তের দায় এবং যা ঘটেছে তার সব দায়ভার আমি নিচ্ছি। কিন্তু ক্ষমা চাইব কীসের জন্য? আর কার কাছে? এটা রীতিমতো হাস্যকর।'' দলের অন্দরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ যে প্রশ্নাতীত, সেটা সাফ বুঝিয়ে দিয়েছেন জেসুস। তাঁর সাফ দাবি, ''আমি দলের কোচ। যাকে খুশি ডাকতে পারি। কাকে দলে নেব বা কে খেলবে, সেটা আমি কারও কাছে জিজ্ঞেস করি না। একজন কোচ হিসেবে বেশ কিছু ব্যাপারে আপস করার জায়গা থাকে না। এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'' গোটা

ঘটনাকে অহেতুক বড় করে দেখানো হচ্ছে বলে মনে করেন পর্তুগাল কোচ। যদিও রোনাল্ডোর ফেরার দরজা তিনি এখনই বন্ধ করছেন না। জেসুসের মতে, ''এক বছরের সম্পর্ক এভাবে এক লহমায় নষ্ট করা যায় না। পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে। আসলে ও রোনাল্ডো বলেই এত কথা হচ্ছে। হয়তো সেটাই ঠিক, কারণ ও একটা প্রতীক। কে ওয়ার্ম-আপ করল বা করল না, কে নামল বা নামল না-এসব নিয়ে অযথাই ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে। আজ কতজন খেলোয়াড় ওয়ার্ম-আপ করে মাঠে নামেনি? তাদের কারও ক্ষেত্রে কি কোনও সমস্যা হবে? একদমই না।'' একনাগাড়ে বলা কথায় এভাবেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন জেসুস। একইসঙ্গে জানিয়ে রাখেন, ৪১ বছরের তারকার জাতীয় দলে ফেরার এখনও সুযোগ রয়েছে। শিবির ছাড়ার পর ব্রুনো ফার্নান্দেজ জানিয়েছিলেন, রোনাল্ডোর রাজকীয় বিদায় প্রাপ্য। জেসুসও কি একমত? কোচের অকপট স্বীকারোক্তি, ''একশো ভাগ একমত। ব্রুনো ফার্নান্দেজ যা বলেছে, আমারও ঠিক সেটাই ধারণা। আমি ক্রিসকে একটা কথা বলেছিলাম। ও বিশ্বকাপে হেরে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিতে পারে না। জাতীয় দলের হয়ে ওর খেলা শেষ করা দরকার ছিল। সেই কারণেই প্রথম ম্যাচটা খেলেছে। আলভালাদেতে সেটাই হয়েছিল। আজও ওর খেলার কথা ছিল। কিন্তু যা পরিস্থিতি তৈরি হল, তাতে গোটা অঙ্কটাই বদলে গেল।'' জেসুসের এই মন্তব্যে পরিষ্কার, রোনাল্ডো-বিতর্ক এখনই থামার নয়।

নরওয়েকে আবার হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে পর্তুগাল

ইতিবাচক শুরু করেও আসরে প্রথমবারের মতো পিছিয়ে পড়ল পর্তুগাল। তবে তাদের দুই মিনিটের বেশি আটকে রাখতে পারল না নরওয়ে। আক্রমণাত্মক ফুটবলে আধিপত্য করেই টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল জর্জে জেসুসের দল।

সংবাদ সংস্থা, পোর্তো, ৫ অক্টোবরঃ পোর্তোয় রবিবার ২-১ গোলে জিতে উয়েফা নেশন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনাল নিশ্চিত করল শিরোপাধারীরা। ক্রিস্তোফের আয়েরের গোলে পিছিয়ে পড়ার পরপরই সমতা টানেন জুয়াও কান্সেলো। আর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান গড়ে দেন গসালো রামোস। বল দখল ও আক্রমণ, সব ক্ষেত্রেই ম্যাচে আধিপত্য করে জেসুসের দল। ৫৫ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২০ শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। আর গত বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালিস্ট নরওয়ের ৯ শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। চার ম্যাচের সবগুলোয় জিতে, ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুই রাউন্ড বাকি থাকতেই শেষ আটে খেলা নিশ্চিত করল পর্তুগাল। একই সময় শুরু আরেক ম্যাচে ওয়েলসকে ১-০ গোলে হারিয়ে, ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের চার নম্বর গ্রুপে দুইয়ে আছে ডেনমার্ক। জয়ে আসর শুরুর পর টানা তিন ম্যাচ হারল নরওয়ে। তাদের সমান ওয়েলসেরও ৩ পয়েন্ট। আগের ম্যাচে শুরুতে দলকে এগিয়ে নেওয়া জুয়াও কান্সেলো এখানে ২২তম মিনিটে গোল পেতে পারতেন। ডি-বক্সের বেশ বাইরে থেকে বুলেট গতির শট নেন তিনি, হাত ছুঁইয়ে ক্রসবারের ওপর দিয়ে বল বাইরে পাঠান গোলরক্ষক। ৩১তম মিনিটে আরেকটি দূরপাল্লার শটে ভীতি

ছড়ান ব্রুনো ফার্নান্দজ। তার প্রচেষ্টাও ঝাঁপিয়ে আটকে দেন গোলরক্ষক এগিল সালভিক। এর পাঁচ মিনিট পরেই চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় নরওয়ে। মার্টিন ওদেগোরের ফ্রি কিকে বল ডি-বক্সের ডানদিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েই জোরাল শট নেন ডিফেন্ডার ক্রিস্তোফের আয়ের, বল হাওয়ায় সামান্য বাঁক নিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেয়। এবারের নেশন্স লিগে এই প্রথম ম্যাচে পিছিয়ে পড়ল পর্তুগাল। দুই মিনিটের মধ্যেই অবশ্য আরেকটি দর্শনীয় গোলে সমতা টানেন কান্সেলো। নুনো মেন্দসের বাড়ানো বল ডি-বক্সের বাইরে পেয়েই বুলেট গতির শটে জালে পাঠান বার্সেলোনা ডিফেন্ডার। বিরতির পরও আক্রমণাত্মক ফুটবলে চাপ ধরে রাখে পর্তুগাল। প্রথম ১০ মিনিটে একটি সুযোগও আসে, কিন্তু এই দফায় গোলরক্ষককে ফাঁকি দিতে পারেননি কান্সেলো। ৭৩তম মিনিটে বড় বাঁচা বেঁচে যায় নরওয়ে, ছয় গজ বক্সের মুখে ফাঁকায় বল পেয়ে উড়িয়ে মারেন হুবেন নেভ্স। অনেক প্রচেষ্টা বিফলে যাওয়ার পর, ৭৯তম মিনিটে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। হাওয়ায় ভাসিয়ে দারুণ এক থ্রু বল বাড়ান ভিতিনিয়া, দুইজনের মধ্যে দিয়ে ছয় গজ বক্সে ছুটে গিয়ে বাঁ দিকে পাস দেন ফেলিক্স, আর ওখানে আলতো এক টোকায় বাকি কাজ সারেন রামোস। রোনাল্ডোর অনুপস্থিতিতে টানা তৃতীয় ম্যাচে শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়ে তিনটিতেই জালের দেখা পেলেন এই স্ট্রাইকার। নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট বাকি থাকতে অহেতুক রেফারির সিদ্ধান্তে আপত্তি করে বহিস্কার হন ফ্রান্সিস্কু কন্সেইসাও। প্রথমে তাকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি, তবে ওই সিদ্ধান্তের একরকম অবজ্ঞা করে বুড়ো আঙুল দেখান পর্তুগিজ উইঙ্গার। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে তাকে বের করে দেন রেফারি। এই ঘটনার পরের মিনিট দুয়েক মাঠে কিছুটা উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি অবশ্য দ্রুতই শান্ত হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ শিবিরে এক জন কম থাকলেও ঘুরে দাঁড়ানোর মতো তেমন কিছুই করতে পারেনি নরওয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com